কলিযুগ ধর্ম-হরিনাম সংকীর্তনরত
সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

''হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করুন এবং সুখী হউন''
— শ্রীল প্রভুপাদ

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ

জাগ্রত ছাত্র সমাজের ছাত্রদের জন্য
পাঠ্য পুস্তক

শ্রী শ্রী গুরু - গৌরাঙ্গৌ জয়ত ঃ

জাগ্রত চেতনা

প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড

জাগ্রত ছাত্র সমাজের ছাত্রদের জন্য

পাঠ্য পুস্তক

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ

এ বিষয়ে যারা বিস্তারিত জানতে আগ্রহী বা নিজ এলাকায় জাগ্রত ছাত্র সমাজ গঠন করতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ

ইস্‌কন বিদ্যালয় প্রচার বিভাগ

শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ জিউ মন্দির

৫ চন্দ্রমোহন বসাক স্ট্রীট

ওয়ারী (বনগ্রাম) ঢাকা-১২০৩

প্রথম সংস্করণ ঃ ১৯৯৮ (৫০০০ কপি)

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৯৯ (৫০০০ কপি)

তৃতীয় সংস্করণ ঃ ২০০৪ (৫০০০ কপি)

প্রকাশক ঃ বিদ্যালয় প্রচার বিভাগ

মুদ্রণে ঃ ব্রাইট কম্পিউটার

১, ফোল্ডার স্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকা-১২০৩

শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলীর প্রশংসা

"শ্রীল প্রভুপাদ বিংশ শতাব্দীর বিস্ময়। জীবনের শেষ প্রান্তে অকুতোভয় এই পরম বৈষ্ণব সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসে বিপ্লব ঘটিয়ে গেলেন। বিশ্ব জুড়ে অগণিত কৃষ্ণভক্ত ও গৌরভক্তের সৃষ্টি তাঁর অসাধারণ কীর্তি। শ্রীল প্রভুপাদের এই দিগ্বিজয় ধর্মপ্রচারের ইতিহাসে তুলনাহীন। স্বামী বিবেকানন্দের মার্কিন দেশ বিজয়ের কাহিনীর চেয়ে এই কাহিনী কম আকর্ষক নয়। বিদেশে পরিস্থিতি ও সময়ের দিক থেকে বিচার করলে শ্রীল প্রভুপাদের কীর্তি বরং একটু বেশী।"

শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী

প্রথিতযশা সাংবাদিক

"ধর্মীয় সাধনার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের কৃতিত্ব এখনও অসাধারণ। মাপের দিক থেকে বলতে গেলে ইস্‌কনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ যা করে গিয়েছেন তা অন্য সমস্ত ভারতীয় প্রচারকের থেকে বেশী। এমনকি স্বামী বিবেকানন্দও এই বিপুল সাফল্য ও স্বীকৃতি বিদেশে অর্জন করেন নি।"

শ্রী শংকর

প্রখ্যাত সাহিত্যিক

আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ কবি ও লেখক-শ্রীল প্রভুপাদের পাশ্চাত্য বিজয়ের কথা জানার পর লিখেছেনঃ "এটা কিন্তু একটা বিরাট ফেনোমেনান, আমাদের জানা দরকার, এ যুগে এ রকম রিয়েল লাইফ অ্যাডভেঞ্চার স্টোরি কল্পনাও করা যায় না। এটা একটা দিগ্বিজয় কাহিনী। পশ্চিমী জগৎ অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে আর ব্যবসা দিয়ে এতদিন আমাদের জয় করেছিল, এখন এদের জয় করেছেন শ্রীল প্রভুপাদ; তাঁদের সকলের বক্তব্য এই স্বল্প পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়।" তবে সুবিখ্যাত ভারত তত্ত্ববিদ ডাঃ এ এল ব্যাশামের উক্তিটি মনে রাখার মত, "শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর বলিষ্ঠ পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে যে গৃহ নির্মাণ করেছেন, সেখানে সারা পৃথিবীর মানুষ আশ্রয় পেতে পারে।"

শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
প্রখ্যাত কবি ও লেখক

"পাশ্চাত্যের অত্যন্ত সক্রিয় এবং স্থূল জড়বাদপ্রসূত সমস্যাজর্জরিত ধ্বংসোন্মুখ, পারমার্থিক চেতনাবিহীন এবং অন্তঃসারশূন্য সমাজের কাছে স্বামী ভক্তিবেদান্ত এক মহান বাণী বহন ক'রে নিয়ে এসেছেন সেই গভীরতা ব্যতীত আমাদের নৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রতিবাদগুলি অন্তঃসারশূন্য কথা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

টমাস মেরটন
ঈশ্বরতত্ত্ববিদ

পাশ্চাত্যে বসবাসকারী একজন ভারতীয় হিসাবে যখন আমি আমাদের দেশের বহু মানুষকে এখানে এসে ভণ্ড গুরু সেজে বসতে দেখি, তখন আমার খুব খারাপ লাগে। পাশ্চাত্যে যেমন যে কোন সাধারণ মানুষ তার জন্ম থেকেই খ্রীষ্টান সংস্কৃতির সংগে পরিচিত হয়, ভারতবর্ষেও একজন সাধারণ মানুষ তেমনি তার জন্ম থেকেই ধ্যান এবং যোগের তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্তমানে বহু অসৎ লোক ভারতবর্ষ থেকে এখানে এসে যোগ সম্বন্ধে তাদের ভ্রান্ত ধারণা প্রদর্শন করে মন্ত্র দেওয়ার নামে লোক ঠকাচ্ছে এবং নিজেদের ভগবানের অবতার বলে প্রচার করছে। এই ধরনের অনেক প্রবঞ্চক তাদের অন্ধ অনুগামীদের এমনভাবে প্রবঞ্চনা করছে যে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে যাদেরই একটু জ্ঞান আছে তারাই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছেন। সেই কারণে শ্রীল এ, সি, ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী পাঠ করে আমি অত্যন্ত উৎসাহিত হয়েছি। সেগুলি 'গুরু' এবং 'যোগী' সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাপ্রসূত যে ভয়ংকর প্রবঞ্চনা চলছে, তা বন্ধ করবে এবং সমস্ত মানুষকে প্রাচ্য সংস্কৃতির যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ দেবে।"

ডঃ কৈলাস বাজপেয়ী
ডাইরেক্টর অব্ ইন্ডিয়ান স্টাডিস্
সেন্টার ফর ওরিয়েন্টাল স্টাডিস্
দি ইউনিভার্সিটি অব মেক্সিকো

"ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের প্রকাশিত গ্রন্থগুলি পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য বলে মনে করছি। এই গ্রন্থগুলি শিক্ষায়তন এবং পাঠাগারগুলির জন্য এক অমূল্য সম্পদ। ভারতীয় দর্শন এবং সংস্কৃতির প্রতিটি অধ্যাপক এবং ছাত্রদের কাছে আমি বিশেষভাবে সুপারিশ করব শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করার জন্য। মহান পন্ডিত ও গ্রন্থকার শ্রীমদ্‌ এ. সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী হচ্ছেন এক বিশ্ববিখ্যাত মহাপুরুষ এবং আধুনিক জগতের কাছে বৈদিক দর্শনের ব্যবহারিক প্রয়োগের এক মহান-পথ প্রদর্শক। বৈদিক জ্ঞান অধ্যয়ন করার জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে তিনি একশতটিরও অধিক পারমার্থিক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। পৃথিবীর সব কয়টি দেশে বৈদিক জীবনধারা ও সনাতন ধর্ম প্রচারে তাঁর অবদানের কোন তুলনা হয় না। স্বামী ভক্তিবেদান্তের মতো গুণী মানুষের দ্বারা আজ ভাগবতের বাণী সারা পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য প্রচারিত হচ্ছে সেজন্য আমি তাঁর কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।"

ডাঃ আর কালিয়া
প্রেসিডেন্ট
ইন্ডিয়ান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন্‌

পাশ্চাত্যে শ্রীল প্রভুপাদের অত্যাশ্চর্য প্রভাব দেখে সাম্প্রতিক কালের অন্যতম সাহিত্যিক মন্তব্য করেছেন – "ভক্তিবেদান্ত স্বামী যা করেছেন তা কেবল হুজুগের ব্যাপার নয়। কৃষ্ণভক্তিকে তিনি গভীরে সঞ্চার করতে পেরেছেন। কতখানি ভক্তি, নিষ্ঠা আর মনের জোর থাকলে আমেরিকার মতো দেশে এ কাণ্ড ঘটানো যায় সেটা ভেবে অবাক হয়েছি।"

শ্রী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
প্রখ্যাত সাহিত্যিক

"ভারতের যোগীদের প্রদত্ত ধর্মের বিবিধ পন্থার মধ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দশম অধঃস্তন শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভু পাদ প্রদত্ত কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা হচ্ছে সবচাইতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। দশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী তাঁর ব্যক্তিগত ভক্তি, একনিষ্ঠতা, অদম্য শক্তি এবং দক্ষতার দ্বারা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ গঠন করে যেভাবে হাজার হাজার মানুষকে ভগবদ্ভক্তির মার্গে উদ্বুদ্ধ করেছেন, পৃথিবীর প্রায় সব কয়টি বড় বড় শহরে রাধাকৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রদত্ত ভক্তিযোগের ভিত্তিতে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন, তা অবিশ্বাস্য"

প্রফেসর মহেশ মেহ্‌তা
প্রফেসর অব্‌ এশিয়ান ষ্টাডিস্‌,
ইউনিভার্সিটি অব্‌ উইণ্ডসর,
অন্টারিও, কানাডা

পশ্চিম জার্মানী রাজপথে সংকীর্তনরত ইস্‌কন ভক্তদের একটি দৃশ্য।

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম খন্ড

মুখবন্ধ

জাগ্রত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ! হরেকৃষ্ণ! এই আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্নাবলী পুস্তিকাটি প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দু-চারটি কথা বলতে চাই। বেদান্তসূত্রের শুরুতেই বলা হয়েছে – 'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা'। অথ' অর্থাৎ অনন্তর বা এর পর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। কিসের পর? কর্মফল অনুসারে অনাদিকাল থেকে বিভিন্ন জীবযোনির মাধ্যমে বহু জন্ম ভ্রমণ করার পর এই দুর্লভ মানব জন্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেবল এই মানব জন্মেই আত্মোপলব্ধি বা ভগবদ্ উপলব্ধি সম্ভব। অন্যান্য জন্মে ব্রহ্ম অনুসন্ধানের কোন সুযোগ নেই। তাই মানব জন্ম প্রাপ্ত জীবের কর্তব্য সম্বন্ধে বেদান্ত সূত্রে বলা হচ্ছে – 'এই বার ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা'।

জীব সদাসর্বদা কাম্য কর্মের সংযোগ বশতঃ অনন্ত জাগতিক প্রশ্ন করায় নিয়োজিত থাকে। কিন্তু এই সমস্ত ভৌতিক কর্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তর আমাদের যে ফল প্রদান করে তা সীমিত এবং নশ্বর, ক্ষণস্থায়ী। তাই এই শ্লোকে অথ' শব্দটি ব্যবহার করার অর্থ হচ্ছে, মনুষ্যেতর জীবনে এতদিন অনেক ভৌতিক ইন্দ্রিয়ভোগ – ভিত্তিক অনুসন্ধান হয়েছে। কিন্তু 'এইবার' (অথাতো) ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। কেননা মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, ভগবদনুসন্ধান। ব্রহ্মকে জানার ইচ্ছা বা আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করবার ইচ্ছা হচ্ছে মনুষ্য জীবনের যথার্থ ইচ্ছা। এই ভাবে মানুষের জন্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসাই যথার্থ জিজ্ঞাসা এবং প্রকৃত শ্রেয় বা মঙ্গল প্রদানকারী।

সাধারণত ঃ ছাত্রজীবনে আমাদের মনে বহু প্রশ্ন জাগে। শুধু ছাত্র জীবনে কেন, শিশু অবস্থা থেকেও আমরা বহু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে আসছি এবং বিভিন্ন ভাবে সে সব প্রশ্নের উত্তর লাভ করছি। দুর্ভাগ্যবশতঃ সময়ের অগ্রগতি তথা আধুনিক সভ্যতার তথাকথিত প্রগতির সাথে সাথে জীবনের শ্রেয় গতি প্রদানকারী পরমার্থ বিষয়ক প্রশ্ন সম্বন্ধে আমরা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছি। কারো একটু উৎসাহ থাকলেও এই সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রাপ্তির অবকাশ বা সুযোগ ছাত্রদের কাছে আজ অত্যন্ত দুর্লভ হয়ে উঠেছে।

জাগ্রত ছাত্র-সমাজের সদস্যদের জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সাধনপূর্বক জীবনে পরিপূর্ণ সার্থকতা প্রাপ্তির প্রথম সোপান স্বরূপ এই একশত আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিভিন্ন প্রশ্ন ও উত্তর সমন্বিত ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি প্রকাশ করা হল। এই পুস্তিকায় প্রশ্নোত্তর ছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের মুখস্থ করে আয়ত্ত করার জন্য মঙ্গলাচরণ এবং ভগবদ্গীতার প্রধান প্রধান শ্লোকাবলীর মধ্য থেকে নির্বাচিত দশটি শ্লোক পুস্তিকায় দেওয়া হল। সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ, তোমরা এই সমস্ত শ্লোকগুলি মুখস্থ করো ও সাথে সাথে শ্লোকগুলির যথার্থ অর্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে তোমাদের বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করবার জন্য চেষ্টা করো, তাহলে অবশ্যই তোমাদের জীবনে পরম মঙ্গল সূচিত হবে। তোমাদের মধ্যে যারা এই পুস্তিকাটির বিষয়বস্তুগুলি সুন্দর ভাবে আয়ত্ত করবে ও বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করবে, তাদেরকে 'স্টারছাত্র' উপাধিতে ভূষিত করে স্বীকৃতি পত্র প্রদান করা হবে। এইভাবে পরবর্তীতে ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি দশটি বিবিধ বিষয়ের উপরে ও প্রতিটি বিষয়ে একশটি করে প্রশ্ন ও উত্তর সমন্বিত পুস্তিকা প্রকাশ করার পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছি। অবশ্য এ সমস্ত পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ সম্পূর্ণরূপে গুরুবৈষ্ণবের কৃপার উপর নির্ভর করে। এইভাবে দশটি পুস্তিকার এক সহস্র প্রশ্ন ও উত্তর যাঁরা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করতে পারবে, তাদের বাস্তব জীবন যাত্রায় কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের অনুকূল অবস্থা পর্যালোচনা করে তাদেরকে 'জাগ্রত ছাত্র' উপাধিতে ভূষিত করা হবে।

সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের কৃষ্ণচেতনা বিকশিত হোক, তাদের জীবন ভগবদ্ভাবনাময় হয়ে উঠুক, তারা আত্যান্তিক মঙ্গল লাভ করুক, ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা। জয় শ্রীল প্রভুপাদ! জয় জাগ্রত ছাত্র সমাজ!

শ্রীকৃষ্ণের সেবায়,
তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী,
ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী
নির্দেশক, বিদ্যালয় প্রচার বিভাগ।

মঙ্গলাচরণ

শ্রীগুরু প্রণাম

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

অজ্ঞতার গভীর অন্ধকারে আমার জন্ম হয়েছিল এবং আমার গুরুদেব জ্ঞানের আলোক বর্তিকা দিয়ে আমার চক্ষু উন্মীলিত করলেন। তাঁকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রণতি

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামীনিতি নামিনে।।
নমস্তে সারস্বতে দেবে গৌরবাণী প্রচারিণে।
নির্বিশেষ-শূন্যবাদী পাশ্চাত্যদেশ তারিণে।।

শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রিত ও একান্ত প্রিয়ভক্ত কৃষ্ণকৃপা-শ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে প্রভুপাদ, হে সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য, কৃপাপূর্বক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের দ্বারা নির্বিশেষবাদ, শূন্যবাদ পূর্ণ পাশ্চাত্যদেশ উদ্ধারকারী আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীবৈষ্ণব প্রণাম

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।

সমস্ত – বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ, যাঁরা বাঞ্ছাকল্পতরুর মতো সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারেন, যাঁরা কৃপার সাগর এবং পতিতপাবন, তাঁদের চরণকমলে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রণাম

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।।

আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই, যিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য অবতার অপেক্ষা উদার। তিনি অত্যন্ত দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করেছেন, তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই।

শ্রীপঞ্চতত্ত্ব প্রণাম

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্।।

ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্ত অবতার, ভক্ত এবং ভক্ত-শক্তি এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমলে প্রণতি নিবেদন করি।

ভক্তরূপ – শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু; ভক্তস্বরূপ – নিত্যানন্দ প্রভু, ভক্তাবতার – অদ্বৈত আচার্য, ভক্ত – শ্রীবাস ঠাকুর, ভক্তশক্তি – শ্রীগদাধর পণ্ডিত।

শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপীকাকান্ত রাধাকান্ত নমোহস্তু তে।।

হে আমার প্রিয় কৃষ্ণ, তুমি করুণার সিন্ধু, তুমি দীনের বন্ধু, তুমি সমস্ত জগতের পতি, তুমি গোপীকাদের ঈশ্বর এবং শ্রীমতি রাধারাণীর প্রেমাস্পদ, আমি তোমার পাদপদ্মে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীরাধারাণী প্রণাম

তপ্তকাঞ্চন-গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী।
বৃষভানুসুতে দেবী প্রণমামি হরিপ্রিয়ে।।

শ্রীমতি রাধারাণী, যাঁর অঙ্গকান্তি তপ্ত কাঞ্চনের মতো এবং যিনি বৃন্দাবনের ঈশ্বরী, যিনি মহারাজ বৃষভানুর দুহিতা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী তাঁর চরণকমলে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই।

পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র

(জয়) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য, শ্রীগদাধর এবং শ্রীবাস আদি গৌরভক্তবৃন্দের চরণ কমলে আমি সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

হরে – ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতি রাধারাণীর নাম 'হরা', সম্বোধনে হরে।

কৃষ্ণ – সর্বাকর্ষক পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

রাম – সর্ব আনন্দদায়ক পরমেশ্বর ভগবান।

হে ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতি রাধারাণী, হে সর্বাকর্ষক পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, হে সর্বানন্দদায়ক ভগবান, আপনারা আমাকে আপনাদের প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত করুন।

জয় রাধামাধব

(জয়) রাধামাধব কুঞ্জবিহারী।
গোপীজনবল্লভ গিরিবরধারী।
যশোদানন্দন, ব্রজজনরঞ্জন,
যামুনতীর-বনচারী।।
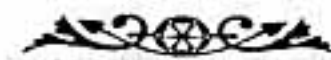
জাগ্রত ছাত্র সমাজের জন্য
আত্মতত্ত্ব বিজ্ঞান বিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তর

১। আমি কে?
উঃ আমি চিন্ময় আত্মা, স্থূল জড় দেহ নই।

২। আত্মা কি?
উঃ জীবাত্মা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য অবিচ্ছেদ্য অংশ।

৩। আত্মার নিত্যধর্ম কি?
উঃ ভগবান পূর্ণ, আত্মা তার অংশ, তাই জীবাত্মার নিত্য ধর্ম হচ্ছে ভগবানের সেবা করা, কেন না অংশের কাজ হচ্ছে পূর্ণের সেবা করা।

৪। মনের ধর্ম কি?
উঃ মনের ধর্ম সংকল্প ও বিকল্প।

৫। দেহের ধর্ম কি?
উঃ দেহের ধর্ম ভোগ আর ত্যাগ।

৬। দেহের ছয়টি পরিবর্তন কি কি?
উঃ জন্ম-বৃদ্ধি-স্থিতি-সন্তান-সন্ততি সৃষ্টি-ক্ষয়-মৃত্যু।

৭। জীবের 'স্বরূপ' কি?
উঃ জীবের 'স্বরূপ' হয় – কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'
– শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

৮। আত্মার আকার কি?
উঃ আত্মার আকার চুলের অগ্রভাগের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ। তা এতই ক্ষুদ্র যে এই জড় চক্ষু দিয়ে বা যন্ত্রের সাহায্যে আত্মাকে দর্শন করা যায় না। এ ছাড়া আত্মা জড় পদার্থ নয়, তাই জড়ীয় ইন্দ্রিয় ও যন্ত্র দিয়ে তা দেখা অসম্ভব।

৯। জড় জগৎটি কি?
উঃ জড় জগৎটি ভগবানের বহিরঙ্গা ত্রিগুণাত্মিকা মায়া শক্তির প্রকাশ।

১০। কি কি উপাদান দিয়ে জড়-জগৎ তৈরী হয়েছে?
উঃ ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার – এই আটটি উপাদান দিয়ে এই জড়-জগৎ তৈরী হয়েছে।

১১। পঞ্চ মহাভূত কি?
উঃ ক্ষিতি, অপ, তেজ মরুৎ ও ব্যোম।

১২। ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয় কি কি?
উঃ রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ।

১৩। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় কি কি?
উঃ নাক, জিভ, চোখ, কান ও ত্বক।

১৪। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় কি?
উঃ বাক, পানি, পাদ, উপস্থ, পায়ু।

১৫। স্থূল শরীরটি কি কি উপাদান দিয়ে তৈরী?
উঃ জীবের স্থূল শরীর ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি ও আকাশ দিয়ে তৈরী।

১৬। জীবের সূক্ষ্ম শরীরটি কি উপাদান দিয়ে তৈরী?
উঃ জীবের সূক্ষ্ম শরীরটি মন, বুদ্ধি ও অহংকার দিয়ে তৈরী।

১৭। জীবের মৃত্যুর পর তার কি গতি হয়?
উঃ জীবের মৃত্যুর পর দুই প্রকার গতি হয়।

এক – যে সমস্ত জীব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ করে, তারা ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে নিত্য আলয় ভগবদ্ধামে গমন করে। সেখানে তারা দিব্য শরীর প্রাপ্ত হয়ে নিত্যকালের জন্য ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হয়।

দুই – যাদের জড়জাগতিক কামনা বাসনা আছে, তারা মৃত্যুর মাধ্যমে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম দিয়ে তৈরী স্থূল শরীরকে পরিত্যাগ করে। কিন্তু মন, বুদ্ধি ও অহংকার নির্মিত সূক্ষ্ম শরীর তাদের পাপ ও পূর্ণ কর্মফল বহন করে। পাপ কর্মের ফলস্বরূপ তারা যমযাতনা ভোগ করে আর পূর্ণ কর্মের ফলস্বরূপ স্বর্গসুখ ভোগ করে থাকে। এই ভোগের পর তাদের নিজ নিজ কর্ম ও চেতনা অনুসারে তারা আর একটি স্থূল জড় শরীর প্রাপ্ত হয়। এভাবে ৮৪ লক্ষ জীব প্রজাতির যে কোন একটি প্রজাতিতে তাদের জন্মগ্রহণ করতে হয়।

১৮। দেহ ও আত্মার পার্থক্য কি?
উঃ জড় বস্তুর দ্বারা নির্মিত শরীর সদা পরিবর্তনশীল, নশ্বর, বিনাশীল, অনিত্য, স্থূল, বহিরঙ্গা জড়া প্রকৃতির সৃষ্টি। জড়দেহ অচেতন, পরিমাপযোগ্য; তাকে কাটা যায়, শুকানো যায় পোড়ানো যায়, ভেজানো যায়, তা দুঃখ ক্লেশের আধার স্বরূপ।

আত্মা অপরিবর্তনীয়, অব্যয়, অক্ষয়, অবিনশ্বর নিত্য, সনাতন, সূক্ষ্ম, অপরিমেয়, ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ, চেতন, অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, সর্বব্যাপ্ত, আনন্দময়।

১৯। জড় পদার্থ ও চিন্ময় বস্তু আত্মার মধ্যে পার্থক্য কি?

উঃ

জড় বস্তু	চিন্ময় আত্মা
১। ভগবানের বহিরঙ্গা প্রকৃতিজাত।	১। ভগবানের অন্তরঙ্গা প্রকৃতি হতে উদ্ভূত।
২। অচেতন, অজ্ঞান বস্তুপিণ্ড মাত্র।	২। চেতনাময়, জ্ঞানময়।
৩। জড় ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভবযোগ্য।	৩। জড় ইন্দ্রিয়ের অগোচর।
৪। ব্যক্তিত্বহীন।	৪। ব্যক্তিত্বের কেন্দ্র, প্রকৃত 'আমি'।

২০। আত্মা শরীরের কোন স্থানে অবস্থান করে?

উঃ আত্মা শরীরের হৃদ্দেশে অবস্থান করে।

২১। দেহে আত্মার অবস্থানের লক্ষণ কি?

উঃ দেহে আত্মার অবস্থানের লক্ষণ হচ্ছে দেহে পরিব্যাপ্ত চেতনা। যে পর্যন্ত একটি দেহে আত্মার উপস্থিতি থাকে, সে পর্যন্ত ঐ জীব দেহে চেতনা প্রকাশিত থাকে। আত্মা-দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলে দেহ একটি অচেতন, পচনশীল, জড়পিণ্ডে পরিণত হয়।

২২। জীব কত প্রকারের?

উঃ জীব তিন প্রকারের (১) নিত্যবদ্ধ, (২) নিত্যমুক্ত, (৩) বন্ধনমুক্ত। ভগবদ্‌বিমুখ জীব যারা এই জড় জগতে ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তির প্রভাবে বদ্ধ হয়ে আছে ও জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, তাদেরকে নিত্যবদ্ধ জীব বলা হয়।

যে সমস্ত জীব অনাদি কাল থেকে মুক্ত অবস্থায় ভগবদ্ধামে অবস্থান করছেন, তাদেরকে নিত্যমুক্ত জীব বলা হয়।

যে সমস্ত জীব ভগবদ্ভজন করে এই বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় জগতে প্রবেশে উন্মুখ, তাদেরকে বন্ধনমুক্ত জীব বলা হয়।

২৩। এই জড় জগতে কত প্রকার জীব-প্রজাতি রয়েছে? তাদের বর্ণনা দাও।

উঃ এই জড় জগতে ৮৪ লক্ষ জীব যোনি রয়েছে। এদের মধ্যে কীটপতঙ্গ ১১ লক্ষ, জলচর ৯ লক্ষ, উদ্ভিদ ২০ লক্ষ, পশু ৩০ লক্ষ, পক্ষী ১০ লক্ষ এবং মানুষের মধ্যে রয়েছে ৪ লক্ষ প্রজাতি।

২৪। জীবের প্রকৃত সমস্যা বা দুঃখ কি?

উঃ জীবের প্রকৃত সমস্যা বা দুঃখ হচ্ছে – জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি।

২৫। ত্রিতাপ ক্লেশ কি?

উঃ জড় জগতে অবস্থান কালে জীবাত্মা যে তিন রকম অবশ্যম্ভাবী দুঃখ লাভ করে তাকে বলা হয় ত্রিতাপ ক্লেশ। সেগুলি হচ্ছে (১) আধিভৌতিক ক্লেশ (২) আধিদৈবিক ক্লেশ (৩) আধ্যাত্মিক ক্লেশ। জীব তার নিজের মন ও শরীর থেকে যে ক্লেশ প্রাপ্ত হয় তা আধ্যাত্মিক ক্লেশ। যেমন ঃ মানসিক কষ্ট এবং রোগ ব্যাধি ইত্যাদি। অন্য জীব থেকে প্রাপ্ত ক্লেশকে আধিভৌতিক ক্লেশ বলা হয়। যেমন ঃ সাপের কামড়, মশা-মাছি চোর-গুন্ডার উপদ্রব ইত্যাদি। দৈবক্রমে অর্থাৎ দেবতাদের দ্বারা প্রদত্ত যে ক্লেশ, তাকে আধি-দৈবিক ক্লেশ বলা হয়। যেমন - অনাবৃষ্টি, ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প।

২৬। জীব-চেতনা কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ পাঁচ প্রকার - (১) আচ্ছাদিত চেতন, (২) সংকুচিত চেতন, (৩) মুকুলিত চেতন, (৪) বিকশিত চেতন, (৫) পূর্ন বিকশিত চেতন। পাহাড়, বৃক্ষ আদিতে যে চেতনা, তাকে আচ্ছাদিত চেতনা বলা হয়। পশু পাখিরা হচ্ছে সংকুচিত চেতন জীব। সাধারণ মানুষ হচ্ছে মুকুলিত চেতন। মানুষের মধ্যে যাঁরা ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত হয়েছেন তারা হচ্ছেন বিকশিত চেতন। আর ভগবদ্ভজনে যাঁরা সিদ্ধি লাভ করেছেন তাঁদের চেতনাকে পূর্ণ বিকশিত চেতনা বলা হয়।

২৭। পুনর্জন্ম কি?

উঃ জীবাত্মা যে শরীরের মধ্যে অবস্থান করে সেই শরীর কৌমার থেকে যৌবন, যৌবন থেকে বার্ধক্য অবস্থায় ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু দেহস্থ আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না। ঠিক যেমন পুরানো কাপড় পরিত্যাগ করে নূতন কাপড় পরিধান করা হয়, ঠিক তেমনি জীবাত্মা অব্যবহারযোগ্য জরাজীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করে তার কর্ম এবং বাসনা অনুসারে আরেকটি নূতন শরীর গ্রহন করে। আত্মার এই নূতন শরীর ধারণকে বলা হয় পুনর্জন্ম।

২৮। কর্মবন্ধন কি?

উঃ জীব এই জগতে বিভিন্ন প্রকারের জড় কামনা বাসনা নিয়ে কর্ম করে থাকে। কিন্তু সে তার প্রতিটি কৃতকর্মের ফলভোগ করতে বাধ্য থাকে। সেই কর্ম অনুসারে তাকে বারবার জড় শরীর ধারণ করতে হয়। নূতন শরীরে সে নূতন কর্ম করে ও ঐসব কর্মের ফল ভোগের জন্য আবার তাকে জন্ম নিতে হয়। এ রকম চলতেই থাকে। এইরূপ বদ্ধ অবস্থাকে বলা হয় কর্ম বন্ধন।

২৯। জীবের চরম লক্ষ্য কি?

উঃ জীবের চরম লক্ষ্য হচ্ছে - পরমেশ্বর ভগবানের সংগে তার হারানো সম্পর্ককে পুনঃস্থাপন করে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিমূলক সেবায় নিযুক্ত হওয়া, কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা।

৩০। আনন্দের উৎস কি?

উঃ সর্ব আনন্দের উৎস হচ্ছেন সচ্চিদানন্দময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। জীব যে নিত্য আনন্দ লাভের আশা করছে, তার জন্য তাঁকে পরম পুরুষ ভগবানের সংগে তাঁর নিত্য, অবিচ্ছেদ্য, প্রেমময়, সম্পর্কের পুনঃস্থাপন করতে হবে।

৩১। অহংকার কয় প্রকার ও কি কি? বর্ণনা কর।

উঃ অহংকার দুই প্রকার - ১। সত্য অহংকার। ২। মিথ্যা অহংকার। আমি চিন্ময় আত্মা, কৃষ্ণের নিত্যদাস, এরকম যে ভাব নিয়ে কৃষ্ণের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে কর্ম করা হয়, সেই ভাবকে বলা হয় সত্য অহংকার। আমি এই জড় শরীর এবং আমার শরীরের প্রীতিবিধানের জন্য আমি কর্ম করব - এরকম অহংকারকে বলা হয় মিথ্যা অহংকার।

৩২। প্রেয় ও শ্রেয় কি? জীবনে প্রেয় লাভ করা না শ্রেয় লাভ করা শ্রেষ্ঠ?

উঃ যা অল্প সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু ক্ষণস্থায়ী এবং অন্তিমে দুঃখজনক তাকে বলা হয় প্রেয়।

যা লাভ করা পরিশ্রম সাপেক্ষ, কিন্তু চিরস্থায়ী এবং সুখদায়ক, তাকে বলা হয় শ্রেয়।

আমাদের জীবনে শ্রেয় লাভ করাই শ্রেষ্ঠ বা উচিত।

৩৩। জীবনে প্রকৃত শ্রেয় কি? বর্ণনা কর।

উঃ জীবনে প্রকৃত শ্রেয় হচ্ছে নিজের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে অহৈতুকী ভক্তিভাবে তাঁর সেবায় যুক্ত হওয়া।

৩৪। ভগবান কে?

উঃ শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন ভগবান, যাঁর থেকে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছে। যিনি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পালন করেন এবং সংহারের কারণ হন, তিনিই হচ্ছেন ভগবান।

৩৫। ভগবান শব্দের অর্থ কি?

উঃ যাহার মধ্যে সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টি গুণ পূর্ণমাত্রায় বর্তমান তাকে বলা হয় ভগবান।

৩৬। ভগবান সাকার না নিরাকার?

উঃ ভগবান সাকার; তাঁর রূপ রয়েছে, তবে তা জড় নয়, অপ্রাকৃত। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, তিনি নিত্য, জ্ঞান ও আনন্দময় মূর্তিবিশিষ্ট।

৩৭। কয় প্রকার যোগী আছেন?

উঃ যোগী চার প্রকার – কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী, ধ্যানযোগী ও ভক্তিযোগী।

৩৮। কোন্ প্রকার যোগী নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করেন?

উঃ জ্ঞানযোগী নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করেন।

৩৯। কোন প্রকার যোগী হৃদয়ে পরমাত্মার ধ্যান উপাসনা করেন?

উঃ অষ্টাঙ্গ যোগী বা ধ্যান যোগী ধ্যানের মাধ্যমে পরমাত্মার উপাসনা করিয়া থাকেন।

৪০। কোন প্রকার যোগী সরাসরি ভগবানের উপাসনা করেন?

উঃ ভক্তিযোগ অবলম্বনকারী ভগবানের ভক্তরাই ভগবানের উপাসনা করেন।

৪১। ভগবান যে আছেন তার প্রমাণ কি?

উঃ ভগবানের অস্তিত্বের প্রমাণ লাভ করবার জন্য আমাদের শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। শাস্ত্র থেকে আমরা বুঝতে পারব যে ভগবান আছেন। ভগবান হচ্ছেন তিনি যিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ। যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ এ জগতে আমরা দেখতে পাচ্ছি – একটি বাড়ী আপনা থেকে তৈরী হয়ে যায় না। বাড়ীটি তৈরী করার জন্য কোন ইঞ্জিনিয়ার বুদ্ধি দিয়ে থাকে এবং মিস্ত্রিরা ইট, বালি, পাথর দিয়ে বাড়ীটি তৈরী করে থাকে। ঠিক সেই রকম এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপনা থেকেই এমন সুশৃঙ্খল হয়ে যায় না। সৃষ্টির পেছনে কারো না কারো হাত আছে। যিনি বুদ্ধি প্রদান করেছেন, এই সমস্ত উপাদান প্রদান করেছেন এবং যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, তিনিই হচ্ছেন ভগবান।

৪২। ভগবানের সংগে জীবের সম্পর্ক কি?

উঃ ভগবানের সংগে জীবের সম্পর্ক হচ্ছে ভগবান নিত্যপ্রভু এবং জীব তাঁর নিত্যদাস।

৪৩। ভগবানের সংগে জড় জগতের সম্পর্ক কি?

উঃ জড়জগৎ হচ্ছে ভগবানের অনুৎকৃষ্টা বহিরঙ্গা শক্তির থেকে উৎপন্ন।

৪৪। ভগবান কেন জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন?

উঃ প্রথম কারণ ঃ এই জড় জগৎ হচ্ছে সমস্ত চিন্ময় সৃষ্টির একাংশে অবস্থিত ক্ষুদ্র কারাগার সদৃশ। তাই যারা ভগবানের প্রদত্ত নিয়ম ভঙ্গ করে, তাদেরকে এই জড় জগতে আসতে হয়। এখানে বহিরঙ্গা শক্তি দুর্গাদেবী জড় জগৎরূপ দুর্গের দেখাশুনা করেন এবং ত্রিতাপ ক্লেশ দিয়ে জীবকে শাসন করে শিক্ষা প্রদান করে থাকেন।

দ্বিতীয় কারণ ঃ ভগবান এই জড় জগৎ এইজন্য সৃষ্টি করেছেন যে, জীব যেন তার মিথ্যা প্রভুত্ব করার আকাঙ্ক্ষা ও ভোগবাসনা পরিত্যাগ করে ভগবদ্ভজনের মাধ্যমে ভগবদ্ধামে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে আবার ফিরে যেতে পারে।

৪৫। ভগবানের সৃষ্ট জীব দুঃখ কষ্ট পায় কেন?

উঃ কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ। (চৈঃ চঃ মধ্য ২০/১১৭)

এই জড় জগতে দুঃখ কষ্ট পাওয়ার কারণ হচ্ছে আমরা পরমেশ্বর ভগবানকে বিস্মৃত হয়েছি।

৪৬। আত্মা কিভাবে প্রসন্নতা লাভ করতে পারে?

উঃ যখন জীব তার নিত্য, শাশ্বত, ভালোবাসার বস্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সংগে তার সেই লুপ্ত সম্পর্ককে আবার পুনঃস্থাপন করে তাঁর প্রেমময়ী সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করতে পারে তখন সে প্রসন্নতা লাভ করে।

৪৭। আমি যে আত্মা তার প্রমাণ কি?

উঃ 'আমি' এই 'শরীর' নই, আমি মন নই, আমি বুদ্ধি নই, আমি আত্মা। এর প্রমাণ আমরা ভগবদ্গীতা আদি শাস্ত্র গ্রন্থ থেকে পেয়ে থাকি। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, "জীবের আসল স্বরূপ হচ্ছে সে চিন্ময় আত্মা, এবং আমার নিত্য সনাতন অংশ"। কেউ যদি একটি শিশুকে দুই বছর বা এক বছর বয়সে তাকে দেখে এবং ৪০ বছর বয়সে তাকে দেখে তাহলে সে দেখবে যে ইতিমধ্যে শিশুটির রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে, তার দেহের, মনের, বুদ্ধির পরিবর্তন হয়েছে। তবুও সেই লোকটি একই লোক অর্থাৎ তার মধ্যে একটিই সত্তা রয়েছে, যার পরিবর্তন হয় না। সেইটিই হচ্ছে আত্মা, সেটিই হচ্ছে জীবের আসল স্বরূপ, ব্যক্তিত্বের কেন্দ্র। আর একটি প্রমাণ হচ্ছে – ধরুন আপনার দিদিমা বাড়ীতে শুয়ে আছেন দেখে আপনি বাজার করতে গিয়েছেন। বাজারে আপনি শুনতে পেলেন যে আপনার দিদিমা মারা গেছেন। বাড়ী ফিরে এসে দেখছেন বাজার যাওয়ার আগে দিদিমা যেভাবে খাটের উপর শুয়ে ছিলেন এখনও ঠিক সেই রকম ভাবেই শুয়ে আছেন এবং তাঁর চার পাশে ঘিরে আপনার বাবা বলছেন, "ও আমার মা চলে গেলে"– ভাই বলছে, "দিদিমা চলে গেল" ইত্যাদি। আপনি দেখতে পাচ্ছেন আপনার দিদিমা খাটে শুয়ে আছে, আবার সবাই চিৎকার করছে, 'মা চলে গেল' দিদিমা চলে গেল' ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে – কে চলে গেল? সেইটাই হচ্ছে আত্মা। আত্মা চলে গেলে শরীর জড় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। শরীরে কোন চেতনার লক্ষণ দেখা যায় না, অর্থাৎ শরীরটা অচেতন হয়ে যায়। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আমি এই 'দেহ' নই 'মন' নই–আমি হচ্ছি চিন্ময় 'আত্মা'।

৪৮। প্রকৃতির তিনটি গুণ কি কি?

উঃ প্রকৃতির তিনটি গুণ – সত্ত্বগুণ, রজগুণ এবং তমোগুণ।

৪৯। ভগবান কোথায় থাকেন?

উঃ এই জড় জগতের বাইরে চিন্ময় জগৎ বা বৈকুণ্ঠলোক আছে, যেখানে অনেক গ্রহলোক আছে। বৈকুণ্ঠ, দ্বারকা, বৃন্দাবন ইত্যাদি ধামে ভগবান বিভিন্ন ভগবৎ - স্বরূপে অবস্থান করেন। একই সংগে তিনি পরমাত্মা রূপে সর্বত্র প্রত্যেকটি অণুপরমাণু ও প্রত্যেকটি জীবের হৃদয়েও বাস করে থাকেন।

৫০। কে প্রকৃত ভগবান এবং কে নকল বা ভন্ড ভগবান তা জানব কি করে?

উঃ শাস্ত্রের মাধ্যমে ভগবানের আসল স্বরূপ জানা যায়।

৫১। ভগবান কেন এই জড় জগতে অবতীর্ণ হন?

উঃ ভগবান এই জড় জগতে অবতীর্ণ হন সাধুদেরকে পরিত্রাণ করবার জন্য, দুষ্কৃতদের বিনাশ করবার এবং ধর্ম স্থাপন করবার জন্য। বিশেষ করে ভগবান এই জগতে অবতীর্ণ হয়ে তাঁর দিব্য লীলাবিলাস করে থাকেন, যে লীলার কথা শ্রবণ করে বদ্ধ জীব জড় জগতের বন্ধন মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে।

৫২। শ্রীকৃষ্ণ ও বিষ্ণুর মধ্যে কি পার্থক্য আছে?

উঃ শ্রীকৃষ্ণ এবং বিষ্ণুর মধ্যে তত্ত্বতঃ কোন পার্থক্য নেই। তবে শ্রীকৃষ্ণ গোলক বৃন্দাবনে থাকেন এবং শ্রীবিষ্ণু বৈকুণ্ঠধামে বিরাজ করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে গোলক বৃন্দাবনে মাধুর্য্যরস আস্বাদন করে থাকেন এবং তিনিই বৈকুণ্ঠে শ্রীবিষ্ণুরূপে ঐশ্বর্যরস আস্বাদন করে থাকেন। ঠিক যেমন একটি লোক যখন আদালতে বিচারক তখন সে খুব গম্ভীর, সবাই তাকে সম্মান করেন এবং তিনি যা আদেশ দেন সবাই তা পালন করতে বাধ্য থাকেন। কিন্তু সেই লোক যখন গৃহে ফিরে আসেন তখন তাঁর নাত নাতনিরা তাঁর উপরে উঠে নানা বায়না করে এবং তাঁর সংগে খেলাধুলা করে। সেখানে কোন সম্ভ্রমের ভাব থাকে না। ঠিক তদ্রূপ ভগবান বিষ্ণুরূপে যখন বৈকুণ্ঠে থাকেন তখন তিনি তাঁর ভক্তদের সংগে সম্ভ্রম ভাবে অবস্থান করেন। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সংগে আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হতে গেলে শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম বিকশিত করে গোলক বৃন্দাবনে যেতে হয়। সেখানে ভগবানের সংগে জীব সখ্য রসে, বাৎসল্য রসে কিংবা মধুর রসে সম্পর্ক স্থাপন করে ভগবানের আরও ঘনিষ্ঠ ও নিকটতম হয়ে প্রেমময় সেবাসুখ আস্বাদন করতে পারেন।

৫৩। **ভগবানকে লাভ করার যথাযথ উপায় কি?**

উঃ শাস্ত্রে বিভিন্ন উপায় বর্ণনা করা হয়েছে –যথা কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে ভগবানকে লাভ করার একমাত্র সহজ উপায় হচ্ছে ভক্তিযোগ। ভক্তির দ্বারাই কেবল ভগবানকে লাভ করা যায়।

৫৪। **ভক্তি কি ভাবে লাভ করা যায়?**

উঃ "ভগবদ্ভক্ত সঙ্গেন উপজায়তে"– অর্থাৎ ভগবানের ভক্তের সঙ্গ করার মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তি লাভ করা যায়।

৫৫। **নবধা ভক্তি কি কি?**

উঃ শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চন, পাদসেবন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন।

৫৬। **কে কোন প্রকার ভক্তি অবলম্বন করে ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েছেন?**

উঃ শ্রবণে পরীক্ষিৎ মহারাজ, কীর্তনে শুকদেব গোস্বামী, স্মরণে প্রহ্লাদ মহারাজ, পাদসেবনে লক্ষ্মী, বন্দনে অক্রুর, অর্চনে পৃথু মহারাজ, দাস্যে হনুমান, সখ্যে অর্জুন, এবং আত্মনিবেদনে বলি মহারাজ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

৫৭। **কাম ও প্রেম কাকে বলে?**

উঃ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা – তারে বলে 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম।।
(চৈঃ চঃ আঃ ৪/১৬৫)

নিজের ইন্দ্রিয়ের বিধানের তৃপ্তি জন্য যে বাসনা তাকে বলে কাম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধানের জন্য যে বাসনা তাকে বলে প্রেম। জীবের অন্তরে রয়েছে শুদ্ধ ভগবৎ প্রেম। জীব যখন জড় জগতে পতিত হয়, তখন তাঁর শুদ্ধ ভগবৎ প্রেম বিকৃত কামে পরিণত হয়।

৫৮। **জীবের দুঃখের মূল কারণ কি?**

উঃ জীবের দুঃখের মূল কারণ কৃষ্ণবিস্মৃতি। জীব যখন কৃষ্ণের সংগে তার নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে যায়, তখন তার নিত্য স্বরূপ চিন্ময় আত্মা, এ বিষয়ে বিস্মৃতির ফলে এবং এই দেহকে আত্মবুদ্ধি করার ফলে এ জগতে জীব নিয়ত দুঃখে জর্জরিত হয়।

৫৯। **অষ্টাঙ্গ যোগ কি?**

উঃ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। এই আট প্রকার যোগ পদ্ধতিকে বলা হয় অষ্টাঙ্গযোগ।

৬০। **অষ্টসিদ্ধি কি কি?**

উঃ অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্বা, বশিতা ও কামবশয়িতা।

৬১। **ভগবানের নিরাকার, নির্বিশেষ বিভাগ কাকে বলে?**

উঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকাল গোলক বৃন্দাবনে অবস্থান করেন। তাঁর দেহ থেকে নির্গত ব্রহ্মজ্যোতি সমস্ত পরব্যোমে অর্থাৎ চিদাকাশে স্থিত চিন্ময় জগৎকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। সেই জ্যোতিকে বলা হয় নির্বিশেষ বিভাগ।

৬২। **যোগীরা হৃদয়ে কার ধ্যান করেন?**

উঃ যোগীরা হৃদয়ে পরমাত্মারূপী নারায়ণকে ধ্যান করেন।

৬৩। **জ্ঞানযোগী কাকে বলে?**

উঃ যাঁরা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করে ব্রহ্মে লীন হওয়ার জন্য প্রয়াস করে, তাদেরকে জ্ঞান যোগী বলা হয়।

৬৪। **ধ্যানযোগী কাকে বলে?**

উঃ যাঁরা পরমাত্মাকে হৃদয়ে ধ্যান করে তাঁদেরকে ধ্যানযোগী বলে।

৬৫। **ভক্তিযোগী কাকে বলে?**

উঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানই যাঁর একমাত্র অভিলাষ, যিনি অনন্যচিত্তে প্রগাঢ় প্রেমের সংগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিমূলক সেবায় যুক্ত থাকেন, তিনিই ভক্তিযোগী।

৬৬। **জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? এবং কেন?**

উঃ ভক্তই সবথেকে শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানীরা ভগবানের অব্যক্ত নিরাকার রূপকে উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু ভগবানকে প্রাপ্ত হয় না। যোগীরা ভগবানের আংশিক প্রকাশ পরমাত্মা রূপে ভগবানকে হৃদয়ে দর্শন করে কিন্তু ভগবানের সংগে ভাবের ততটা আদান প্রদান করতে পারে না। ভগবানের ভক্ত ভগবানের সব থেকে নিকটতম হয়ে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করে প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। তাঁর প্রেমময়ী ভক্তিমূলক সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করতে পারে তাই ভক্ত ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এজন্য ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছেন।

৬৭। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-কর্ম ও জীবের জন্ম-কর্মের মধ্যে পার্থক্য কি?

উঃ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-কর্ম দিব্য, শ্রীকৃষ্ণ ত্রিগুণাতীত তাঁকে কর্মফল ভোগ করতে হয় না। শ্রীকৃষ্ণ স্ব-ইচ্ছায় জীব উদ্ধারের জন্য এই জগতে আবির্ভূত হন। কিন্তু জীবের জন্ম তাঁর অজ্ঞানতাবশতঃ হয়ে থাকে, সে তার কর্মফল ভোগ করবার জন্য একটি নির্দিষ্ট শরীর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়ে থাকে। জীবকে এই জগতে জন্ম গ্রহণ করতে হলে পুরুষের শুক্রকে আশ্রয় করে তাঁর কর্ম অনুসারে সেই প্রকার যোনী লাভ করতে হয়। জীবের কর্ম ত্রিগুণ ও মায়ার দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। সেইজন্য জীবকে তার কর্মফলভোগ করতে হয়। জীবের সমস্ত কর্ম ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

৬৮। সমাজের যথার্থ কল্যাণ কিভাবে সাধিত হবে?

উঃ সমাজের সমস্ত মানুষকে যদি কৃষ্ণ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা যায় তাহলেই সমাজের যথার্থ কল্যাণ সাধিত হবে। কারণ কৃষ্ণচেতনাই চেতনার উচ্চতম স্তর।

৬৯। পরম ব্রহ্ম সাকার না নিরাকার?

উঃ পরম ব্রহ্ম সাকার এবং নিরাকার উভয়ই। পরম ব্রহ্মের আসল স্বরূপ সাকার রূপে তিনি গোলক বৃন্দাবনে অবস্থান করেন এবং তাঁর শরীর হতে নির্গত জ্যোতি – যা চিন্ময় জগৎ কে উদ্ভাসিত করে বিদ্যমান তাঁকে তাঁর নিরাকার রূপ বলা হয়।

৭০। প্রত্যেকটি জীব কি ভগবান?

উঃ জীব হচ্ছে ভগবানের নিত্য অবিচ্ছেদ্য অংশ ভগবান নয়।

৭১। জীব সাধন ভজন করে কোনদিন কি সাধনার সিদ্ধি স্বরূপ ভগবান হতে পারে?

উঃ জীব ভগবানের নিত্য দাস, নিত্য অংশ, অংশ কোন দিন পূর্ণ হতে পারে না, অংশের কাজ পূর্ণের সেবা করা সেই জন্য জীব কখনই ভগবান হতে পারে না।

৭২। জীব ও ভগবানের মধ্যে সম্বন্ধ কি?

উঃ জীব ভগবানের নিত্য দাস।

৭৩। যে কোন দেবতাকে পূজা করে কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায়?

উঃ যে দেবতাকে আমরা পূজা করব, আমাদের দেহান্তে সেই দেবলোকেই আমরা যাবো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করতে হলে অবশ্যই ভগবান মুকুন্দের শরণাগত হয়ে তাঁর সেবা করতে হবে। তবেই ভগবানকে লাভ করা যাবে।

৭৪। শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করবার জন্য কলিযুগে কোন পন্থা সর্বোৎকৃষ্ট?

উঃ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করবার জন্য কলিযুগে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

৭৫। ভগবানের ভজনা করলে পিতামাতার সেবা হয় কি?

উঃ ভগবানের ভজনা করলে পিতামাতারও সেবা হয়। কেবলমাত্র পিতামাতা নয়, মুনি ঋষি, দেবতা সকলের সেবা হয়ে থাকে। যেহেতু ভগবানের কাছ থেকে সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে তাই, ভগবান হচ্ছেন সবকিছুর মূল। যে ভাবে গাছের গোড়ায় জল দিলে তার শাখা প্রশাখা, পত্র, পুষ্প সবই পরিপুষ্ট হয় এবং উদরকে খাদ্য দিলে যেমন সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি পুষ্ট হয়, ঠিক সেইরূপ ভগবান সন্তুষ্ট হলে সবাই তুষ্ট হন। "যস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্ট"।

৭৬। মানুষের কেমন খাদ্য আহার করা কর্তব্য?

উঃ মানুষের জীবনকে সফল করতে হলে ভগবানের প্রসাদই ভোজন করা উচিত। কেন না যা আমরা ভোজন করি সেই খাদ্য ভগবানকে অর্পণ করলে, তা প্রসাদে পরিণত হয়। প্রসাদ ভোজনের ফলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। নচেৎ আমরা পাপ ভক্ষণ করি।

৭৭। ভগবানকে কি প্রকার খাদ্য নিবেদন করা যায়?

উঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং"– 'ভক্তি সহকারে আমাকে পত্র পুষ্প, ফল, জল প্রভৃতি অর্পণ করলে আমি তা গ্রহণ করে থাকি।' এভাবে তিনি নিরামিষ খাদ্যবস্তুর কথা বলেছেন, মাছ, মাংস প্রভৃতির কথা বলেন নি।

৭৮। ভগবানের কাছে কি প্রার্থনা করা উচিত?

উঃ ভগবানের কাছে আমাদের প্রার্থনা করা উচিত যে আমরা যেন তাঁর শ্রীচরণে অহৈতুকী ভক্তি লাভ করতে পারি। তাঁর শ্রীচরণে সেবা করার সুযোগ যেন জন্মজন্মান্তরে লাভ করতে পারি।

৭৯। শ্রীকৃষ্ণ ও নবদ্বীপ ধামে অবতীর্ণ শ্রীচৈতন্য দেবের মধ্যে কি পার্থক্য আছে?

উঃ 'ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই শচীসুত হইল সেই।
বলরাম হইল নিতাই।।'

শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। তবে শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধভক্তি শিক্ষা দেবার জন্য ও স্বয়ং ভক্তিরসের অপূর্ব মাধুর্য আস্বাদনের জন্য ভক্তরূপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য "রাধাকৃষ্ণ" নহে অন্য।'

ভক্ত ভগবানের সেবা করে কি প্রকারের আনন্দ লাভ করে তা জানবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পরম শ্রেষ্ঠ ভক্ত শ্রীমতী রাধারাণীর অঙ্গকান্তি ও ভাবকে গ্রহণ করে শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

৮০। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়ে কি প্রচার করেছিলেন?

উঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়ে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তনের মাধ্যমে কিভাবে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা যায় তা প্রদর্শন ও প্রচার করেছিলেন।

৮১। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কোন ভবিষ্যদ্বাণীকে প্রভুপাদ বাস্তবে রূপায়িত করেছেন?

উঃ পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।।

এই ভবিষ্যদ্বাণীকে শ্রীল প্রভুপাদ বাস্তবে রূপায়িত করে সারা বিশ্বে এই হরিনাম প্রচার করেছেন।

৮২। ভগবানের মায়াশক্তিকে কত ভাগে বিভক্ত করা যায়? সেগুলি কি এবং কোথায় কাজ করে?

উঃ ভগবানের মায়াশক্তি দু-প্রকারের – ১। যোগমায়া, ২। মহামায়া। অন্তরঙ্গা যোগমায়া শক্তির দ্বারা চিন্ময় জগৎ পরিচালিত হয়। বহিরঙ্গা মহামায়া শক্তির দ্বারা জড় জগত পরিচালিত হয়।

৮৩। ভগবানের সমস্ত শক্তিকে কয় ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে? সেগুলি কি কি?

উঃ ভগবানের অনন্ত শক্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ১। অন্তরঙ্গা শক্তি ২। বহিরঙ্গা শক্তি এবং ৩। তটস্থা শক্তি।

৮৪। জীব ভগবানের কোন শক্তি?

উঃ জীব ভগবানের তটস্থা শক্তি।

৮৫। জড়জগতে বদ্ধ জীব ভগবানের কোন শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়?

উঃ জড়জগতে বদ্ধ জীব ভগবানের বহিরঙ্গা ত্রিগুণাত্মিকা মায়া শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়।

৮৬। চিন্ময় জগতের সবকিছু ভগবানের কোন শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়?

উঃ চিন্ময় জগতের সবকিছু ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার দ্বারা পরিচালিত হয়।

৮৭। মানুষের ছয়টি প্রধান শত্রু বা ষড়রিপু কি?

উঃ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য– এই ছয়টি হচ্ছে ষড়রিপু– মানুষের প্রধান শত্রু।

৮৮। ষড় রিপু কি ভাবে দমন করা যায়?

উঃ কায়, মন ও বাক্য দ্বারা ভগবানের সেবা করলে, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র নিষ্ঠা সহকারে কীর্তন করলে, ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ ভোজন করলে ষড়রিপু সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের তত্ত্বাবধানে ভক্তিসেবা অনুশীলনই একমাত্র উপায়।

৮৯। কর্মফল থেকে কি ভাবে মুক্তি লাভ করা যায়?

উঃ আমরা যা কর্ম করি সেই সমস্ত কর্মের ফল যদি ভগবানকে অর্পণ করি তাহলে আমরা কর্মবন্ধন বা কর্মফল থেকে মুক্তি পেতে পারব।

৯০। ভক্তির সংজ্ঞা কি?

উঃ "হৃষিকেন হৃষিকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে" ..... আমার ইন্দ্রিয় দিয়ে ইন্দ্রিয়ের অধিপতি ভগবানের সেবা করাকেই ভক্তি বলা হয়।

৯১। সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের প্রভাবকে জয় করবার উপায় কি?

উঃ সমস্ত ইন্দ্রিয়কে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করার মাধ্যমে তাদের জয় করা যায়। ইন্দ্রিয় স্বভাবতঃ সবসময় বিষয় ভোগের দিকে ধাবিত হয়। সেই ইন্দ্রিয় সকলকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবারূপ উন্নত স্বাদ প্রদান করলে তারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

ঠিক যেভাবে জিহ্বাকে জয় করবার উপায় কৃষ্ণপ্রসাদ সেবা, কৃষ্ণকথা আলোচনা, কর্ণ দিয়ে কৃষ্ণের গুণ শ্রবণ এবং হরিকথা শ্রবণ। নাসিকা দিয়ে কৃষ্ণের চরণে অর্পিত তুলসীর ঘ্রাণ গ্রহণ করা, চক্ষু দিয়ে শ্রীবিগ্রহকে দর্শন করা, হাত দিয়ে মন্দির মার্জন করা।

৯২। ভগবানের তুষ্টি বিধান করলে সমস্ত জগৎ সন্তুষ্ট হবে কি?

উঃ হ্যাঁ যস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্ট...............
যেহেতু এই সমগ্র জগতের সৃষ্টিকর্তা ভগবান সেই হেতু ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানে সমগ্র জগৎ তুষ্ট হবে।

৯৩। যথার্থ জ্ঞান কাকে বলে?

উঃ আমি এই 'শরীর' নই, আমি চিন্ময় 'আত্মা'– ভগবানের নিত্য অংশ। এইটি জানাকে বলা হয় যথার্থ জ্ঞান।

৯৪। আত্মোপলব্ধির প্রথম সোপান কি?

উঃ আমি এই দেহ নই, আমি হচ্ছি চিন্ময় আত্মা এইটিকে জানা।

৯৫। ত্রিগুণাত্মিকা জড়া প্রকৃতির কার্য কি?

উঃ এর প্রভাবে জীব এই জড় জগতের সমস্ত কার্য সম্পাদন করে।

৯৬। গুণের প্রভাব থেকে কিভাবে মুক্তি লাভ করা যায়?

উঃ গুণের প্রভাবে আমরা যা কর্ম করি সেই কর্ম যদি ভগবানের উদ্দেশ্যে অর্পিত হয়, তাহলে আস্তে আস্তে আমরা গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারি।

৯৭। চারটি যুগের নাম কি?

উঃ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি।

৯৮। বিভিন্ন যুগে ভগবানকে লাভ করবার উপায় কি?

উঃ সত্যযুগে ভগবানকে লাভ করবার উপায় হচ্ছে ধ্যান। ত্রেতাযুগে – যজ্ঞ, দ্বাপর যুগে – অর্চনা, আর কলিযুগে হরিনাম সংকীর্তন।

৯৯। ভক্তিযোগ বা কৃষ্ণনামের পূর্ণফল লাভের জন্য আমাদের করণীয় কি?

উঃ আমাদের চারটি পাপকর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে যথা – আমিষাহার, দ্যূতক্রীড়া, নেশা পান ও অবৈধ নারী সঙ্গ।

১০০। কৃষ্ণনামে কি ফল?

উঃ কৃষ্ণনামের ফল হচ্ছে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা।

ইস্‌কন

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ বা ইস্‌কন

(ISKCON—International Society for Krishna Consciousness) ১৯৬৬-তে নিউইয়র্কে কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি এ, সি, ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি দ্রুত সমগ্র বিশ্বে প্রসার লাভ করে। প্রতিষ্ঠার পর অচিরেই ইস্‌কন কয়েকশত মন্দির, আশ্রম বৈদিক কৃষিখামার-ভিত্তিক সমাজ এবং গুরুকুল আশ্রম সমন্বিত এক বিশ্বব্যাপী সংঘে পরিণত হয়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হতে গুরু-শিষ্য পরম্পরা-ক্রমে প্রাপ্ত ভগবদ্‌গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতমের শাশ্বত জ্ঞান ও শিক্ষাসমূহের ভিত্তিতে ইস্‌কন গঠিত। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব প্রায় পাঁচশ বছর পূর্বে শ্রীধাম মায়াপুরে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং জগদ্‌বাসীকে কৃষ্ণভক্তির বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি কলিযুগের যুগধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ ভগবানের দিব্যনাম সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের পন্থা প্রচার করেছিলেনঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

পৃথিবীর সমস্ত নগরাদি গ্রামে এই দিব্যনাম পরিব্যাপ্ত হবে– শ্রীচৈতন্যদেবের এই অভিলাষ পূরণের উদ্দেশ্যে ইস্‌কন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইস্‌কন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি অংশ বিশেষ। স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে ব্রহ্মা, তারপর পরম্পরাক্রমে শ্রীচৈতন্যদেব এবং তৎপরবর্তী গুরু পরম্পরাক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ– এই অধ্যাত্ম পরম্পরায় ইস্‌কনের উদ্ভব। এই পরম্পরা ধারা ইস্‌কনের প্রামাণিকতার এক অন্যতম নিদর্শন।

শ্রীল প্রভুপাদ ইস্‌কন স্থাপন করেছিলেন এই উদ্দেশ্যে যাতে সংঘে যোগদানকারী প্রত্যেকেই পূর্ণ কৃষ্ণভাবনামৃত অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু

পেতে পারে। ইস্‌কনের মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট ঐকান্তিক আশ্রয় গ্রহণকারী যে কোন ব্যক্তিই পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হবার জন্য সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সহায়তা সংঘ থেকে প্রাপ্ত হবেন।

কাজের সুবিধার জন্য ইস্‌কন সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন অঞ্চলে (বর্তমানে প্রায় ৩০টি অঞ্চল) ভাগ করে নিয়েছে। প্রতিটি অঞ্চল একজন অভিজ্ঞ ভক্তের তত্ত্বাবধানে থাকে। এই পদটিকে বলা হয় গভর্নিং বডি কমিশনার বা জি. বি. সি। কিছু কিছু অঞ্চলে দুই বা ততোধিক সহকারী জি, বি, সি, সদস্য রয়েছেন। সমস্ত অঞ্চলের সকল জি. বি. সি. সদস্যদের নিয়ে গঠিত জি. বি. সি. বডি-ই হল ইস্‌কনের সর্বোচ্চ পরিচালনা কর্তৃপক্ষ। প্রতি বছর একবার বিশ্বের মুখ্যকেন্দ্র শ্রীমায়াপুরে জি. বি. সি. বডি-র সকল সদস্যবর্গ সংঘের কার্যাবলীর পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য মিলিত হন। ভোটের ভিত্তিতে জি. বি. সি. বডিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রত্যেক জি. বি. সি. অঞ্চলে কিছু-সংখ্যক মন্দির থাকে। প্রতিটি মন্দির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বনির্ভর। তাই বস্তুতঃ ইস্‌কনের কোন প্রধান কার্যালয় নেই, যদিও শ্রীমায়াপুরকে বিশ্বের প্রধান পারমার্থিক কেন্দ্র রূপে গণ্য করা হয়।

প্রত্যেক মন্দিরে একজন অধ্যক্ষ (টেম্পল্ প্রেসিডেন্ট) থাকেন। মন্দিরের অধ্যক্ষ হলেন মন্দিরের প্রধান কর্মকর্তা। জি. বি. সি. কর্মাধ্যক্ষ নিয়মিত তাঁর নিজ অঞ্চলের মন্দির-সমূহ পরিদর্শন করেন এবং মন্দিরে নির্দিষ্ট পারমার্থিক মান রক্ষিত এবং বিধি বিধান সমূহ পালিত হচ্ছে কিনা, মন্দির পরিচালনা ও উন্নয়ন-কাজ সুন্দর ভাবে চলছে কিনা ইত্যাদি তিনি পর্যবেক্ষণ করেন ও প্রয়োজনে সহায়তা করেন। এছাড়া তিনি প্রচার কার্যক্রমে সহযোগিতা করে থাকেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে, জি. বি, সি, কার্য্যাধ্যক্ষদের হতে হবে "পাহারাদার কুকুর" (Watch dogs)-এর মত। অর্থাৎ ইস্‌কনের কল্যাণ বিধানের জন্য এবং অপ্রামাণিক কোন দার্শনিক মতবাদের অনুপ্রবেশ-জাত দূষণ থেকে সংঘকে রক্ষার জন্য তাঁদের সদাসতর্ক থাকতে হবে।

শ্রীল প্রভুপাদ আরও বলেছিলেন যে "নেতা মানেই হল শ্রবণ-কীর্তনের নেতা"। সেইজন্য ইস্‌কনে নেতৃবৃন্দ কেবল পরিচালন এবং সংগঠন কার্যই নয়, এটাও প্রত্যাশিত যে তারা পরমার্থ অনুশীলন এবং আচার অভ্যাসাদির আদর্শ মান ও নিজেরা প্রদর্শন করবেন। শ্রীল প্রভুপাদ এ ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন যে নেতৃবৃন্দ যদি নিজেরা শ্রবণ কীর্তনে আদর্শ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করতে পারে, তাহলে ইস্‌কনে অধ্যাত্ম-অনুশীলনের উচ্চমান বজায় রাখা সম্ভবপর হবে।

শ্রীল প্রভুপাদের তিরোধানের পর ইস্‌কনে কোন একক মুখ্য নেতা বা প্রধান নেই। শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং বলেছিলেন যে তাঁর শারীরিক অনুপস্থিতির পর তাঁর অনুগামী সমস্ত শিষ্যবৃন্দই নেতায় পরিণত হবে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনকে সমগ্র বিশ্বে প্রসারিত করার জন্য তিনি তাঁর সকল শিষ্যবৃন্দকে একত্রে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আদেশ দিয়েছিলেন। আর এই আদেশই এই আন্দোলনের নিরবচ্ছিন্ন প্রসারের একমাত্র ভিত্তিস্বরূপ।

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য

শ্রীল প্রভুপাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ১৮৯৬ সালে কলকাতায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। ১৯২২ সালে কলকাতায় তিনি তাঁর গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সাক্ষাৎ লাভ করেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছিলেন ভক্তিমার্গের বিদগ্ধ পণ্ডিত ও ৬৪টি গৌড়ীয় মঠের (বৈদিক সংঘ) প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই বুদ্ধি দীপ্ত, তেজস্বী ও শিক্ষিত যুবকটিকে বৈদিক জ্ঞান প্রচারের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ এগার বছর ধরে তাঁর আনুগত্যে বৈদিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরে ১৯৩৩ সালে এলাহাবাদে তাঁর কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত হন।

১৯২২ সালেই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদকে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান প্রচার করতে নির্দেশ দেন। পরবর্তীকালে শ্রীল প্রভুপাদ ভগবদ্গীতার ভাষ্য লিখে গৌড়ীয় মঠের প্রচারের কাজে সহায়তা করেছিলেন। ১৯৪৪ সালে তিনি এককভাবে একটি ইংরাজী পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। এমনকি তিনি নিজে হাতে পত্রিকাটি বিতরণও করতেন। পত্রিকাটি এখনও সারা পৃথিবীতে তাঁর শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৪৭ সালে শ্রীল প্রভুপাদের দার্শনিক জ্ঞান ও ভক্তির উৎকর্ষতার স্বীকৃতিরূপে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ' তাঁকে "ভক্তিবেদান্ত" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫০ সালে তাঁর ৫৪ বছর বয়সে শ্রীল প্রভুপাদ সংসার জীবন থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে চার বছর পর বানপস্থাশ্রম গ্রহণ করেন এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন, প্রচার ও গ্রন্থ রচনার কাজে মনোনিবেশ করেন। তিনি বৃন্দাবনে শ্রী শ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরে অতি সাধারণভাবে জীবনযাপন করতে শুরু করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রী শ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরেই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রেষ্ঠ অবদানের সূত্রপাত হয়। এখানে বসেই তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য ও তাৎপর্যসহ আঠার হাজার শ্লোকের অনুবাদ করেন এবং 'অন্য লোকে সুগম যাত্রা' নামক গ্রন্থটি রচনা করেন। ১৯৬৫ সালে ৭০ বছর বয়সে তিনি সম্পূর্ণ কপর্দক-হীন অবস্থায় আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে পৌছান। প্রায় এক বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করার পর তিনি ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠা করেন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ। তাঁর

সযত্ন নির্দেশনায় এক দশকের মধ্যে গড়ে ওঠে বিশ্বব্যাপী শতাধিক আশ্রম, বিদ্যালয়, মন্দির ও পল্লী আশ্রম। ১৯৪৭ সালে শ্রীল প্রভুপাদ পশ্চিম ভার্জিনিয়ার পার্বত্য-ভূমিতে গড়ে তোলেন নব বৃন্দাবন, যা হল বৈদিক সমাজের প্রতীক। এই সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যবৃন্দ পরবর্তীকালে ইউরোপ ও আমেরিকায় আরও অনেক পল্লী- আশ্রম গড়ে তোলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অনবদ্য অবদান হল তাঁর গ্রন্থাবলী। তাঁর রচনাশৈলী গাম্ভীর্যপূর্ণ, প্রাঞ্জল এবং শাস্ত্রানুমোদিত। সেই কারণে বিদগ্ধ সমাজে তাঁর রচনাবলী অতীব সমাদৃত এবং বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আজ সেগুলি পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। বৈদিক দর্শনের এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করছেন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গ্রন্থ- প্রকাশনী সংস্থা 'ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাষ্ট।' শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের সপ্তদশ খণ্ডের তাৎপর্যসহ ইংরাজী অনুবাদ আঠার মাসে সম্পূর্ণ করেছিলেন।

১৯৭২ সালে আমেরিকার ডালাসে গুরুকুল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বৈদিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন করেন। ১৯৭২ সালে মাত্র তিনজন ছাত্র নিয়ে এই গুরুকুলের সূত্রপাত হয় এবং আজ সারা পৃথিবীর ১৫টি গুরুকুল বিদ্যালয়ের ছাত্রের সংখ্যা প্রায় পনের শ'।

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ সংস্থার মূল কেন্দ্রটি স্থাপন করেন ১৯৭২ সালে। এইখানে বৈদিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য একটি বর্ণাশ্রম মহাবিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাও তিনি দিয়ে গেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশে বৈদিক ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত এইরকম আর একটি আশ্রম গড়ে উঠেছে বৃন্দাবনের শ্রীশ্রীকৃষ্ণবলরাম মন্দিরে, যেখানে আজ দেশ-দেশান্তর থেকে আগত বহু ভক্ত বৈদিক সংস্কৃতির অনুশীলন করছেন। ১৯৭৭ সালে এই ধরাধাম থেকে অপ্রকট হওয়ার পূর্বে শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র জগতের কাছে ভগবানের বাণী পৌঁছে দেবার জন্য তাঁর বৃদ্ধাবস্থাতেও সমগ্র পৃথিবী চৌদ্দবার পরিক্রমা করেন। মানুষের মঙ্গলার্থে এই প্রচারসূচীর পূর্ণতা সাধন করেও তিনি বৈদিক দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি সমন্বিত বহু গ্রন্থাবলী রচনা ক'রে গেছেন, যার মাধ্যমে এই জগতের মানুষ পূর্ণ আনন্দময় এক দিব্য জগতের সন্ধান লাভ করবে।
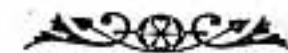
শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার উল্লেখযোগ্য শ্লোকসমূহ ঃ

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥
ভঃ গীঃ ১/১

অনুবাদ

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করেন, হে সঞ্জয়, ধর্মক্ষেত্রে যুদ্ধ করার মানসে সমবেত হয়ে আমার পুত্র এবং পাণ্ডুর পুত্রেরা তারপর কি করল?

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসম্মূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ।।
ভঃগীঃ ২/৭

অনুবাদ

কার্পণ্যজনিত দুর্বলতার প্রভাবে আমি এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছি। আমার কর্তব্য সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হয়ে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি এখন কি করা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। এখন আমি তোমার শিষ্য, সর্বতোভাবে তোমার শরণাগত। দয়া করে তুমি আমাকে শিক্ষা দাও।

দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ।। ভঃগীঃ ২/১৩

অনুবাদ

দেহীর দেহ যেভাবে কৌমার, যৌবন এবং জরার মাধ্যমে দেহের রূপ পরিবর্তন করে চলে, মৃত্যুকালে তেমনই ঐ দেহী (আত্মা) এক দেহ থেকে অন্য কোনও দেহে দেহান্তরিত হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা কখনো এই পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না।

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে।।
ভঃগীঃ ৩/২১

অনুবাদ

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেভাবে আচরণ করেন, সাধারণ মানুষেরা তার অনুকরণ করেন। তিনি যা প্রমাণ বলে স্বীকার করেন, সমগ্র পৃথিবী তারই অনুসরণ করে।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।।
ভঃগী ৪/৩৯

অনুবাদ

সংযতেন্দ্রিয় ও তৎপর হয়ে চিন্ময় তত্ত্বজ্ঞানে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি এই জ্ঞান লাভ করেন। সেই দিব্য জ্ঞান লাভ করে তিনি অচিরেই পরা-শান্তি প্রাপ্ত হন।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ।।
ভঃগীঃ ৭/১৫

অনুবাদ

মূঢ়, নরাধম, মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে এবং যারা আসুরিক ভাবসম্পন্ন, সেই সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা কখনো আমার শরণাগত হয় না।

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্তা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।।
ভঃগীঃ ৮/৫

অনুবাদ

মৃত্যুর সময়ে যিনি আমাকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আমার ভাবই প্রাপ্ত হন। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্।।
ভঃগীঃ ৯/২৫

অনুবাদ

দেবতাদের উপাসকেরা দেবলোক প্রাপ্ত হবেন; যারা ভূত-প্রেত আদির উপাসক তারা ভূতলোক লাভ করে; যারা পিতৃপুরুষদের উপাসক, তারা পিতৃলোক লাভ করে; এবং যাঁরা আমার উপাসনা করেন, তাঁরা আমাকেই লাভ করেন।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।। ভঃগীঃ ৯/২৬

অনুবাদ

যে বিশুদ্ধ চিত্ত নিষ্কাম ভক্ত আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, আমি তার সেই ভক্তিপুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।।
ভঃগীঃ ১৮/৬৫

অনুবাদ

তুমি আমাতে চিত্ত স্থির কর এবং আমার ভক্ত হও। আমার পূজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। এই জন্য আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করছি যে, এইভাবে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হবে।

জাগ্রত চেতনা

দ্বিতীয় খণ্ড

ভগবদ্‌গীতার শাশ্বত জ্ঞান

* মুখ্যশ্লোক * প্রশ্নোত্তর * দিব্যনাম

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ
প্রতিষ্ঠাতা – আচার্য
কৃষ্ণকৃপামূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত
স্বামী প্রভুপাদ

প্রকাশক ঃ শ্রীমৎ ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী

গ্রন্থ-স্বত্ব ঃ বিদ্যালয় প্রচার বিভাগ

বিদ্যালয় প্রচার বিভাগ ঃ

'ইস্‌কন'

শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ জিউমন্দির

৫, চন্দ্রমোহন বসাক স্ট্রীট

ওয়ারী (বনগ্রাম) ঢাকা-১২০৩

ফোন : ৭১১৬২৪৯

মুখবন্ধ

'গীতা অধ্যয়ন ছেড়ে মাঠে ফুটবল খেলা ভালো' – কোনো এক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির এই উক্তিটি বর্তমান যুবসমাজে আধ্যাত্মিক বিড়ম্বনা সৃষ্টির কারণ। তারা স্কুলে, ক্লাবঘরের দেওয়ালে এই উক্তিটি লিখে রাখেন। এই শিক্ষা গীতাজ্ঞান প্রচারের মস্তবড় এক প্রতিবন্ধক। শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা আছে এবং সে ব্যাপারে যুবসমাজকে উৎসাহিত করা যেতে পারে। কিন্তু গীতা পাঠ বন্ধ করে খেলাধুলা করবার জন্য উৎসাহিত করা বা গীতা পাঠকে অবজ্ঞা করার কোনো যুক্তি হয় না। শরীর নির্বাহের সাথে সাথে আত্মজ্ঞান উপলব্ধিরও প্রয়োজন আছে। প্রকৃত পক্ষে দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করে আত্মজ্ঞান বিহীন সুস্থ শরীর লাভের প্রচেষ্টা, পশু হওয়ার বাসনা ছাড়া আর কিছু নয়। সে যাইহোক ছাত্র-ছাত্রী তথা শিক্ষানুরাগী জনগণ যেন এসব কথায় বিচলিত না হয়ে গীতা শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং অনুশীলনের মাধ্যমে মনুষ্য জীবনকে সার্থক করার চেষ্টা করেন।

শিক্ষাকে কেবলমাত্র অর্থ উপার্জন ও দৈহিক সুখপ্রাপ্তির মধ্যে সীমিত না রেখে জ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য-জড়-জগতের দুঃখ দুর্দশা থেকে চরম মুক্তিলাভ করার উপায় অনুসন্ধান করতে হবে।

সাধারণ লোকেরা মনে করেন যারা ধর্ম কর্ম করে বা বয়স্কলোক তাঁরা ভগবদ্গীতা পাঠ করবেন। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা, ভগবদ্গীতায় বর্ণিত জ্ঞান কেবলমাত্র ধর্মপরায়ণ ও হিন্দুদের জন্য উদ্দিষ্ট নয়, তা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, যুবক, বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলের জন্য। এই গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে জীবন যাপন করলে এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনেও জীবের আত্যন্তিক কল্যাণ ও দিব্য শাশ্বত আনন্দ লাভ হবে।

জড়জগতের প্রতিটি জীবই দুঃখ ও দুর্দশায় জর্জরিত। ধনী, দরিদ্র, মূর্খ, পণ্ডিত নির্বিশেষে সবাই যে দুঃখে মর্মাহত তাতে কোনো সন্দেহ নেই, এমনকি স্বর্গলোকের দেবতাদেরও পর্যন্ত দুঃখ লাভ করতে হয়। কিন্তু এই জড় জগৎটিই দুঃখের আসল কারণ নয়, জীবের কৃষ্ণবিস্মৃতিই হচ্ছে তার দুঃখের মূল কারণ। ভগবানের কৃপায় জীব এই জগতে দুর্লভ মনুষ্য শরীর লাভ করে এবং যার দ্বারা যথার্থ সাধনা করে জীব নিজেকে বন্ধন মুক্ত করে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে।

শ্রীল প্রভুপাদ এই জড় জগৎকে একটি ছুরির সঙ্গে তুলনা করেছেন। ঠিক যেমন একজন ডাকাত ছুরির দ্বারা মানুষকে মেরে ফেলে কিন্তু একজন ডাক্তার সেই ছুরির দ্বারা অপারেশন করে রোগ ভালো করতে পারেন। একটি ব্লেড যদি কোনো শিশুর হাতে দেওয়া হয়, শিশুটি (অজ্ঞতার ফলে) তার হাত কেটে ফেলবে কিন্তু একজন বয়স্কলোক যে সঠিকভাবে ব্লেডটি ব্যবহার করতে পারে, সে তাকে প্রয়োগ করে সুন্দরভাবে তার দাঁড়ি কামাতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ছুরি বা ব্লেডের কোনো দোষ নেই, কিন্তু সেগুলির প্রয়োগের উপর নির্ভর করে তার সুফল পাবেন না কুফল পাবেন। তদ্রুপ এই জড় জগতে মানুষ যথার্থভাবে জীবনযাপন করার উপায় না জানার ফলে, সে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দুঃখ দুর্দশা ভোগ করছে। কিন্তু যথার্থ আত্মজ্ঞান লাভ করে সঠিকভাবে জীবনযাপন করলে যে কর্ম তার বন্ধনের কারণ, সেই কর্মই তার মুক্তির কারণ হতে পারে। ভগবদ্‌গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করেছেন কিভাবে আমরা এই জড়জগৎ রূপক ছুরিকে ব্যবহার করতে পারব এবং জীবনে সুফল লাভ করতে পারব।

অনেক পিতামাত মনে করেন যে, তাদের ছেলেমেয়েরা গীতা পাঠ করলে বৈরাগী হয়ে ঘরবাড়ী, কাজকর্ম পরিত্যাগ করে চলে যাবে; কিছুলোকের মতে ধর্মগ্রন্থ মানুষকে পঙ্গু করে দেয়। আসলে তাদের এসমস্ত ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বরঞ্চ গীতা পাঠের ফলটি সম্পূর্ণ বিপরীত। গীতাজ্ঞান লাভ করবার পূর্বে অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে তিনি তার স্বধর্মকে পরিত্যাগ করে ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ থেকে ভগবদ্‌গীতার জ্ঞান লাভ করার পর কর্তব্য পালনের জন্য তিনি ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাই ভগবদ্‌গীতার শিক্ষা মানুষকে কর্তব্যবোধ থেকে বিচ্যুত করে না।

গীতাগ্রন্থে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করেছেন কিভাবে কর্মবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করা সম্ভব। প্রথম অধ্যায়ে সৈন্যসজ্জা দেখে অর্জুন আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আসক্তিবশতঃ তাদের সম্ভাব্য মৃত্যুতে বিষাদ গ্রস্ত হয়েছিলেন। তাকে বিষাদ থেকে মুক্ত করে কর্তব্যে নিযুক্ত করার জন্য ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে শুরু করেছেন তাঁর শিক্ষা। সর্বপ্রথমে তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) জীবের স্বরূপ যে এই জড় শরীর নয়, চিন্ময় আত্মা তা বর্ণনা করেছেন। আত্মার মৃত্যু হয় না, আত্মা নিত্য, শাশ্বত, অস্ত্রের দ্বারা কাটা যায় না। জলে ভেজানো যায় না বা

আগুনে পোড়ানো যায় না। এইভাবে সাংখ্যযোগে বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞানের দ্বারা জীবের স্বরূপ নির্ধারণ করে জীবাত্মার অমরত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন যা শ্রবণ করে অর্জুনের স্বজন মৃত্যুজনিত দুঃখের অবসান হয়েছিল। সেই সাংখ্যযোগের দ্বিতীয় ভাগে ভগবান বুদ্ধিযোগের কথা বলেছেন এবং তৃতীয় অধ্যায়ে নিষ্কাম কর্মযোগের কথা বর্ণনা করেছেন। নিষ্কাম কর্মযোগ হচ্ছে কর্তব্যকর্ম করে তার ফল ভগবানকে অর্পণ করা। যাতে জীব, পাপ ও পুণ্য থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে।

এইভাবে ক্রমান্বয়ে বর্ণনা করার পর ভগবান অষ্টাদশ অধ্যায়ে কিভাবে সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করলে জীবের সর্বতো মঙ্গল হবে তা শিক্ষা দিয়েছেন। এই গীতাজ্ঞান বিজ্ঞান ভিত্তিক, বাস্তবজ্ঞান-যা জীবনে প্রয়োগ করলে জীবের অশেষ কল্যাণ সাধিত হবে।

তাই আমাদের উচিত অর্জুনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যথার্থ বৈষ্ণব বা সদ্‌গুরুর নিকট এই জ্ঞান গ্রহণ করা। ভাগবতে প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন– 'কৌমারং আচরেৎ প্রাজ্ঞঃ'– কৌমার অবস্থা থেকে ভাগবত ধর্ম অনুশীলন করা বুদ্ধিমানের কাজ। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শ্রীল প্রভুপাদের ভগবদ্‌গীতা যথাযথ থেকে গীতার মৌলিক শিক্ষা সমৃদ্ধ ৩০টি মূল শ্লোক ও তাৎপর্যের উদ্ধৃতাংশ সহ গীতা প্রশ্নোত্তর (জাগ্রত চেতনা–২য় খণ্ড) পুস্তিকাটি প্রকাশ করা হল। যা অধ্যয়ন করে ছাত্র-ছাত্রীরা গীতা সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা লাভ করতে পারবেন এবং আমরা আশা করি যে, গীতার শিক্ষানুযায়ী জীবনযাপন করে মনুষ্য জন্মকে সাফল্য মণ্ডিত করতে পারবেন।

ইতি–
বৈষ্ণবদাসানুদাস
ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী

ছাত্র-ছাত্রীদের মুখস্থ করার উপযোগী

ভগবদ্‌গীতার ৩০টি মুখ্য শ্লোক

(শ্রীল প্রভুপাদ কৃত অনুবাদ ও তাৎপর্যের উদ্ধৃতাংশ সহ)

আত্মার নিত্য স্বতন্ত্রতা

ন ত্বেবাহম জাতু নাসং
ন ত্বম নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ
সর্বে বয়ম্ অতঃপরম্ ।। ২-১২ ।।

অনুবাদ

এমন কোন সময় ছিল না যখন আমি, তুমি এবং এই সমস্ত রাজারা ছিল না; এবং ভবিষ্যতেও কখনো আমাদের অস্তিত্ব বিনষ্ট হবে না।

তাৎপর্য (উদ্ধৃতাংশ)

ভগবান স্পষ্টভাবে বলেছেন, তিনি, অর্জুন এবং সেই যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত সমস্ত রাজারা সকলেই তাদের ব্যক্তিগত সত্তা নিয়ে চির নিত্য। তাদের স্বতন্ত্র সত্ত্বা পূর্বে বর্তমান ছিল এবং ভবিষ্যতেও নিরবচ্ছিন্নভাবে বর্তমান। তাই কারো জন্য শোক করা নিরর্থক। মায়াবাদীরা বলে থাকে যে, আত্মা মায়ার আবরণ মুক্ত হয়ে নির্বিশেষ ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যায় এবং তখন আর আত্মার নিজস্ব সত্তা থাকে না এবং এরই নাম মুক্তি। ভগবান, যিনি সমস্ত জ্ঞানের আধার, তিনি এই সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করেন নি। অনেক সময় অনেকে আবার বলে থাকেন, জড়জগতের সংস্পর্শে আসার ফলেই আমরা নিজেদের স্বতন্ত্র সত্ত্বা বলে মনে করি। সে সিদ্ধান্তকেও ভগবান অনুমোদন করেন নি।

আত্মার দেহান্তর

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে
কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তিঃ
ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ।। ২-১৩ ।।

অনুবাদ

দেহীর দেহ যেভাবে কৌমার, যৌবন এবং জরার মাধ্যমে দেহের রূপ পরিবর্তন করে চলে, মৃত্যুকালে তেমনই ঐ দেহী (আত্মা) এক দেহ থেকে অন্য কোনও দেহে দেহান্তরিত হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা কখনো এই পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না।

তাৎপর্য (উদ্ধৃতাংশ)

জীবের প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে তাঁর আত্মা, এবং তার যে জড় দেহ, প্রতি মুহূর্তে তার সেই দেহের পরিবর্তন হচ্ছে। ফলে, কখন সে শিশু, কখন কিশোর, কখন যুবক এবং কখন বৃদ্ধ। এইভাবে নানা-রূপ ধারণ করছে। কিন্তু জীবের প্রকৃত সত্তা, আত্মার কোনো পরিবর্তন হয় না। এক সময় দেহটা যখন অকেজো হয়ে যায়, তখন আত্মা সেই দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহ ধারণ করে।

মৃত্যুর পর আর একটা দেহ প্রাপ্ত হওয়াটা যখন অবশ্যম্ভাবী – মৃত্যুর পরেও যখন আত্মার বিনাশ হয় না, এবং সে অবধারিতভাবে, জড় অথবা চিন্ময় আর একটা দেহ প্রাপ্ত হয়, তখন ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য ইত্যাদি আত্মীয় পরিজনের জন্য শোক করা অর্জুনের পক্ষে নিতান্তই নিরর্থক ছিল।

ইন্দ্রিয় সংযম

মাত্রা স্পর্শাঃ তু কৌন্তেয়
শীতোষ্ণ সুখ দুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনো অনিত্যাঃ
তান্ তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ২-১৪ ॥

অনুবাদ

হে কৌন্তেয়, ইন্দ্রিয়ের সংগে বিষয়ের সংযোগের ফলে অনিত্য সুখ এবং দুঃখের অনুভব হয়, সেগুলি ঠিক যেন শীত এবং গ্রীষ্ম ঋতুর গমনাগমনের মতো। হে ভরতকুলপ্রদীপ, সেই ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সেগুলি সহ্য করার চেষ্টা কর।

তাৎপর্য (উদ্ধৃতাংশ)

মানব জীবনের প্রকৃত কর্তব্য সম্পাদন করতে হলে মানুষকে সহনশীলতার মাধ্যমে বুঝতে হবে–সুখ এবং দুঃখ কেবল ইন্দ্রিয়ের বিকার মাত্র। বেদে নির্দেশ দেওয়া আছে, খুব সকালে স্নান করা উচিত। যে শাস্ত্রের অনুশাসন মেনে চলে, সে মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীতেও খুব ভোরে স্নান করতে ইতস্তত করে না। তেমনই, গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরমেও গৃহিনীরা রান্না করা থেকে বিরত থাকেন না। আবহাওয়া জনিত অসুবিধা সত্ত্বেও মানুষকে তার কর্তব্যকর্ম করে যেতেই হয়।

খাদ্যদ্রব্যাদি ভগবানকে নিবেদন

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো
মুচ্যন্তে সর্ব কিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে তু অঘম্ পাপাঃ
যে পচন্তি আত্ম কারণাৎ॥ ৩-১৩ ॥

অনুবাদ

ভগবদ্ভক্তরা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন কারণ তাঁরা ভগবানকে নিবেদন করে অন্নাদি গ্রহণ করেন। যারা কেবল স্বার্থপর হয়ে নিজেদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য অন্ন পাক করে, তারা কেবল পাপ ভোজন করে।

তাৎপর্য (উদ্ধৃতাংশ)

সন্তগণ (ভগবদ্ভক্ত) সদা সর্বদাই পরম পুরুষোত্তম ভগবান গোবিন্দ (সকল আনন্দ-সুখের প্রদায়ক), অথবা মুকুন্দ (মুক্তিদাতা), অথবা শ্রীকৃষ্ণঃ (সর্বাকর্ষক পুরুষ) – এর প্রেমে মগ্ন থাকেন, সে জন্য তাঁরা ভগবানকে প্রথমে অর্পণ না করে কোনো কিছুই গ্রহণ করেন না। অন্য সমস্ত লোকেরা, যারা আত্মতৃপ্তির জন্য নানা রকম উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করে খায়, শাস্ত্রে তাদের চোর বলে গণ্য করা হয়েছে এবং তাদের সেই খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের পাপও গ্রহণ করে।

কর্মযোগ

তস্মাদ অসক্তঃ সততম্
কার্যম্ কর্ম সমাচর
অসক্তঃ হি আচরন্ কর্ম
পরম্ আপ্নোতি পুরুষঃ ।। ৩-১৯।।

অনুবাদ

অতএব, কর্মফলের প্রতি আসক্তি রহিত হয়ে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন কর, অনাসক্ত হয়ে কর্ম করার ফলেই পরাভক্তি লাভ করা যায়।

তাৎপর্য (উদ্ধৃতাংশ)

নির্বিশেষবাদী জ্ঞানী মুক্তি চায়, কিন্তু ভক্ত কেবল পরম পুরুষ ভগবানকে চায়। তাই সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে যখন কেউ ভগবানের সেবা করে, তখন মানব জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণঃ অর্জুনকে যুদ্ধ করতে বললেন, কারণ সেটা ছিল তাঁর ইচ্ছা। সৎকর্ম করে, অহিংসা ব্রত পালন করে, ভাল মানুষ হওয়াটাই স্বার্থপর কর্ম, কিন্তু সৎ-অসৎ, ভাল-মন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিচার না করে ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে কর্তব্য-কর্ম করাটাই হচ্ছে বৈরাগ্য। এটাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্যকর্ম, ভগবান নিজেই সে উপদেশ দিয়েছেন।

জড়া প্রকৃতির প্রভাব

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি
গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ় আত্মা
কর্তা অহম্ ইতি মন্যতে ।। ৩-২৭ ।।

অনুবাদ

মোহাচ্ছন্ন জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবশত জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা ক্রিয়মান সমস্ত কার্যকে স্বীয় কার্য বলে মনে করে 'আমি কর্তা' — এই রকম অভিমান করে।

তাৎপর্য (উদ্ধৃতাংশ)

কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত এবং দেহাত্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন বিষয়ী এদের দুজনের কর্তব্যকর্মকে আপাত দৃষ্টিতে একই পর্যায়ভুক্ত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে এক অসীম ব্যবধান রয়েছে। যে দেহাত্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন, সে অহংকারে মত্ত হয়ে নিজেকেই সব কিছুর কর্তা বলে মনে করে; সে জানে না যে, তার দেহের মাধ্যমে যে সমস্ত কর্ম সাধিত হচ্ছে, তা সবই হচ্ছে প্রকৃতির পরিচালনায়, এবং এই প্রকৃতি পরিচালিত হচ্ছে ভগবানেরই নির্দেশ অনুসারে।

জড়জাগতিক মানুষেরা বুঝতে পারে না যে, তারা সর্বতোভাবে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। অহংকারের প্রভাবে বিমূঢ় যে আত্মা, সে নিজেকে কর্তা বলে মনে করে ভাবে সে স্বাধীনভাবে কর্তব্য কর্ম করে চলেছে; এটাই হচ্ছে অজ্ঞানতার লক্ষণ।

কাম প্রবৃত্তি

শ্রীভগবান উবাচ
কাম এষ ক্রোধ এষ
রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
মহাশনঃ মহাপাপ্মা
বিদ্ধি এনম্ ইহ বৈরিণম্ ।। ৩-৩৭ ।।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন— হে অর্জুন! রজোগুণ থেকে সমুদ্ভূত কামই মানুষকে এই পাপে প্রবৃত্ত করে এবং এই কামই ক্রোধে পরিণত হয়। কাম সর্বগ্রাসী এবং পাপাত্মক; কামকেই জীবের প্রধান শত্রু বলে জানবে।

তাৎপর্য (উদ্ধৃতাংশ)

ভগবান হচ্ছেন সব কিছুর উৎস। সুতরাং কামেরও উৎস হচ্ছেন ভগবান। তাই, যদি এই কামকে ভগবৎ-প্রেমে রূপান্তরিত করা যায়, অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনায় উদ্বুদ্ধ করা যায়, ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করা যায়, তা হলে কাম ও ক্রোধ দুটিই অপ্রাকৃত চিন্ময় রূপ প্রাপ্ত হয়। এইভাবে কামের সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধও ভগবদ্ভক্তিতে রূপান্তরিত হয়। শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত হনুমান শ্রীরামচন্দ্রকে তুষ্ট করবার জন্য তাঁর ক্রোধকে শত্রু-নিধন কার্যে প্রয়োগ করেছিলেন। এখানেও ভগবদ্গীতায়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তার সমস্ত ক্রোধ শত্রু বাহিনীর ওপরে প্রয়োগ করে ভগবানেরই সন্তুষ্টিবিধানের কাজে লাগাতে উৎসাহ দিচ্ছেন। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের কাম এবং ক্রোধকে যখন আমরা ভগবানের সেবায় নিয়োগ করি, তখন তারা আর শত্রু থাকে না, আমাদের বন্ধুতে রূপান্তরিত হয়।

পরম্পরা

এবম্ পরম্পরা প্রাপ্তম্
ইমম্ রাজর্ষয়ঃ বিদুঃ
সঃ কালেনেহ মহতা
যোগঃ নষ্টঃ পরন্তপ ।। ৪-২ ।।

অনুবাদ

এইভাবে পরম্পরা মাধ্যমে এই পরম বিজ্ঞান রাজর্ষিরা লাভ করেছিলেন কিন্তু কালের প্রভাবে পরম্পরা ছিন্ন হয়েছিল এবং সেই যোগ নষ্টপ্রায় হয়েছে।

তাৎপর্য (উদ্ধৃতাংশ)

তথাকথিত সমস্ত পণ্ডিতেরা গীতার অসংখ্য ধরনের ব্যাখ্যা লিখে কৃষ্ণকথার নামে একটা ভাল ব্যবসা জাঁকিয়ে বসেছে, কিন্তু তাদের মধ্যে প্রায় কেউই ভগবানের পরম পুরুষোত্তম ভগবত্তায় বিশ্বাস করে না। এটিই হচ্ছে আসুরিক প্রবৃত্তি। অসুরেরা কখনো ভগবানকে বিশ্বাস করে না, কিন্তু তারা কেবল ভগবানের সম্পত্তি ভোগ করার ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর।

পরম্পরার ধারায় ভগবদ্গীতার প্রকৃত ভাব যথাযথভাবে ব্যক্ত করবার চেষ্টা করে ভগবদ্গীতার একটি ব্যাখ্যা প্রচার করার বিশেষ প্রয়োজন আছে, তা উপলব্ধি

করে, এই সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছে। ভগবদ্‌গীতা মানুষের প্রতি ভগবানের আশীর্বাদ, মানব সমাজে এটি এক অমূল্য সম্পদ, তাঁকে যথাযথভাবে গ্রহণ না করে, দার্শনিক জল্পনা-কল্পনামূলক নিবন্ধ গ্রন্থ মনে করলে, কেবল সময়ের অপচয় করা হবে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব

যদা যদা হি ধর্মস্য
গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানম্ অধর্মস্য
তদা আত্মানম্ সৃজামি অহম্ ।। ৪-৭।।

অনুবাদ

হে ভারত, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয় তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।

তাৎপর্য (উদ্ধৃতাংশ)

এখানে 'সৃজামি' কথাটা তাৎপর্যপূর্ণ। এই 'সৃজামি' কথাটা সৃষ্টি করার অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। কারণ পূর্ববর্তী শ্লোক অনুযায়ী, ভগবানের সমস্ত রূপই নিত্য বিরাজমান, তাই ভগবানের রূপ বা শরীর কখনও সৃষ্টি হয় না। সেইজন্য 'সৃজামি' মানে-ভগবানের যা স্বরূপ, তা তিনি নিজে প্রকাশ করেছেন।

এর থেকে বোঝা যায়, ব্রহ্মার একদিনে, সপ্তম-মনুর অষ্ট বিংশতি চতুর্যুগের দ্বাপরে ভগবান তাঁর স্বরূপে আবির্ভূত হন, কিন্তু তা বলে প্রকৃতির কোনো নিয়মকানুনের বন্ধনে তিনি আবদ্ধ নন। তিনি তাঁর ইচ্ছানুসারে, তাঁর লীলা করেন- তিনি হচ্ছেন স্বরাট। তাই যখন অধর্মের অভ্যুত্থান এবং ধর্মের গ্লানি হয়, তখন তার ইচ্ছানুসারে ভগবান এই জড়জগতে অবতরণ করেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য প্রকৃতি

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্
এবম্ যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহম্ পুনর্জন্ম
নৈতি মামেতি সঃ অর্জুন ।। ৪-৯।।

অনুবাদ

হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্যধাম লাভ করেন।

তাৎপর্য (উদ্ধৃতাংশ)

যিনি ভগবানের অবতরণের তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তিনি জড় জগতের বন্ধন-মুক্ত হয়েছেন, এবং তাই দেহত্যাগ করার পরেই তিনি ভগদ্ধামে ফিরে যান। জড়-বন্ধন থেকে এইভাবে মুক্ত হওয়া মোটেই সহজসাধ্য নয়। নির্বিশেষবাদী জ্ঞানী এবং যোগীরা বহু জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার ফলে এই মুক্তি লাভ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ব্রহ্মজ্যোতিতে বিলীন হয়ে গিয়ে তারা যে মুক্তিলাভ করে, তা পূর্ণ মুক্তি নয়। তাদের পুনরায় এই জড়জগতে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত, ভগবানের সচ্চিদানন্দময় দেহ এবং তাঁর লীলার অপ্রাকৃতত্ব অনুভব করতে পেরে দেহত্যাগ করার পরে ভগবানের ধামে গমন করেন এবং তখন তাঁর জড়জগতে অধঃপতিত হবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

পারমার্থিক গুরু ও শিষ্য

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন
পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানম্
জ্ঞানিনঃ তত্ত্ব দর্শিনঃ ।। ৪-৩৪।।

অনুবাদ

সদ্‌গুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর। বিনম্র চিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর এবং অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট কর; তা হলে সেই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবেন।

তাৎপর্য (উদ্ধৃতাংশ)

সদ্‌গুরুর সন্তুষ্টিবিধান করার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভ করা যায়। আত্মোৎসর্গ এবং সেবা না করে কেবল প্রশ্ন করে কখনই এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না। গুরুদেব পরীক্ষা করে দেখেন শিষ্যের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার বাসনা কতটা প্রবল হয়েছে, এবং এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই গুরুদেব তাঁর শিষ্যকে পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার আশীর্বাদ দান করেন।

এখানে অন্ধের মতো অনুকরণ অথবা মূঢ়ের মতো নিরর্থক প্রশ্ন করার নিন্দা করা হয়েছে। শিষ্য কেবল শ্রদ্ধা সহকারে গুরু প্রদত্ত উপদেশই গ্রহণ করে, তা নয়; তাঁকে আত্মোৎসর্গ এবং গুরুদেবের ঐকান্তিক সেবা করার মাধ্যমে এই জ্ঞানের মর্ম উপলব্ধি করতেও হবে। সদ্‌গুরু সর্বদাই তাঁর শিষ্যের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ। তাই শিষ্য যখন বিনীত, আজ্ঞানুবর্তী সেবায় সর্বতোভাবে তৎপর হয়, তখন জ্ঞান এবং জিজ্ঞাসার বিনিময় পূর্ণ হয়।

সমদর্শিতা

বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে
ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি
শুনি চৈব শ্বপাকে চ
পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ।। ৫-১৮ ।।

অনুবাদ

যথার্থ জ্ঞানবান পণ্ডিত বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তী কুকুর ও চণ্ডাল সকলের প্রতি সমদর্শী হন।

তাৎপর্য (উদ্ধৃতাংশ)

কৃষ্ণভক্ত কখনই জাতি অথবা কুলের বিচার করেন না। সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একজন ব্রাহ্মণ একটা চণ্ডালের থেকে আলাদা হতে পারে, অথবা একটা কুকুর, একটা গরু, একটা হাতি, জাতিগতভাবে ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানীর দৃষ্টিতে এই দেহজাত ভেদগুলি নিরর্থক। তিনি সবকিছুর মধ্যেই পরমাত্মাকে দেখেন। তিনি দেখেন, সমস্ত জীবের অন্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মারূপে বিরাজ করছেন।

ভগবৎ – কথা শ্রবণ

শ্রী ভগবান উবাচ

ময়ি আসক্তমনাঃ পার্থ
যোগম্ যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং
যথা জ্ঞাস্যসি তৎ শৃণু ।। ৭-১ ।।

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন – হে পার্থ (অর্জুন), আমাতে আসক্তচিত্ত হয়ে, আমাতে মনোনিবেশ করে যোগাভ্যাস করলে, কিভাবে সমস্ত সংশয় থেকে মুক্ত হয়ে আমাকে জানতে পারবে, তা শ্রবণ কর।

তাৎপর্য (উদ্ধৃতাংশ)

নববিধা ভক্তির মাধ্যমে মনকে ভগবানের ধ্যানে মগ্ন করা যায়। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম, এবং সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে 'শ্রবণম্'। ভগবান তাই অর্জুনকে বলেছেন, 'তৎশৃণু' অর্থাৎ আমার কাছ থেকে শ্রবণ কর। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে নির্ভরযোগ্য আর কেউ নেই, আর তাই তাঁর কাছ থেকে শ্রবণ করার মাধ্যমে এই জ্ঞান আহরণ করলে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনাময় মানুষ হয়ে ওঠার শ্রেষ্ঠ সুযোগ লাভ করা যায়। তাই এই জ্ঞান ভগবানের কাছ থেকে অথবা ভগবানের শুদ্ধভক্তের কাছ থেকে আহরণ করতে হয়। যাদের অন্তরে ভগবদ্ভক্তি নেই, তাদের যতই বিদ্যাবুদ্ধি থাক না কেন, তারা কখনই ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান দান করতে পারে না।

তাই কৃষ্ণ-তত্ত্বের বিজ্ঞান বুঝতে হয় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে অথবা কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তের কাছ থেকে।

সর্বত্র কৃষ্ণ দর্শন

রসঃ অহম্ অপ্সু কৌন্তেয়
প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ
প্রণবঃ সর্ববেদেষু
শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ।। ৭-৮ ।।

অনুবাদ

হে কৌন্তেয়, আমি জলের রস, চন্দ্র ও সূর্যের প্রভা, সর্ব বেদের প্রণব, আকাশের শব্দ এবং মানুষের পৌরুষ।

তাৎপর্য (উদ্ধৃতাংশ)

এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে ভগবান তাঁর বিভিন্ন জড়া-শক্তি এবং চিৎ-শক্তির প্রভাবে সর্বত্র পরিব্যপ্ত। ভগবান সম্বন্ধে জানতে সচেষ্ট হলে প্রথমে তাঁর বিভিন্ন শক্তির প্রকাশের মাধ্যমে তাঁকে অনুভব করা যায়। তবে এই স্তরের যে ভগবান উপলব্ধি তা নির্বিশেষ। যেমন সূর্যদেব হচ্ছেন একজন পুরুষ এবং তাকে উপলব্ধি করা যায় তাঁর সর্বব্যাপক শক্তি তাঁর কিরণের মাধ্যমে, তেমনি পরমেশ্বর ভগবান যদিও তাঁর নিত্য ধামে বিরাজমান, তবুও তাঁর সর্বব্যাপক শক্তির প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর শক্তির অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়।

জলের স্বাভাবিক স্বাদ হচ্ছে জলের একটি ধর্ম। আমরা কেউ সমুদ্রের জল পান করতে চাই না, তার কারণ সেখানে বিশুদ্ধ জলের সাথে লবণ মেশানো রয়েছে। আস্বাদনের শুদ্ধতার জন্যই জলের প্রতি আমাদের আকর্ষণ এবং এই শুদ্ধ আস্বাদন ভগবানেরই অনন্ত শক্তির একটি অভিপ্রকাশ। যারা নির্বিশেষ, তারা জলের স্বাদের মধ্যে ভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করে না। কিন্তু সবিশেষবাদী ভক্ত জানেন যে, ভগবান পরম করুণায় মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জলের সৃষ্টি করেছেন এবং তার জন্য তিনি ভগবানের গুণকীর্তন করেন। এইভাবে পরম পুরুষের উপলব্ধি হয়।

জড়া প্রকৃতিকে অতিক্রম করার উপায়

দৈবী হি এষা গুণময়ী
মম মায়া দুরত্যয়া।
মাম্ এব যে প্রপদ্যন্তে
মায়াম্ এতাম্ তরন্তি তে ।। ৭-১৪ ।।

অনুবাদ

আমার এই দৈবী মায়া ত্রিগুণাত্মিকা এবং তা দুরতিক্রমণীয়া। কিন্তু যাঁরা আমাতে প্রপত্তি করেন, তাঁরাই এই মায়া উত্তীর্ণ হতে পারেন।

তাৎপর্য (উদ্ধৃতাংশ)

গুণ শব্দের একটি অর্থ হচ্ছে রজ্জু। এর থেকে বোঝা যায় যে, মায়া এ সমস্ত রজ্জুর দ্বারা জীবকে দৃঢ়ভাবে বেঁধে রেখেছে। যে মানুষের হাত পা দড়ি দিয়ে বাঁধা, সে নিজে মুক্ত হতে পারে না। মুক্ত হতে হলে তাকে এমন কারো সাহায্য নিতে হয়, যিনি নিজে মুক্ত। কারণ, যে নিজেই বদ্ধ, সে কাউকে মুক্ত করতে পারে না। অর্থাৎ মুক্ত পুরুষেরাই কেবল অপরকে মুক্ত করতে পারেন। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁর প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেবই কেবল বদ্ধজীবকে এই জড়-বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন। এই ধরণের পরম সাহায্য ব্যতীত জড়া প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। ভক্তিযোগ বা কৃষ্ণভাবনা এই মুক্তির পরম সহায়ক হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন মায়াশক্তির অধীশ্বর। তাই তিনি যখন এই অলঙ্ঘনীয় মায়াকে আদেশ দেন কাউকে মুক্ত করে দিতে, মায়া তৎক্ষণাৎ তাঁর সেই আদেশ পালন করেন। জীব হচ্ছে ভগবানের সন্তান, তাই জীব যখন ভগবানের শরণাগত হয়, তখন ভগবান তাঁর অহৈতুকী করুণাবশে পিতৃবৎ স্নেহে তাকে মুক্ত করতে মনস্থ করেন এবং তিনি তখন মায়াকে আদেশ দেন তাকে মুক্ত করে দিতে। তাই ভগবানের চরণ-কমলে শরণাগত হওয়াটাই হচ্ছে কঠোর জড়া প্রকৃতির কবল থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায়।

পূর্ণজ্ঞানে শরণাগতি

বহূনাম্ জন্মনাম্ অন্তে
জ্ঞানবান্ মাম্ প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বম্ ইতি
সঃ মহাত্মা সুদুর্লভঃ ।। ৭-১৯ ।।

অনুবাদ

বহুজন্মের পর তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে সর্ব কারণের পরম কারণ রূপে জেনে আমার শরণাগত হন। সেইরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।

তাৎপর্য (উদ্ধৃতাংশ)

বহু বহু জন্মের ভগবদ্ভক্তি সাধন করার ফলে অথবা পারমার্থিক কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠান করার ফলে জীব এই অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রাপ্ত হয় যে, পারমার্থিক উপলব্ধির চরম লক্ষ্য হচ্ছেন পরমপুরুষোত্তম ভগবান। পারমার্থিক উপলব্ধির প্রারম্ভিক স্তরে, সাধক যখন ভোগাসক্তির জড়বন্ধন নিবৃত্তি করার চেষ্টা করেন, তখন তার প্রবৃত্তি কিছুটা নির্বিশেষবাদের প্রতি আকৃষ্ট থাকে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে যখন উন্নতিলাভ করে, তখন সে বুঝতে পারে যে, পারমার্থিক জীবনেও অপ্রাকৃত কর্তব্যকর্ম আছে এবং তাকে বলা হয় ভক্তিযোগ।

দেব-দেবীর উপাসনা

অন্তবৎ তু ফলম্ তেষাম্
তদ্ ভবতি অল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজঃ যান্তি
মৎ ভক্তাঃ যান্তি মাম্ অপি ।। ৭-২৩ ।।

অনুবাদ

অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদের আরাধনালব্ধ সেই ফল অস্থায়ী। দেবতাদের উপাসকেরা তাঁদের আরাধ্য দেবতাদের লোক প্রাপ্ত হন কিন্তু আমার ভক্তরা আমার পরম ধাম প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য (উদ্ধৃতাংশ)

দেব-দেবীদের তুষ্ট করার ফলে যে বর লাভ হয় তা ক্ষণস্থায়ী, কারণ এই জড় জগতে সব কিছু অনিত্য- সেই সমস্ত দেব দেবীরা, তাঁদের ধাম এবং তাঁদের

অনুচর–এ সব কিছুই অনিত্য। তাই এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, দেব-দেবীর পূজা করে যে ফললাভ হয়, তা ক্ষণস্থায়ী এবং অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরাই কেবল এই সমস্ত দেব-দেবীর পূজা করে থাকে। ভগবানের শুদ্ধভক্ত কিন্তু ভগবানের সেবা করার ফলে সচ্চিদানন্দময় জীবন প্রাপ্ত হ'ন। তিনি যা প্রাপ্ত হ'ন, তা দেবোপাসকদের প্রাপ্তি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পরমেশ্বর ভগবান অসীম, তাঁর অনুগ্রহ অসীম, তাঁর করুণাও অসীম। তাই তাঁর শুদ্ধভক্তের উপর তাঁর যে করুণা বর্ষিত হয়, তা অসীম।

জড়া প্রকৃতি এবং তার নিয়ন্তা

ময়া অধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ
সূয়তে স চরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয়
জগৎ বিপরিবর্ততে ।। ৯-১০ ।।

অনুবাদ

হে কৌন্তেয়, আমার অধ্যক্ষতার দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা মায়া এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করে। প্রকৃতির নিয়মে এই জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হয় এবং ধ্বংস হয়।

তাৎপর্য (উদ্ধৃতাংশ)

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, প্রাকৃত জগতের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকলেও ভগবান হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা। পরমেশ্বরের পরম ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে এই জড় জগতের প্রকাশ হয়, কিন্তু তার পরিচালনা করেন জড়া প্রকৃতি। এর মর্মার্থ হচ্ছে ভগবানের পরিচালনা ব্যতীত জড়া প্রকৃতি কিছুই করতে পারে না। তথাপি সব রকমের লৌকিক ক্রিয়ার সঙ্গে তাঁর কোনো সংসর্গ নেই।

আসুরিক মনোবৃত্তি

অবজানন্তি মাম্ মূঢ়াঃ

মানুষীম্ তনুম্ আশ্রিতম্।

পরম্ ভাবম্ অজানন্তঃ

মম ভূত মহেশ্বরম্ ।। ৯-১১ ।।

অনুবাদ

আমি যখন মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হই তখন মুর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে। তারা আমার পরম ভাব সম্বন্ধে অবগত নয় এবং তারা আমাকে সর্বভূতের মহেশ্বর বলে জানে না।

তাৎপর্য (উদ্ধৃতাংশ)

শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ এই সমস্ত চিদ্‌গুণ-সমন্বিত হওয়া সত্ত্বেও ভগবদ্‌গীতার অনেক তথাকথিত বিদ্বান ব্যাখ্যাকারেরা শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ মানুষ বলে অবজ্ঞা করে। পূর্বজন্মের পুণ্য কর্মের ফলে এই ধরণের বিদ্বানেরা অসাধারণ প্রতিভাবান হতে পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে এই ধরণের ভ্রান্ত ধারণা তাদের জ্ঞানের স্বল্পতারই পরিচায়ক। তাই ভগবদ্‌গীতায় তাদের মূঢ় বলা হয়েছে, কারণ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ লীলাসমূহ এবং শক্তির বৈচিত্র্য সম্বন্ধে যারা অজ্ঞ, তারাই তাঁকে সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। এই ধরণের মূঢ় লোকেরা জানে না যে, শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ সমস্ত সৎ, চিৎ এবং আনন্দের উৎস, তিনিই হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির অধীশ্বর এবং তিনি যে কোন জীবকে জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত অপ্রাকৃত গুণসমূহের কথা না জানার ফলে এই ধরনের মূঢ় লোকেরা তাঁকে উপহাস করে।

মহাত্মার লক্ষণ

মহাত্মানঃ তু মাম্ পার্থ

দৈবীম্ প্রকৃতিম্ আশ্রিতাঃ

ভজন্তি অনন্যমনসঃ

জ্ঞাত্বা ভূত আদিম্ অব্যয়ম্ ।। ৯-১৩।।

অনুবাদ

হে পার্থ, মোহমুক্ত মহাত্মাগণ আমার দৈবী-প্রকৃতিকে আশ্রয় করেন। তাঁরা আমাকে সর্বভূতের কারণ ও অবিনাশী জেনে অনন্য চিত্তে আমার ভজনা করেন।

তাৎপর্য (উদ্ধৃতাংশ)

এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে যথার্থ মহাত্মার স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। যথার্থ মহাত্মার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে যে, তিনি সর্বদাই দিব্য প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকেন। তিনি কখনই জড়া প্রকৃতির মায়ার অধীন হ'ন না। আর তা কিভাবে হয়? সপ্তম অধ্যায়ে তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে– পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত জীব অবিলম্বে জড়া প্রকৃতির মায়ামুক্ত হয়ে যায়। এটাই হচ্ছে তার যোগ্যতা।

শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কোনো কিছুর দিকেই মহাত্মা তাঁর মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করেন না, কারণ তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন আদি পরম পুরুষ, তিনিই হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ। এই সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই এই চিত্তবৃত্তির উন্মেষ হয় অন্য মহাত্মা বা শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভ করার ফলে।

কীর্তন

সততম্ কীর্তয়ন্তঃ মাম্
যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাম্ ভক্ত্যা
নিত্যযুক্তাঃ উপাসতে ।। ৯-১৪ ।।

অনুবাদ

ব্রহ্মচর্যাদি ব্রতে দৃঢ়নিষ্ঠ ও যত্নশীল হয়ে সেই ভক্তরা সর্বদা আমার মহিমা কীর্তন করে এবং সর্বদা ভক্তিপূর্বক আমার উপাসনা করে।

তাৎপর্য (উদ্ধৃতাংশ)

মহাত্মা সর্বদাই পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তনে মগ্ন থাকেন। তাঁর আর কোনো কাজই থাকে না। তিনি নিরন্তর পরমেশ্বরের মহিমা প্রচারে নিয়োজিত থাকেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, মহাত্মা কখনই নির্বিশেষবাদী হ'ন না কারণ যথার্থ মহাত্মা হচ্ছেন তিনি, যিনি ভগবানের ধাম, ভগবানের নাম, ভগবানের রূপ, ভগবানের গুণ তথা ভগবানের অদ্ভূত চরিত্রের স্তুতিতে ভগবানের কীর্তন করেন। এই সমস্ত ভগবৎ-তত্ত্ব সর্বদাই কীর্তনীয়, তাই যথার্থ মহাত্মা সর্বদাই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি অনুরক্ত থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহাত্মা সর্বদাই নানারকমের ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন কার্যকলাপে মগ্ন থাকেন, বিষ্ণুতত্ত্ব শ্রবণ ও কীর্তন করেন, এবং তিনি কখনই দেব দেবী বা কোনো মানুষের গুণ কীর্তন করেন না। এই হচ্ছে ভক্তির স্বরূপ -'শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ' এবং 'স্মরণং' – তাঁকে সর্বদা স্মরণ করা।

ভগবানের ভক্তবাৎসল্য

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তঃ মাম্
যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্য অভিযুক্তানাম্
যোগক্ষেমম্ বহামি অহম্ ।। ৯-২২ ।।

অনুবাদ

অনন্য চিত্তে আমার চিন্তায় মগ্ন হয়ে যাঁরা আমার উপাসনা করেন, আমি তাঁদের সমস্ত অভাব পূরণ করি এবং প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ করি।

তাৎপর্য (উদ্ধৃতাংশ)

যিনি কৃষ্ণভাবনা ছাড়া এক মুহূর্তও থাকতে পারেন না, তিনি সব সময়ই শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চন, দাস্য, সেবন, সখ্য এবং আত্মনিবেদন–এই নবধা ভক্তিপরায়ণ হয়ে চব্বিশ ঘন্টা কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন থাকেন। যোগের দ্বারা কৃষ্ণভাবনা লাভ করতে ভগবান ভক্তকে সহায়তা করেন এবং পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হলে, তিনি তাকে দুঃখময় বদ্ধ জীবনে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করেন।

শুদ্ধভক্তের লক্ষণ

মৎ-চিত্তাঃ মৎ-গতপ্রাণাঃ
বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্
কথয়ন্তঃ চ মাম্ নিত্যম্
তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ।। ১০-৯ ।।

অনুবাদ

যাঁরা আমাতে চিত্ত ও প্রাণ সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেছেন, তাঁরা পরস্পরের মধ্যে আমার কথা আলোচনা করে এবং আমার সম্বন্ধে পরস্পরকে বুঝিয়ে পরম সন্তোষ ও অপ্রাকৃত আনন্দ লাভ করেন।

তাৎপর্য (উদ্ধৃতাংশ)

শুদ্ধভক্ত, যাঁদের বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে বলা হয়েছে, তাঁরা সর্বদাই পূর্ণরূপে ভগবানের পারমার্থিক প্রেমভক্তি সেবায় যুক্ত থাকেন। তাঁদের মন কখনই শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ থেকে বিক্ষিপ্ত হয় না। তাঁরা সর্বদাই পারমার্থিক বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেন। ভগবানের শুদ্ধভক্তের লক্ষণ এই শ্লোকে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। ভগবদ্ভক্ত দিনের চব্বিশ ঘন্টাই ভগবানের লীলাসমূহ কীর্তনে মগ্ন থাকেন। তাঁদের মনপ্রাণ, সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের চরনারবিন্দে নিমগ্ন থাকে এবং অন্যান্য ভক্তের সঙ্গে তিনি ভগবানের কথা আলোচনা করে গভীর আনন্দ উপভোগ করেন।

শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম

অহম্ সর্বস্য প্রভবঃ
মত্তঃ সর্বম্ প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাম্
বুধাঃ ভাবসমন্বিতাঃ ।। ১০-৮।।

অনুবাদ

আমি জড় এবং চেতন জগতের সব কিছুর উৎস। সবকিছুই আমার থেকেই প্রবর্তিত হয়। সেই তত্ত্ব অবগত হয়ে যাঁরা শুদ্ধ ভক্তি সহকারে আমার ভজনা করেন, তারাই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী।

তাৎপর্য (উদ্ধৃতাংশ)

শ্রীকৃষ্ণের থেকে পরতর আর কোনো নিয়ন্তা নেই। সদ্গুরু এবং বৈদিক শাস্ত্র থেকে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই জ্ঞান যিনি লাভ করেছেন এবং যিনি তাঁর সমস্ত শক্তি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করেছেন, তিনিই হচ্ছেন যথার্থ জ্ঞানী। তাঁর তুলনায় অন্য সকলে যারা কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞান যথাযথভাবে লাভ করেনি, তারা নিতান্তই মুর্খ। মুর্খেরাই কেবল শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। মুর্খদের প্রলাপের দ্বারা ভক্তের কখনই বিচলিত হওয়া উচিত নয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সমস্ত অপ্রামাণিক ভাষ্য এবং ব্যাখ্যায় কর্ণপাত না করে, দৃঢ় প্রত্যয় এবং গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে ভক্তির অনুশীলন করা উচিত।

বুদ্ধিযোগ

তেষাং সততযুক্তানাং
ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগম্ তং
যেন মাম্ উপযান্তি তে ।। ১০-১০।।

অনুবাদ

যাঁরা নিত্য ভক্তিযোগ দ্বারা প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাঁদের শুদ্ধ জ্ঞানজনিত বুদ্ধিযোগ দান করি, যার দ্বারা তাঁরা আমার কাছে ফিরে আসতে পারেন।

তাৎপর্য (উদ্ধৃতাংশ)

কেউ সদ্গুরুর আশ্রয় প্রাপ্ত হয়ে কোনো পারমার্থিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে কিন্তু পারমার্থিক উন্নতিসাধনের জন্য যথার্থ বুদ্ধি যদি তার না থাকে তা হলে শ্রীকৃষ্ণ, যিনি অন্তর্যামীরূপে সকলের অন্তরে বিরাজমান, তিনি তাকে যথার্থভাবে পরিচালিত করেন, যার ফলে সে অনায়াসে তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই কৃপালাভ করার একমাত্র যোগ্যতা হচ্ছে যে, প্রীতি এবং ভক্তি সহকারে সর্বক্ষণ সর্বপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা। শ্রীকৃষ্ণের জন্য তাকে কোনো একটা কর্তব্যকর্ম করতে হবে এবং সেই কর্তব্যকর্ম প্রীতির সঙ্গে সাধন করতে হবে। ভক্ত যদি যথার্থ বুদ্ধিমান হন, তিনি পারমার্থিক সিদ্ধির পথে উন্নতি সাধন করেন। কেউ যদি ভক্তিযোগ সাধনে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হন, তা হলে ভগবান তাকে সাহায্য করেন, যার ফলে তিনি ক্রমোন্নতি অর্জন করেন এবং অবশেষে তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারেন।

ভগবান ভক্তের হৃদয়ে বাস করেন

তেষাম্ এব অনুকম্পার্থম্
অহম্ অজ্ঞানজম্ তমঃ।
নাশয়ামি আত্ম-ভাবস্থো
জ্ঞান-দীপেন ভাস্বতা ।। ১০-১১ ।।

অনুবাদ

তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করে, আমি তাঁদের হৃদয়ে অবস্থিত হয়ে উজ্জ্বল জ্ঞান-প্রদীপের দ্বারা অজ্ঞানজনিত মোহান্ধকার নাশ করি।

তাৎপর্য (উদ্ধৃতাংশ)

ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করার মাধ্যমেই পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে তুষ্ট করা যায় এবং তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তিনি তাঁর শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে নিজেকে প্রকাশিত করেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই তাঁর শুদ্ধভক্তের হৃদয়ে বিরাজমান। তাই তিনি সূর্যের মতো অজ্ঞানতার সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত করেন।

শুদ্ধভক্তের প্রতি ভগবানের এটি একটি বিশেষ কৃপা।

জ্ঞানযোগে অব্যক্ত ব্রহ্ম উপাসনার ফল

ক্লেশ ঃ অধিকতরঃ তেষাম্
অব্যক্তাসক্ত চেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখম
দেহবদ্ভিঃ অবাপ্যতে ।। ১২-৫ ।।

অনুবাদ

যাদের মন ভগবানের অব্যক্ত নির্বিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত, তাদের পক্ষে পারমার্থিক উন্নতি লাভ করা অত্যন্ত কষ্টকর। কারণ অব্যক্তের উপাসনার ফলে কেবল দুঃখই লাভ হয়।

তাৎপর্য (উদ্ধৃতাংশ)

যে সমস্ত অধ্যাত্মবাদীরা ভগবানের অচিন্ত্য, অব্যক্ত, নির্বিশেষ তত্ত্ব জানবার প্রয়াসী, তাদের বলা হয় জ্ঞানযোগী এবং যাঁরা সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ভক্তিযুক্ত চিত্তে ভগবানের সেবা করেন, তাঁদের বলা হয় ভক্তিযোগী। এখানে জ্ঞানযোগী এবং ভক্তিযোগীদের পন্থা যদিও পরিণামে একই লক্ষ্যে গিয়ে উপনীত হয়, তবু জ্ঞানযোগ পন্থা অত্যন্ত ক্লেশসাপেক্ষ। কিন্তু ভক্তিযোগে সরাসরিভাবে ভগবানের সেবা করার যে পন্থা, তা অত্যন্ত সহজ এবং তা হচ্ছে প্রতিটি জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।

প্রতিটি জীবের কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করা বা সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হওয়া একান্ত কর্তব্য। কারণ সেটিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পন্থা। এই ভগবদ্ভক্তিকে কেউ যদি অবহেলা করে, তাহলে তার ভগবদ্‌বিমুখ নাস্তিকে পরিণত হবার সম্ভাবনা থাকে। অতএব অব্যক্ত, অচিন্ত্য, ইন্দ্রিয়ানুভূতির উর্দ্ধে যে তত্ত্বের কথা এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধির প্রতি বিশেষ করে এই কলিযুগে আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তা করতে নিষেধ করেছেন।

পরম ধাম

ন তদ্ ভাসয়তে সূর্যো
ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে
তৎ ধাম পরমম্ মম ।। ১৫-৬ ।।

অনুবাদ

আমার সেই পরম ধাম সূর্য, চন্দ্র, অথবা বিদ্যুৎ আলোকিত করতে পারে না। সেখানে গেলে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।

তাৎপর্য (উদ্ধৃতাংশ)

চিজ্জগৎ, পরমপুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধাম-শ্রীকৃষ্ণলোক, গোলোক বৃন্দাবন সম্বন্ধে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। চিদাকাশে সূর্যকিরণ, চন্দ্রকিরণ, অগ্নি অথবা বৈদ্যুতিক শক্তির কোনো প্রয়োজন হয় না, কারণ সেখানে সবকটি গ্রহই জ্যোর্তিময়। এই ব্রহ্মাণ্ডে কেবল একটি গ্রহ, সূর্য হচ্ছে জ্যোর্তিময়। কিন্তু চিদাকাশে সবকটি গ্রহই জ্যোর্তিময়। বৈকুণ্ঠলোক নামক এই সমস্ত গ্রহে উজ্জ্বল জ্যোতি, ব্রহ্মজ্যোতি নামক চিদাকাশ প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই ব্রহ্মজ্যোতি বিচ্ছুরিত হয় শ্রীকৃষ্ণের আলয় গোলোক বৃন্দাবন থেকে। সেই অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির কিয়দংশ মহৎ-তত্ত্ব দ্বারা আচ্ছাদিত। সেটাই হচ্ছে জড় জগৎ। এই জড় জগৎ ছাড়া সেই জ্যোর্তিময় আকাশের অধিকাংশ স্থানই চিন্ময় লোকে পরিপূর্ণ, যাদের বলা হয় বৈকুণ্ঠ এবং তাদের সর্বোচ্চ শিখরে গোলোক বৃন্দাবন অবস্থিত।

ভক্তিযোগ

ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি
যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততঃ মাম্ তত্ত্বত ঃ জ্ঞাত্বা
বিশতে তৎ অনন্তরম্।। ১৮-৫৫।।

অনুবাদ

ভক্তির দ্বারা কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়। এই প্রকার ভক্তির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে যথাযথভাবে জানার ফলে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করা যায়।

তাৎপর্য (উদ্ধৃতাংশ)

শুদ্ধ ভক্তিযুক্ত ভগবৎ - সেবার প্রভাবে ভক্ত তত্ত্বগতভাবে ভগবানের অপ্রাকৃত গুণ এবং ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন। একাদশ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, ভক্তিযুক্ত ভগবৎসেবার মাধ্যমেই কেবল ভগবানকে জানা যায়। এখানেও সেকথা সত্য বলে প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। ভক্তির মাধ্যমেই কেবল পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে জানা যায় এবং তাঁর ধামে প্রবেশ করা যায়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শরণাগতি

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য
মাম্ একম্ শরণম্ ব্রজ।
অহম্ ত্বাম্ সর্ব পাপেভ্য ঃ
মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।। ১৮-৬৬।।

অনুবাদ

সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সে বিষয়ে তুমি কোন দুশ্চিন্তা করো না।

তাৎপর্য (উদ্ধৃতাংশ)

ভগবান যে বলেছেন, 'মা শুচঃ' অর্থাৎ 'কোনো চিন্তা করো না' তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেউ মনে করতে পারেন সব রকমের ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া কি করে সম্ভব। কিন্তু ঐ ধরনের দুঃচিন্তা নিরর্থক।

ভগবদ্‌গীতা-বিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তর

১। ভগবদ্‌গীতা কোন্ শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত?

উঃ ভগবদ্‌গীতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বের একটি অংশ। ২৫ অধ্যায় থেকে ৪২ অধ্যায় পর্যন্ত এই ১৮ টি অধ্যায়কে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা বা গীতোপনিষদ বলা হয়।

২। ১৮ অধ্যায় সমন্বিত ভগবদ্‌গীতাকে বৈষ্ণব আচার্যরা মুখ্যত ঃ কয়ভাগে বিভক্ত করেছেন? সেগুলি কি কি?

উঃ ১৮ অধ্যায় ভগবদ্‌গীতাকে মুখ্যত ঃ তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম ৬টি অধ্যায় (১ম-৬ষ্ঠ) কে বলা হয় কর্মষটক, মাজের ৬টি অধ্যায় (৬ষ্ঠ-১২শ) কে ভক্তি-ষটক্ বলা হয় এবং শেষ ৬টি অধ্যায়কে (১৩শ-১৮শ) বলা হয় জ্ঞান -ষটক্।

৩। প্রত্যেক ষটকের মধ্যে ৬টি অধ্যায়ের নাম কি কি?

উঃ কর্মষটক - (১) বিষাদযোগ, (২) সাংখ্যযোগ, (৩) কর্মযোগ, (৪) জ্ঞানযোগ, (৫) কর্ম-সন্ন্যাস-যোগ, (৬) অভ্যাসযোগ।

ভক্তিষটক্ - (১) বিজ্ঞান -যোগ, (২) অক্ষর ব্রহ্মযোগ, (৩) রাজগুহ্য যোগ, (৪) বিভূতি-যোগ, (৫) বিশ্বরূপ-দর্শনযোগ, (৬) ভক্তিযোগ।

জ্ঞানষটক - (১) প্রকৃতি-পুরুষ বিবেক-যোগ, (২) গুণত্রয় বিভাগ যোগ, (৩) পুরুষোত্তম যোগ, (৪) দৈবাসুর-সম্পদ বিভাগ যোগ, (৫) শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ, (৬) মোক্ষ যোগ।

৪। শ্রীমদভগবদ্‌গীতায় কোন্ পাঁচটি বিষয় বা তত্ত্ব মুখ্যতঃ আলোচিত হয়েছে?

উঃ ভগবদ্‌গীতায় জীব, ঈশ্বর, প্রকৃতি, কর্ম এবং কাল এই পাঁচটি তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে।

৫। গীতাজ্ঞান কে কাকে কোন্ স্থানে প্রদান করেছিলেন?

উঃ গীতাজ্ঞান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার সখা ও শিষ্য অর্জুনকে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে প্রদান করেছিলেন।

৬। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কি হচ্ছে - তা হস্তিনাপুরে থেকে সঞ্জয় কিভাবে দেখতে পেলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন?

উঃ সঞ্জয় হচ্ছেন ব্যাসদেবের শিষ্য। শ্রীল ব্যাসদেবের কৃপায় সঞ্জয় দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছিলেন - ফলে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে কি হচ্ছে তা সব তিনি দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই তিনি জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে সেই সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করছিলেন।

৭। যুদ্ধের প্রথম দিকে কৌরব পক্ষের কে সেনাপতি ছিলেন?

উঃ পিতামহ ভীষ্মদেব।

৮। শ্রীকৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডবদের শঙ্খের নামগুলি উল্লেখ কর।

উঃ শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের নাম-পাঞ্চজন্য, অর্জুনের শঙ্খের নাম- দেবদত্ত, ভীমের শঙ্খের নাম- পৌণ্ড্র, যুধিষ্ঠিরের শঙ্খের নাম-অনন্ত বিজয়, নকুলের শঙ্খের নাম-সুঘোষ ও সহদেবের শঙ্খের নাম- মণিপুষ্পক।

৯। যুদ্ধক্ষেত্রে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের দর্শন করে অর্জুনের কি অবস্থা হয়েছিল?

উঃ যুদ্ধক্ষেত্রে সমস্ত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনদের দর্শন করে অর্জুনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশ হয়েছিল। মুখ শুষ্ক হয়েছিল, শরীর কম্পিত হচ্ছিল। হাত থেকে গাণ্ডীব পড়ে গিয়েছিল এবং চোখ জ্বালা করছিল।

১০। অর্জুন যুদ্ধের পরিণাম সম্বন্ধে কি চিন্তা করছিলেন?

উঃ অর্জুন মনে করেছিলেন যে উপস্থিত বংশের প্রবীণ সদস্যারা নিহত হলে কুলক্ষয় হবে। কুলক্ষয় হলে সনাতন কুলধর্ম বিনষ্ট হবে। সনাতন কুলধর্ম বিনষ্ট হলে সমস্ত বংশ অধর্মে অভিভূত হবে। অধর্মের দ্বারা অভিভূত হলে কুলবধূগণ ব্যাভিচারী হবে। কুলস্ত্রীগণ ব্যাভিচারী হলে বর্ণসঙ্কর অর্থাৎ অবাঞ্ছিত সন্তান উৎপন্ন হবে। বর্ণসঙ্করের উৎপত্তির ফলে কুলে পিণ্ডদান ও তর্পণ ক্রিয়া লোপ পাবে, তার ফলে পিতৃপুরুষরা নরকগামী হবেন।

১১। **শ্রীকৃষ্ণের নিকট যথার্থ-জ্ঞানলাভ করার জন্য অর্জুন কি করেছিলেন?**

উঃ অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করে বলেছিলেন– "আমি কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়েছি– আমার কিসে শ্রেয়ঃ লাভ হয় তা আমি বুঝি না। তাই আপনি কৃপা করে আমাকে শিক্ষা দিন–আমি এখন সর্বতোভাবে আপনার শিষ্য ও শরণাগত।"

১২। **গীতায় অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রথম শিক্ষা কি ছিল?**

উঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন–"অর্জুন তুমি পণ্ডিতের মত কথা বলছ– অথচ যে বিষয়ে শোক করা উচিত নয়, সে বিষয়ে শোক করছ। যাঁরা যথার্থ পণ্ডিত তাঁরা কখনোই জীবিত বা মৃত কারো জন্যই শোক করেন না।"

১৩। **প্রকৃত জ্ঞান কি?**

উঃ প্রকৃত জ্ঞান হচ্ছে সেই জ্ঞান যা জড়দেহ এবং চেতন আত্মার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে এবং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে আমাদের নিত্যসম্পর্কের কথা বুঝিয়ে দেয়।

১৪। **পণ্ডিতেরা কারোর মৃত্যুতে মুহ্যমান হন না কেন?**

উঃ যথার্থ পণ্ডিতেরা জানেন যে দেহের মধ্যে দেহী বা দেহের আসল মালিক আত্মা অবস্থান করছেন। দেহের পরিবর্তন হয়–কৌমার থেকে যৌবন, যৌবন থেকে মৃত্যুকালে দেহী (আত্মা) জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে আর একটি নতুন শরীর গ্রহণ করে, ঠিক মানুষ যেভাবে পুরনো কাপড় পরিত্যাগ করে নতুন কাপড় পরিধান করে। তাই পণ্ডিতেরা কারো মৃত্যুতে মুহ্যমান হন না।

১৫। **জড়দেহের ছয়টি পরিবর্তন কি কি?**

উঃ (১) মাতৃগর্ভে তার জন্ম, (২) বৃদ্ধি, (৩) কিছুকালের জন্য স্থিতি, (৪) বংশবিস্তার, (৫) জরা ও (৬) বিনাশ।

১৬। **আত্মার বৈশিষ্ট্য কি?**

উঃ আত্মার কখনো জন্ম হয় না বা মৃত্যু হয় না, আত্মার পুনঃপুনঃ উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হয় না। আত্মা জন্মরহিত নিত্য এবং নবীন। শরীর নষ্ট হলেও আত্মার কখনো বিনাশ হয় না। (আত্মার কখন জন্ম হয় না তাই অজ। মৃত্যু হয় না–তাই নিত্যতা/পুনঃপুনঃ উৎপত্তি হয় না তাই শাশ্বত)। আত্মা অচ্ছেদ্য অর্থাৎ অস্ত্রের দ্বারা কাটা যায় না। আত্মা অদাহ্য অর্থাৎ আগুনে তাকে পোড়ানো যায় না। আত্মা অক্লেদ্য অর্থাৎ জলে ভেজানো যায় না। আত্মা অশোষ্য অর্থাৎ আত্মাকে শুকানো যায় না।

১৭। **সাংখ্যযোগ কথাটির অর্থ কি?**

উঃ সাংখ্য শব্দটির অর্থ হচ্ছে– যা কোনো কিছুর বিশদ্ বিবরণ দেয় এবং সাংখ্য বলতে সেই দর্শনকে বোঝায় যা আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করে বা আত্মা সম্বন্ধে বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞান প্রদান করে। যোগ হচ্ছে ইন্দ্রিয়কে দমন করার পন্থা। সাংখ্যযোগ হচ্ছে চেতন এবং জড়ের প্রকৃতি বিশ্লেষণমূলক বিষয়বস্তু।

১৮। **বুদ্ধিযোগ কাকে বলে?**

উঃ জীব যখন নিজের ইন্দ্রিয়ের সুখ দুঃখ তৃপ্তি অতৃপ্তির কথা বিবেচনা না করে ভগবানের সেবায় নিজেকে সর্বতোভাবে নিয়োজিত করে, যখন তার সমস্ত কর্তব্যকর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় ভগবানের তৃপ্তিসাধন করা, তখন তার সেই কর্তব্যকর্ম ভগবানের সেবায় উৎসর্গীকৃত হয়। তাই সেই সকল কাজকর্মের ভালো অথবা মন্দ কোনোরকম ফলেরই কোনো প্রশ্ন ওঠে না। সেইসব কর্তব্যকর্ম তখন হয়ে ওঠে অপ্রাকৃত কর্ম, এরই নাম বুদ্ধিযোগ। বুদ্ধিযোগকে নিষ্কাম কর্মযোগ বা ভক্তিযোগ নামেও আচার্যরা অভিহিত করে থাকেন।

১৯। **জড় জাগতিক কর্মের ফল ও ভগবৎ সেবার ফলের মধ্যে কি পার্থক্য আছে?**

উঃ জড়দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে সবরকমের জড়জাগতিক প্রচেষ্টা এবং সেই সঙ্গে সমস্ত প্রচেষ্টা লব্ধ ফলের বিনাশ ঘটে কিন্তু ভগবানের সেবায় মানুষ–যে সমস্ত কাজকর্ম করে, তার ফলে সে আবার ভালোভাবে ভগবানের সেবা করার সুযোগ পায়। ভগবানের সেবা কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি কেউ দেহত্যাগ করে তবে পরজন্মে সে আবার সৎকুলে মনুষ্য জন্মলাভ করে তার অসম্পূর্ণ ভগবদ্ভক্তিকে সম্পূর্ণ করে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পায়। জড়জাগতিক স্তরে যে কোনো কাজকর্ম যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ না হয়, ততক্ষণ তার কোনো তাৎপর্য থাকে না। কিন্তু অপ্রাকৃত কর্ম বা ভগবৎ-সেবা

সম্পূর্ণ না হলেও তা বিফলে যায় না। তাই শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলছেন– ভক্তিযোগ অনুশীলন কখনো ব্যর্থ হয় না এবং তার কোনো ক্ষয় নেই। তার স্বল্প অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠাতাকে সংসাররূপ মহাভয় থেকে পরিত্রাণ করে।

২০। মানুষ বিষয়ভোগের বাসনা থেকে কি করে মুক্ত হতে পারে?

উঃ ভগবানের সেবার মাধ্যমে উন্নত রস আস্বাদন করতে পারলেই অতিশয় তুচ্ছ জড়রস আস্বাদনের বাসনাকে পরিত্যাগ করা যায়–রসবর্জ্যং রসোপস্য পরম দ্রষ্টা নিবর্ততে।

২১। জড়-বিষয়ভোগ চিন্তা কিভাবে মনুষ্যের সর্বনাশের কারণ হয়? তা ক্রমান্বয়ে বর্ণনা কর।

উঃ ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহ চিন্তা করলে আসক্তি জন্মে, আসক্তি থেকে কামনার উদয় হয়, কামনা থেকে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, ক্রোধ থেকে সম্মোহ বা পূর্ণমোহ জাত হয়। সম্মোহ থেকে স্মৃতিবিভ্রম ঘটে, স্মৃতিবিভ্রমের ফলে বুদ্ধিনাশ হয়। বুদ্ধিনাশ হওয়ার ফলে জীবের সর্বনাশ হয়। এইভাবে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় চিন্তা করার দ্বারা জীবের সর্বনাশ হয়ে থাকে।

২২। কোন্ কর্ম বন্ধনের কারণ হয় এবং কোন্ কর্ম মুক্তির কারণ হয়?

উঃ যদি কর্তব্যকর্ম ভগবানের সন্তুষ্টির জন্য করা হয়, তাহলে সেই কর্ম দ্বারা জীব জড়বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। অন্যথায় কর্ম জীবকে জড়জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে অর্থাৎ শাস্ত্র নিয়মকে অবমাননা করে যে কর্ম নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য করা হয় সেই কর্ম জীবের বন্ধনের কারণ হয়।

২৩। ভগবানকে খাদ্যদ্রব্য নিবেদন করে এবং নিবেদন না করে ভোজন করার মধ্যে কি পার্থক্য আছে?

উঃ ভগবানকে নিবেদন করে আহার করার ফলে ভক্তরা পাপমুক্ত হ'ন। কিন্তু যে স্বার্থপর মানুষ নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য অন্ন পাক করে ভগবানকে নিবেদন না করে ভোজন করে সে শুধুমাত্র পাপ ভোজন করে।

২৪। যজ্ঞ বলতে কি বোঝায়?

উঃ যজ্ঞ বলতে ভগবান বিষ্ণুকেই বোঝায়। বেদে বলা হয়েছে–'যজ্ঞ বৈ বিষ্ণুঃ' ভগবানের তুষ্টি বিধানের জন্য কার্যকেই যজ্ঞ বলা হয়।

২৫। মানুষের জীবন ধারণের জন্য যজ্ঞ করার প্রয়োজনীয়তা কি?

উঃ প্রাণীগণ জীবনধারণের জন্য অন্নগ্রহণ করে। অন্ন উৎপন্ন হয় বৃষ্টি হওয়ার ফলে, বৃষ্টি হয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে। যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় শাস্ত্র বিধি অনুসারে। তাই মানুষের জীবন ধারণ করার জন্য যজ্ঞ করা প্রয়োজন।

২৬। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই ত্রিজগতে কোনো কর্তব্য নেই, তাঁর কোনো কিছু অপ্রাপ্ত নেই এবং প্রাপ্তব্যও নেই; তবুও তিনি কেন কর্ম করেন?

উঃ ভগবান কর্ম না করলে তাঁর অনুবর্তী হয়ে সমস্ত মানুষ কর্ম ত্যাগ করবে – এইভাবে তারা উচ্ছন্নে যাবে। সেজন্য তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভগবান স্বয়ং কর্ম করে থাকেন।

২৭। মানুষ সব সময় অহংকারবশতঃ সব কার্যের নিজেকে কর্তা বলে মনে করে কিন্তু আসলে সমস্ত কার্য কার প্রভাবে সংঘটিত হয়?

উঃ জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা সমস্ত কার্য সম্পাদিত হয়। কিন্তু মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীব প্রাকৃত অহংকারবশতঃ নিজেকে কর্তা বলে মনে করে।

২৮। মানুষ কেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়?

উঃ রজোগুণ থেকে কামের উদ্ভব হয় কামনার অতৃপ্তিতে ক্রোধের উৎপত্তি হয় এইভাবে কামই মানুষকে পাপাচরণে প্রবৃত্ত করায়।

২৯। কাম কিভাবে জীবের চেতনাকে বা জ্ঞানকে আবৃত করে রাখে?

উঃ অগ্নি যেভাবে ধুমের দ্বারা আবৃত থাকে, দর্পণ যেভাবে ময়লার দ্বারা আবৃত থাকে বা গর্ভ যেভাবে জরায়ুর দ্বারা আবৃত থাকে, ঠিক সেভাবে জীবের চেতনা বিভিন্ন মাত্রায় কামের দ্বারা আবৃত থাকে।

৩০। প্রাণীদের মধ্যে কামের আশ্রয়স্থল কোথায়?

উঃ কাম প্রাণীদের মধ্যে তাদের ইন্দ্রিয়সমূহ, মন এবং বুদ্ধিকে আশ্রয় করে থাকে।

৩১। স্থূল জড় পদার্থ থেকে আত্মার শ্রেষ্ঠতা ক্রমান্বয়ে বর্ণনা কর।

উঃ স্থূল জড় পদার্থ বা দেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলি, ইন্দ্রিয় থেকে শ্রেষ্ঠ মন, মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি এবং বুদ্ধির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হচ্ছে আত্মা।

৩২। কামকে কিভাবে জয় করা যায়?

উঃ নিজেকে জড় ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধির অতীত আত্মা জেনে চিৎ-শক্তির দ্বারা নিকৃষ্ট বৃত্তিকে সংযত করার দ্বারা কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে জয় করা যায়।

৩৩। ভগবদ্গীতার জ্ঞান কিভাবে পরম্পরাক্রমে প্রচলিত ছিল?

উঃ সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জ্ঞান সূর্যদেব বিবস্বানকে দিয়েছিলেন, বিবস্বান মনুকে বলেছিলেন, মনু ইক্ষাকুকে বলেছিলেন- এইভাবে পরম্পরা ক্রমে রাজর্ষিরা এই পরমবিজ্ঞান লাভ করেছিলেন।

৩৪। অর্জুনের মধ্যে কি যোগ্যতা ছিল যার ফলে সে ভগবদ্বিজ্ঞানের অতি গুঢ়-রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন?

উঃ অর্জুনের প্রধান যোগ্যতা হল– তিনি ছিলেন ভগবানের ভক্ত ও সখা। তাই তিনি এই রহস্যময় বিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন।

৩৫। কিছু বৎসর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছে– তবে শ্রীকৃষ্ণ কি করে সৃষ্টির প্রারম্ভে সূর্যদেব বিবস্বানকে এই জ্ঞান প্রদান করেছিলেন?

উঃ লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সূর্যদেব বিবস্বানকে ভগবদ্গীতা জানান, তখন অর্জুনও কোনো অন্যরূপে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে অজুনের পার্থক্য হচ্ছে যে অর্জুন তা ভুলে গেছেন কিন্তু ভগবান ভুলেন নি।

৩৬। ভগবান 'অজ' অর্থাৎ জন্ম-রহিত, তবে তিনি কিভাবে বারংবার জন্ম গ্রহণ করেন?

উঃ ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিকে আশ্রয় করে স্বীয় মায়ার দ্বারা তাঁর আদি চিন্ময়রূপে যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। জীব কর্মফল ভোগ করতে বাধ্য হয়ে, নির্দিষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু ভগবান তাঁর নিজ ইচ্ছায় স্বজ্ঞানে তাঁর চিন্ময়রূপে অবতীর্ণ হন বা আবির্ভূত হন। তাঁর শরীরের সৃষ্টি হয় না বরং তাঁর দিব্য শরীরের এই জগতে আবির্ভাব হয়।

৩৭। ভগবান কখন এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন?

উঃ যখন ধর্মের পতন হয় ও অর্ধমের অভ্যুথান হয় তখন ভগবান এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন।

৩৮। ভগবান কেন অবতীর্ণ হন?

উঃ সাধুদের পরিত্রাণ করবার জন্য, দুষ্কৃতদের বিনাশ করবার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপন করবার জন্য ভগবান যুগে যুগে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন।

৩৯। যে মানুষদের জড় কামনা বাসনা আছে তারা তাদের অভীষ্ট সাধনের জন্য কার পূজা করেন?

উঃ অতি শীঘ্র ফল লাভ করার জন্য সকাম কর্মে আসক্ত মানুষ বিভিন্ন দেব-দেবীদের উপাসনা করে থাকেন।

৪০। ভগবান কিসের উপর ভিত্তি করে চার প্রকারের বর্ণ সৃষ্টি করেছেন?

উঃ ভগবান গুণ ও কর্ম অনুসারে মানব সমাজে চারটি বর্ণ বিভাগ সৃষ্টি করেছেন। যারা সত্ত্ব গুণে প্রভাবিত তারা ব্রাহ্মণ, যারা রজোগুণে প্রভাবিত তারা ক্ষত্রিয়, যারা রজো এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত তাঁরা বৈশ্য এবং যারা তমোগুণে বেশী প্রভাবিত তারা শূদ্র।

৪১। তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় কি?

উঃ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে হলে তাকে এক তত্ত্বদ্রষ্টা সদ্গুরুর শরণাপন্ন হতে হবে এবং এই প্রকার তত্ত্বদ্রষ্টা গুরুদেবকে বিনম্রচিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং অকৃত্রিম সেবায় তাঁকে সন্তুষ্ট করে-তাঁর কাছ থেকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়।

৪২। যারা শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাদের কি গতি হয়? শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিরই বা কি গতি?

উঃ শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি চিন্ময় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। সেই দিব্যজ্ঞান লাভ করে তিনি অচিরেই পরাশান্তি প্রাপ্ত হন। কিন্তু শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি সংশয়হেতু ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে না পেরে বিনষ্ট হন। এই প্রকার সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি ইহলোক বা পরলোক কোথাও সুখলাভ করতে পারে না।

৪৩। সমস্ত জীবের প্রতি যথার্থ পণ্ডিত ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি কিরূপ?

উঃ যথার্থ পণ্ডিত ব্যক্তি বিদ্যাবিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তি, কুকুর ও চণ্ডাল-সকলের প্রতি সমদর্শী হয়ে থাকেন।

৪৪। বুদ্ধিমান বিবেকী ব্যক্তি জড়সুখের প্রতি আগ্রহী নন কেন?

উঃ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগজনিত যে জড় সুখ-ভোগ তা দুঃখের কারণ বা উৎস। এই জড় সুখভোগের উৎপত্তি হয় এবং লয় হয়। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির জড়সুখের দ্বারা প্রীত হন না।

৪৫। ভগবদ্গীতায় বর্ণিত শান্তি সূত্রটি কি?

উঃ ভগবদ্গীতায় বর্ণিত শান্তি সূত্রের প্রথমাংশ হ'ল-ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ, সমস্ত লোকের মহেশ্বর এবং তৃতীয়টি হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জীবের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। এই তিনটি বিষয় জানতে পারলে জড় জগতের দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্তিলাভ করে মনুষ্য যথার্থ শান্তি প্রাপ্ত হতে পারবে।

৪৬। যোগারুরুক্ষ এবং যোগারূঢ় অবস্থা কাকে বলে?

উঃ ভগবানের সাথে যুক্ত হওয়ার পন্থাকে বলে যোগ। যে যোগরূপ সিঁড়ির সাহায্যে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করা যায়, সেই যোগরূপ সিঁড়ির প্রথম সোপানকে যোগারুরুক্ষ অবস্থা বলে (অর্থাৎ যারা আরোহন করতে ইচ্ছুক) এবং সর্বোচ্চ সোপানকে যোগারূঢ় অবস্থা বলা হয়।

৪৭। মন কার বন্ধু এবং কার শত্রুরূপে কাজ করে?

উঃ যে তার মনকে জয় করে নিজের বশীভূত করে রেখেছে তার মন তার পরম বন্ধুরূপে কাজ করে, কিন্তু যে মনকে জয় না করতে পেরে মনের বশীভূত হয়েছে, তার মন শত্রুরূপে কাজ করে।

৪৮। যথার্থ যোগারূঢ় ব্যক্তির লক্ষণ কি?

উঃ যে যোগী শাস্ত্রজ্ঞান এবং তত্ত্ব অনুভূতিতে পরিতৃপ্ত, যিনি শীত-উষ্ণ আদি দ্বন্দ্বে নির্বিকার, জিতেন্দ্রিয় এবং মাটি, প্রস্তর ও সুবর্ণে সমদর্শী, তিনি যোগারূঢ় বলে কথিত হ'ন।

৪৯। কার পক্ষে যোগী হওয়া সম্ভব নয়?

উঃ যারা অধিক ভোজন করে, নিতান্ত নিরাহারে থাকে, এবং অধিক নিদ্রাপ্রিয় বা নিদ্রাশূন্য তাদের পক্ষে যোগী হওয়া সম্ভব নয়।

৫০। যোগীর কোন অবস্থাকে সমাধি বা যোগযুক্ত অবস্থা বলা হয়?

উঃ যোগী যখন যোগানুশীলন দ্বারা তার চিত্তবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করে সমস্ত জড়কামনা থেকে মুক্ত হয়ে আত্মাতে-অবস্থান করেন, তখন তার সেই অবস্থাকে যোগযুক্ত বা যোগ সমাধি অবস্থা বলে।

৫১। কোনো যোগী যদি যোগপথ থেকে চ্যুত হয়ে সিদ্ধিলাভ না করতে পারে, তবে তার কি গতি হয়?

উঃ এই প্রকার শুভ অনুষ্ঠানকারী পারমার্থবাদীর ইহলোক এবং পরলোকে কোনো দুর্গতি হয় না। এই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পূণ্যবানদের প্রাপ্য স্বর্গাদি লোকসকলে বহুকাল বাস করার পর এই ধরাধামে কোনো সদাচারী ব্রাহ্মণদের গৃহে অথবা শ্রী-সম্পন্ন ধনী বণিকদের গৃহে অথবা জ্ঞানবান যোগীদের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সেই প্রকার জন্মগ্রহণ করার ফলে তিনি পুনরায় তার পূর্ব্বজন্মকৃত পারমার্থিক চেতনায় সিদ্ধিলাভের জন্য যত্নবান হ'ন। তিনি এইভাবে পূর্বজন্মের অভ্যাসবশতঃ যোগসাধনের প্রতি আকৃষ্ট হন। সেই যোগী এই জন্মে পূর্বজন্মকৃত যত্ন অপেক্ষা অধিকতর যত্ন করে। সাধন করেন এ পাপমুক্ত হয়ে পূর্ব পূর্ব জন্মের সাধন সঞ্চিত সংস্কার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করে, পরম গতি প্রাপ্ত হ'ন।

৫২। সমস্ত প্রকার যোগীদের মধ্যে কোন যোগী শ্রেষ্ঠ?

উঃ সমস্ত প্রকার যোগীদের মধ্যে যিনি শ্রদ্ধা সহকারে 'মদ্গত চিত্তে' অর্থাৎ কৃষ্ণগতচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেতেই আসক্ত হয়ে অন্তরে সবসময় তাঁর কথা চিন্তা করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন তিনি শ্রেষ্ঠ যোগী। তিনি সব থেকে অন্তরঙ্গ ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকেন।

৫৩। ভগবানের ভিন্না জড়া প্রকৃতি বা অপরা প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান গুলি কি?

উঃ জড়া প্রকৃতির আটটি বিভিন্ন উপাদান হচ্ছে–

(১) ভূমি, (২) জল, (৩) বায়ু, (৪) অগ্নি, (৫) আকাশ, (৫) মন, (৭) বুদ্ধি ও (৮) অহংকার।

৫৪। ভগবানের উৎকৃষ্টা পরা প্রকৃতি বলতে কাকে বোঝায়?

উঃ ভগবানের পরা প্রকৃতি হচ্ছে চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা। সেই শক্তি থেকে সমস্ত জীব নিঃসৃত হয়েছে। এবং ঐ পরাপ্রকৃতিই জড়জগৎকে ধারণ করে আছে।

৫৫। শ্রীকৃষ্ণ থেকে আরো কোনো শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব আছে কি?

উঃ শ্রীকৃষ্ণ থেকে শ্রেষ্ঠতর আর কোনো তত্ত্ব নেই। সবকিছু তাঁকে আশ্রয় করে আছে। ঠিক যেভাবে একটি মণির হারে সমস্ত মণিগুলি একটি সূত্রকে আশ্রয় করে থাকে। সাধারণ মানুষ মণির হারটি দর্শন করতে পারে; কিন্তু তার মধ্যে সূত্রটি দর্শন করতে পারে না। ঠিক তদ্রূপ সাধারণ মানুষ জগৎটি দর্শন করতে পারে কিন্তু জগত যাঁকে আশ্রয় করে আছে সেই ভগবানকে বুঝতে পারে না।

৫৬। কিভাবে ভগবান তাঁর শক্তির প্রভাবে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন?

উঃ ভগবান হচ্ছেন জলের স্বাদ বা রস, চন্দ্র ও সূর্যের প্রভাব, সর্ববেদে প্রণব, আকাশের শব্দ, মানুষের পৌরুষ, পৃথিবীর পবিত্র গন্ধ, অগ্নির তেজ, সর্বভূতের জীবন, তপস্বীদের তপ, স্থাবর জঙ্গম সমস্তভূতের সনাতন কারণ, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, বলবানের কাম ও রাগ বিবর্জিত বল, প্রাণীগণের ধর্ম অবিরোধী কাম, প্রাণীগণের সমস্ত সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবের উৎস।

৫৭। ভগবানের ত্রিগুণময়ী মায়ার দ্বারা জীব আবদ্ধ; সেই দুরতিক্রম্য মায়াকে কিভাবে অতিক্রম করা যায়?

উঃ ভগবানের চরণে প্রপত্তি করলে অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করলে তাঁর এই ত্রিগুণময়ী দুরতিক্রমনীয় মায়ার প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

৫৮। কারা ভগবানের শরণাগত হন না?

উঃ চার প্রকারের দুষ্কৃতিকারী ব্যক্তিরা ভগবানের শরণাপন্ন হ'য় না। তাঁরা হচ্ছে মূঢ়, নরাধম, মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে এবং যারা আসুরিক ভাবাপন্ন।

৫৯। কোন চার প্রকারের সুকৃতিবান ব্যক্তি ভগবানের ভজনা করেন?

উঃ আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী– এই চার প্রকারের সুকৃতিবান ব্যক্তি ভগবানের ভজনা করেন।

৬০। চারপ্রকারের সুকৃতিবান ভক্তদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?

উঃ চার প্রকার ভক্তদের মধ্যে নিত্যযুক্ত ভগবানে একনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ।

৬১। তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য যারা ভগবানের ভক্ত হয়েছেন তাদের গতি কি হয়?

উঃ তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি বহুজন্মের পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত কারণের পরম কারণ জেনে তাঁর শরণাগত হন।

৬২। কোন শ্রেণীর মানুষেরা দেবদেবীর উপাসনা করেন?

উঃ যে সমস্ত মানুষদের মন জড় কামনা বাসনার দ্বারা বিকৃত হয়েছে তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করে অন্য দেব-দেবীর শরণাগত হন। ভগবান সকলের হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে অবস্থান করেন। তিনি তাদের ইচ্ছানুযায়ী সেই সেই দেবতাদের প্রতি ভক্তি সঞ্চার করেন।

৬৩। দেব-দেবীর উপাসনার মাধ্যমে সেই উপাসকরা যে ফল প্রাপ্ত হন, সেই কাম্য বস্তু মূলতঃ কে প্রদান করে থাকেন?

উঃ দেবপূজকেরা দেবতাদের কাছ থেকে যে ফল প্রাপ্ত হ'ন সে সমস্ত ফল দেবতারা ভগবানের কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়ে তাদের উপাসকদের প্রদান করে থাকেন।

৬৪। যারা দেবদেবীদের উপাসনা করে তাদেরকে অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন বলা হয়েছে কেন?

উঃ দেবতাদের উপাসকরা যে ফল প্রাপ্ত হন তা অস্থায়ী, তারা তাদের আরাধ্য দেবলোকে যান, যার স্থিতিও অনিত্য, বিনাশশীল। তাই তাদেরকে ভগবান অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন বলেছেন।

৬৫। নির্বিশেষ বা নিরাকারবাদীদের বুদ্ধিহীন কেন বলা হয়েছে?

উঃ নির্বিশেষবাদীরা মনে করেন যে ভগবান নির্বিশেষ বা নিরাকার রূপ থেকে সবিশেষ বা সাকার রূপ পরিগ্রহ করেছেন। তারা ভগবানের নিত্য অব্যক্ত এবং পরম ভাব সম্বন্ধে অবগত নন। তাই তাদেরকে বুদ্ধিহীন বলে বলা হয়েছে।

৬৬। সমস্ত মানুষেরা কেন ভগবানকে জানতে পারে না?

উঃ যেহেতু ভগবান অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন দেব উপাসক এবং বুদ্ধিহীন নির্বিশেষবাদী লোকেদের কাছে নিজেকে স্বীয় অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার দ্বারা আবৃত করে রাখেন। তাই জন্মমৃত্যু-রহিত তাঁর অব্যয় শরীরকে সবাই জানতে পারে না।

৬৭। ব্রহ্ম কি?

উঃ নিত্য বিনাশরহিত জীব হচ্ছে ব্রহ্ম।

৬৮। অধ্যাত্ম কি?

উঃ আত্মার স্বভাবকে বা নিত্য প্রকৃতিকে অধ্যাত্ম বলে।

৬৯। কর্ম কি?

উঃ জীবসত্তা যখন জড়জাগতিক ভাবনায় আবিষ্ট হয়, তখন তার সেই জড়চেতনার প্রভাবে তার নানাবিধ জড়দেহ সৃষ্টি হতে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় কর্ম, যা 'সেবা'-র বিপরীত। 'সেবা' অপ্রাকৃত, 'কর্ম' জড় অস্তিত্বকে দীর্ঘায়িত করে।

৭০। অধিভূত কি?

উঃ নশ্বর বা নিয়ত পরিবর্তনশীল জড়া প্রকৃতিকে অধিভূত বলে।

৭১। অধিদৈব কাকে বলে?

উঃ চন্দ্র সূর্য-আদি সমস্ত দেবতাদের অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ সমস্ত দেবতাদের সমষ্টিরূপ বিরাট পুরুষকে অধিদৈব বলে।

৭২। জীবদেহে অধিযজ্ঞ কে? কিরূপে তিনি দেহে অবস্থান করেন?

উঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অধিযজ্ঞ। তিনি প্রতিটি জীবের শরীরে অন্তর্যামী পুরুষ বা পরমাত্মারূপে অবস্থান করেন।

৭৩। কিভাবে মৃত্যু হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়া যাবে এবং কেন?

উঃ মৃত্যুর সময় ভগবানকে স্মরণ করে শরীর ত্যাগ করলে অবশ্যই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যাবে। কেননা মৃত্যুর সময় যে যেভাবে স্মরণ করে তার দেহত্যাগ করে সে সেইভাবে ভাবিত তত্ত্বকে লাভ করে থাকে।

৭৪। মৃত্যুর সময় ভগবানকে স্মরণ করলেই যদি তার ভাবকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে সারা জীবন সাধন করার কি প্রয়োজন?

উঃ মৃত্যু যে কোনো সময় আসতে পারে। সারা জীবন সাধন ভজন করে ভগবানকে স্মরণ করতে অভ্যাস করতে হয়। তাহলে মৃত্যুর সময় ভগবানকে স্মরণ করতে পারা যাবে।

৭৫। সব সময় কি শুধু ভগবানের চিন্তা করতে হবে?

উঃ সবসময় ভগবানের স্মরণ করে তাঁর উদ্দেশ্যেই কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করা উচিত।

৭৬। কি করলে পুনর্বার এই দুঃখময় অনিত্য সংসারে আসতে হবে না?

উঃ ভগবানকে লাভ করে তার ধামে যেতে পারলে পুনর্বার এই দুঃখময় অনিত্য জগতে ফিরে আসতে হবে না।

৭৭। কোন্ সময় দেহত্যাগ করলে এই জড় জগতে আর ফিরে আসতে হয় না? এবং কোন সময়ে দেহত্যাগ করলে পুনর্বার ফিরে আসতে হয়?

উঃ অগ্নি, জ্যোতি, শুক্লপক্ষ, শুভদিন ও উত্তরায়নে দেহত্যাগ করলে জীব ব্রহ্মলাভ করে এবং আর এই জগতে ফিরে আসে না। কিন্তু ধুম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়নের ছয় মাসের মধ্যে দেহত্যাগ করলে জীবের মর্ত্যলোকে পুনর্জন্ম হয়ে থাকে।

৭৮। ভগবানের ভক্তরা কোন সময় দেহত্যাগ করে ভগবানকে প্রাপ্ত হন?

উঃ ভক্তরা সবসময় ভক্তিযোগ অবলম্বন করে, কৃষ্ণচেতনায় মগ্ন থাকেন। তাই যে কোনো সময় দেহত্যাগ করলেও তারা দেহত্যাগের পর ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হ'ন।

৭৯। এমন কি একটি উপায় আছে যার ফলে বেদপাঠ, যজ্ঞ, তপস্যা, দান আদি সবকিছুর ফল প্রাপ্ত হতে পারা যায়?

উঃ ভক্তিযোগ অবলম্বন করলে বেদপাঠ, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা, দান আদি যতপ্রকার জ্ঞান ও কর্ম আছে সমস্ত কিছুর ফল লাভ করা যায় এবং আদি ও পরম ধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৮০। কারা ভগবানকে অবজ্ঞা করেন ও কেন?

উঃ মুর্খ মানুষেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ মানুষ জ্ঞান করে অবজ্ঞা করে। কেননা তারা ভগবানের পরমভাব সম্বন্ধে অবগত নয় এবং শ্রীকৃষ্ণ যে সর্বভূতের মহেশ্বর তা জানে না।

৮১। ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তি বিশ্বচরাচর সৃষ্টির একমাত্র কারণ। কিন্তু কার অধ্যক্ষতায়?

উঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অধ্যক্ষতায় তাঁর ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তি এই চরাচর জগতের সৃষ্টি করে থাকেন।

৮২। যারা মোহবশতঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ মানুষজ্ঞানে অবজ্ঞা করেন তাদের কি গতি হয়?

উঃ এইরূপ রাক্ষসী ও আসুরিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের মুক্তিলাভের আশা, তাদের সকাম কর্ম এবং জ্ঞানলাভের প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

৮৩। যারা বেদবিহিত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে তার পুণ্যফল স্বরূপ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হ'ন তাদের গতি কি হয়?

উঃ তারা বিপুল ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ স্বর্গলোক উপভোগ করে পুণ্যক্ষয় হলে আবার মর্ত্যলোকে ফিরে আসে।

৮৪। অনন্যভাবে ভগবানের চিন্তায় মগ্ন হয়ে যাঁরা তার উপাসনা করেন, ভগবান তাদের জন্য কি করেন?

উঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের সমস্ত অভাব পূর্ণ করেন। ও তাদের প্রাপ্ত বস্তুর সুরক্ষা করেন।

৮৫। ভক্তিপূর্বক যে কোনো দেবতার পূজা করার দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা হয় কি?

উঃ হ্যাঁ, ভক্তিপূর্বক অন্যদেবতাদের পূজা করলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা হয়, কিন্তু তা অবিধিপূর্বক পূজা বলে ভগবান স্বয়ং অভিহিত করেছেন।

৮৬। যে কোনো দেবতার পূজা করলে একই গতি অর্থাৎ ভগবানকে লাভ করা যায় কি?

উঃ না। যে কোনো দেবতাকে পূজা করে একই গতি বা ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যারা দেবতাদের উপাসনা করেন তারা দেবলোক প্রাপ্ত হ'ন। ভূত প্রেতাদির উপাসকেরা ভূতলোকে গমন করেন এবং পিতৃপুরুষের উপাসকেরা অনিত্য পিতৃলোক লাভ করে থাকেন। কিন্তু যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন তিনি তাঁকে লাভ করে তাঁর ধামে গমন করেন।

৮৭। শ্রীকৃষ্ণকে মাছ, মাংস ইত্যাদি ভোগ নিবেদন করা হয় না কেন?

উঃ শ্রীকৃষ্ণ এইসব অবাঞ্ছিত বা প্রতিকূল পদার্থ গ্রহণ করেন না। কেউ যদি তাঁকে ভক্তিসহকারে পত্র, পুষ্প, ফল, জল অর্পণ করে তিনি তা গ্রহণ করেন। তাই শ্রীকৃষ্ণকে শাক, সব্জি, ফল, দুধ, জল ইত্যাদি সাত্ত্বিক পদার্থ নিবেদন করা হয়।

৮৮। কিভাবে কর্ম করেও কর্মের শুভ ও অশুভ ফল থেকে মুক্ত হয়ে কর্মবন্ধন থেকে নিস্তার লাভ করা যাবে?

উঃ যা কর্ম করা হয়, যা আহার করা হয়, যা পূজা করা হয়, যা দান করা হয়, যা তপস্যা করা হয় সে সমস্ত কর্মের ফল ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করলে কর্মের শুভ ও অশুভ ফল থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। ফলতঃ কর্মবন্ধন থেকে এভাবে নিস্তার লাভ করা যাবে।

৮৯। ভগবান কেন তার সৃষ্ট সমস্ত জীবের প্রতি সমভাবাপন্ন নন? তাহলে কেউ সুখে কেউ দুঃখে থাকে কেন? ভগবান তাঁর ভক্তের পক্ষ গ্রহণ করেন কেন?

উঃ ভগবান সমস্ত জীবকে সমান দৃষ্টিতে দেখেন। তার অর্থ হচ্ছে প্রত্যেকটি জীবের কর্ম অনুসারে যথাযোগ্য ফল তিনি তাকে প্রদান করে থাকেন। ভগবানের কেউ প্রিয় নয় বা অপ্রিয় নয়। কিন্তু যারা ভক্তি সহকারে ভগবানের উপাসনা করেন তারা ভগবানের কাছে বিশেষভাবে প্রিয়। কেননা সেই ভজনশীল জীব-সকল ভগবানে অবস্থান করেন এবং ভগবান সেই জীবদের হৃদয়ে বাস করেন।

৯০। অনন্য ভক্তিসহকারে ভজনকারী ব্যক্তি যদি পূর্ব সংস্কারের ফলে ভুলবশতঃ দুরাচার কর্মে প্রবৃত্ত হয় তাহলে তার কি গতি হবে?

উঃ এই প্রকারের মানুষকেও সাধু বলে মনে করতে হবে কেননা তিনি যথার্থ মার্গে, অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তির মার্গে অবস্থিত আছেন। সাময়িক ভ্রান্তি সত্ত্বেও ভগবানের কৃপার প্রভাবে তিনি শীঘ্রই ধর্মাত্মায় পরিণত হন এবং শান্তিলাভ করেন। তিনি ভক্ত, তাই তার কখনো বিনাশ হবে না।

৯১। শ্রীকৃষ্ণ কাদেরকে সর্বাবস্থায় সর্বপ্রতিকূলতা থেকে রক্ষার প্রতিজ্ঞা করেছেন?

উঃ তাঁর অনন্যচিত্ত ভক্তের।

৯২। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় সমস্ত কিছু নিজে ঘোষণা করেছেন, কিন্তু 'তাঁর ভক্তের বিনাশ হয় না'– এই কথাটি অর্জুনকে ঘোষণা করতে বলেছেন কেন?

উঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তের কখনো বিনাশ হয় না – এই ঘোষণাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কখনো কখনো তার ভক্তের স্নেহেতে নিজের কথা নাও রাখতে পারেন কিন্তু ভক্তের কথা সব সময় রক্ষা করে থাকেন। তাই তাৎপর্যপূর্ণ এই প্রতিজ্ঞা যে – 'তাঁর ভক্তের কখনো বিনাশ হয় না' – এটি তার ভক্ত অর্জুনের মুখ থেকে তিনি প্রকাশ করাতে চান। যার ফলে সারা জগৎ অর্জুনের ঘোষণাকে বিশ্বাস করবে এবং তাঁর শুদ্ধভক্ত অর্জুনের মুখ থেকে এই কথাটি প্রকাশ হলে কথা রক্ষা করবার জন্যে তিনি অবশ্যই তার ভক্তকে বিপদে রক্ষা করবেন।

৯৩। কি পথ অনুসরণ করলে সবথেকে নিচু শ্রেণীর মানুষও পরমগতি লাভ করে ভগবানকে প্রাপ্ত হতে পারবে?

উঃ অনন্যভক্তির দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষভাবে আশ্রয় করলে অন্ত্যজ, ম্লেচ্ছগণ ও বেশ্যাদী পতিতা স্ত্রী লোকেরা ও বৈশ্য, শুদ্রআদি মানুষেরা পর্যন্ত অবিলম্বে পরমগতি ভগবানকে লাভ করতে পারবেন।

৯৪। কেন কোন দেবতা এবং মহর্ষিরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন না?

উঃ যেহেতু ভগবান এইসমস্ত মহর্ষি এবং দেবতাদের আবির্ভাবের আগে থেকেই আছেন এবং তিনি সবাইয়ের সৃষ্টির আদিকারণ তাই দেবতারা এবং মহর্ষিরা ভগবানের উৎপত্তি সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন না।

৯৫। এই জগতের সমস্ত জীবজন্তু – আদি প্রজা কে সৃষ্টি করেছেন?

উঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে (শ্রীকৃষ্ণের বিস্তার গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে) ব্রহ্মা সৃষ্ট হয়েছেন, ব্রহ্মার মন থেকে চারজন কুমার – চতুষ্কুমার, সপ্তমহর্ষি ও চতুর্দশ মনু – এইভাবে ২৫ জন সৃষ্ট হ'ন। এই ২৫ জন জগতের স্থাবর, জঙ্গম ও সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করেছেন।

৯৬। যাদের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত এবং ভগবান ব্যতিরেকে প্রাণধারণে অসমর্থ তারা কিসে তুষ্ট হ'ন এবং আনন্দ লাভ করেন? অর্থাৎ ভগবানের শুদ্ধভক্তরা কিসেতে পরম আনন্দ লাভ করেন?

উঃ যারা ভগবানে সমস্ত চিত্ত প্রাণ সমর্পণ করেছেন – সেইরূপ ভগবদ্‌ভক্তরা পরস্পরের মধ্যে ভগবানের কথা আলোচনা করে এবং ভগবান সম্বন্ধে পরস্পরকে বুঝিয়ে পরম সন্তোষ ও অপ্রাকৃত আনন্দলাভ করেন।

৯৭। ভগবান কাকে সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন যে বুদ্ধি লাভ করলে জীব ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারবে?

উঃ যারা নিত্য ভক্তিযোগ দ্বারা প্রীতিপূর্বক ভগবানের সেবা করছেন তাদেরকে ভগবান শুদ্ধজ্ঞানজনিত বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন, যা লাভ করে তারা ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারবেন।'

৯৮। ভগবদ্‌গীতার মুখ্য চারটি শ্লোকের (গীতা ১০/৮, ৯, ১০, ১১) মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখে তাঁর স্বরূপ শোনার পর অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব কি মত পোষণ করেছিলেন?

উঃ অর্জুন বলেছিলেন শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম ব্রহ্ম, পরম পুরুষ, পরম ধাম (অর্থাৎ সবকিছুর পরম আশ্রয়স্থল) পরম পবিত্র, দিব্য, নিত্য, আদিদেব, অজ এবং বিভু। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যা বলেছিলেন অর্জুন তা সমস্ত কিছু সত্য বলে মনে করেছিলেন।

৯৯। বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে কোন্‌টি আসল, যে উপায় অবলম্বন করলে ভগবানকে জানা যাবে এবং তাঁকে সাক্ষাৎ দর্শন করে তাঁর ধামে ফিরে যাওয়া যাবে?

উঃ অনন্য ভক্তির দ্বারা কেবল ভগবানকে জানা যায় এবং তাঁকে স্বরূপতঃ প্রত্যক্ষ করা যায় এবং তাঁর চিন্ময় ধামে প্রবেশ করা যায়।

১০০। যারা ভক্তিযুক্ত হয়ে সমাহিত চিত্তে সাকার ব্রহ্মের আরাধনা করে এবং যারা নিরাকার অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনা করে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

উঃ যারা ভগবানের সবিশেষ রূপে মনকে নিবিষ্ট করে অপ্রাকৃত ভক্তিসহকারে নিরন্তর ভগবানের উপাসনা করেন তারাই শ্রেষ্ঠ যোগী।

১০১। সংযত ইন্দ্রিয় ও সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন হয়ে যারা ভগবানের নিরাকার অব্যক্ত স্বরূপকে উপাসনা করেন তারা কি ফল প্রাপ্ত হন?

উঃ নিরাকার স্বরূপকে উপাসনা করে যাদের মন ভগবানের এই প্রকার অব্যক্ত নির্বিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত তাদের পক্ষে পারমার্থিক উন্নতি করা অত্যন্ত কষ্টকর। কারণ দেহধারী মানুষের পক্ষে অব্যক্ত উপাসনা করা খুবই দুঃখদায়ক।

১০২। ভগবান কাদেরকে মৃত্যুময় সংসার থেকে উদ্ধার করে থাকেন?

উঃ যারা সমস্ত কর্ম ভগবানকে সমর্পণ করে ভগবৎপরায়ণ হয়ে অনন্য ভক্তিতে তাঁর উপাসনা করেন, ভগবান সেই সমস্ত ভক্তদেরকে মৃত্যুময় সংসার থেকে অচিরেই উদ্ধার করে থাকেন।

১০৩। যারা স্থিরভাবে ভগবানে চিত্ত সমাহিত করে ধ্যান করতে সক্ষম নন, তাদের কর্তব্য কি?

উঃ তারা অভ্যাস যোগের দ্বারা বৈধি ভক্তি অবলম্বন পূর্বক নীতিনিয়ম পালন করে ভগবানকে লাভ করার জন্য চেষ্টা করবে।

১০৪। যারা অভ্যাস যোগ দ্বারা বিধিনিয়ম পালনে অসমর্থ হ'ন তাদের কর্তব্য কি?

উঃ বিধিনিয়ম পালন না করতে পারলে ভগবানের জন্য কর্ম করলেও তার ফলে সিদ্ধিলাভ হবে।

১০৫। যারা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের জন্য সেবাকর্ম করতে পারে না তাদের কর্তব্য কি?

উঃ ভগবানের জন্য প্রত্যাক্ষভাবে সেবা করতে না পারলে সংযত চিত্তে কর্ম করে তার ফল ভগবানকে অর্পণ করে কর্মফল ত্যাগ করতে হবে। তাতে তার সুফল লাভ হবে।

১০৬। ভগবানের প্রিয়ভক্তের স্বভাব বা লক্ষণ কি?

উঃ ভগবানের প্রিয়ভক্ত (১) সমস্ত জীবের প্রতি দ্বেষশূন্য, (২) সকল জীবের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন, (৩) দয়ালু, (৪) মমত্ববুদ্ধিশূন্য, (৫) নিরহঙ্কার, (৬) সুখে ও দুঃখে সমভাবাপন্ন, (৭) ক্ষমাশীল, (৮) সর্বদা সন্তুষ্ট, (৯) সর্বদা ভক্তিযোগে যুক্ত, (১০) সংযত-স্বভাব, (১১) তত্ত্ববিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয়, (১২) মন ও বুদ্ধি সর্বদা ভগবানে অর্পিত, (১৩) ভক্তের কাছ থেকে কেউ উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না, (১৪) ভক্ত কারো দ্বারা উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না, (১৫) ভক্ত হর্ষ, বিষাদ ও ভয় থেকে মুক্ত, (১৬) জড় বিষয়ে নিস্পৃহ, (১৭) শুচি, (১৮) দক্ষ, (১৯) পক্ষপাত শূন্য, (২০) ভয়হীন। (২১) সকাম কর্মের অনুষ্ঠান ত্যাগী, (২২) আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রাপ্তিতে হৃষ্ট হ'ন না, (২৩) অনিষ্ট প্রাপ্তিতে দ্বেষ করেন না, (২৪) প্রিয়ের বিয়োগে শোক করেন না, (২৫) অপ্রাপ্ত ইষ্ট বস্তু আকাঙ্ক্ষা করেন না, (২৬) শুভাশুভ কর্ম পরিত্যাগ করেছেন, (২৭) শত্রু ও মিত্রের প্রতি সর্বদা সমবুদ্ধি সম্পন্ন। (২৮) সম্মানে ও অপমানে অবিচলিত, (২৯) শীতোষ্ণ জনিত সুখে দুঃখে নির্বিকার। (৩০) স্থির বুদ্ধি, (৩১) নিন্দা ও স্তুতিতে সমবুদ্ধি, (৩২) সংযতবাক, (৩৩) যৎকিঞ্চিৎ লাভে সন্তুষ্ট, (৩৪) গৃহাসক্তি-শূন্য, (৩৫) ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, এবং (৩৬) ভগবানের প্রদর্শিত ধর্মামৃতের পর্যুপাসনা করেন।

১০৭। ক্ষেত্র কাকে বলে?

উঃ শরীরের নামই ক্ষেত্র। এই শরীর হচ্ছে বদ্ধ জীবের কর্তব্য-কর্ম সাধনের ক্ষেত্র। বদ্ধ অবস্থায় জীব জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। তাই জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তারের ক্ষমতা অনুসারে সে একটি কর্মক্ষেত্র প্রাপ্ত হয়। সেই কর্মক্ষেত্রটি হচ্ছে তারই দেহ।

১০৮। ক্ষেত্রজ্ঞ কাকে বলে?

উঃ যিনি ক্ষেত্রকে দেহকে অবগত আছেন তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। জীবাত্মা তার শরীররূপ ক্ষেত্রের সম্পর্কে জ্ঞাত, তাই জীব হচ্ছে তার নিজস্ব শরীররূপ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ। কিন্তু পরমাত্মা রূপে ভগবান সমস্ত জীবের শরীর বা ক্ষেত্র সম্বন্ধে জানেন, তাই তিনি হচ্ছেন সমস্ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ।

১০৯। প্রকৃত জ্ঞান কি?

উঃ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে যথাযথরূপে অবগত হওয়াই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান।

১১০। ব্রহ্ম উপলব্ধির পাঁচটি স্তর কি?

উঃ ব্রহ্ম উপলব্ধির পাঁচটি স্তর হল অন্নময়, প্রাণময়, জ্ঞানময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়।

অন্নময়– পরমেশ্বর ভগবানের অন্নময় নামে একটি শক্তির প্রকাশ হয়, যার ফলে জীব তার জীবন ধারণের জন্য অন্নের উপর নির্ভর করে। এটি পরমেশ্বর সম্বন্ধে একটি জড় উপলব্ধি।

প্রাণময় – অন্নের মধ্যে পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করার পর প্রাণের লক্ষণের মধ্যে বা জীবের চেতনার মধ্যে পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করা।

জ্ঞানময় – এই স্তরে প্রাণের প্রকাশ চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছাশক্তিতে বিকশিত হয়।

বিজ্ঞানময় – এই স্তরটি হচ্ছে ব্রহ্মউপলব্ধির স্তর। এই উপলব্ধির ফলে জীবের চেতনা এবং জীবনের লক্ষণগুলি থেকে জীবকে স্বতন্ত্র বলে উপলব্ধি করা যায়।

আনন্দময় – আনন্দময় স্তর হচ্ছে আনন্দময় প্রকৃতির উপলব্ধি করা।

প্রথম তিনটি স্তর – অন্নময়, প্রাণময়, জ্ঞানময় – জীবসত্তার কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

এই সকল কর্মক্ষেত্রের উর্ধ্বে হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান যাকে বলা হয় আনন্দময়। "আনন্দময়োহভ্যাসাৎ" – পরমেশ্বর ভগবান স্বভাবতই আনন্দময় এবং তাই সে দিব্য আনন্দ উপভোগ করার জন্যে তিনি নিজে বিজ্ঞানময়, প্রাণময়, জ্ঞানময় এবং অন্নময় রূপে প্রকাশিত হন।

১১১। আত্মজ্ঞানের সাধনগুলি কি কি?

উঃ আত্মজ্ঞানের সাধনগুলি হচ্ছে– অমানিত্ব, দম্ভশূন্যতা, অহিংসা, ক্ষান্তি, সরলতা, গুরুসেবা, শৌচ, স্থৈর্য, আত্মসংযম, ইন্দ্রিয়বিষয়ে বৈরাগ্য, অহঙ্কারশূন্যতা জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ প্রভৃতির দোষ দর্শন, পুত্রাদিতে আসক্তিশূন্যতা, পুত্রাদির সুখে দুঃখে ঔদাসীন্য, সর্বদা ভগবৎভাবনা ভগবানের প্রতি অনন্যা অব্যভিচারিণী ভক্তি, নির্জন স্থান প্রিয়তা, জনাকীর্ণ স্থানে অরুচি, অধ্যাত্ম জ্ঞানে নিত্যত্ব বুদ্ধি এবং পরম-তত্ত্ব অনুসন্ধানে ঐকান্তিক আগ্রহ। এর বিপরীত যা কিছু সব হচ্ছে অজ্ঞান।

১১২। জ্ঞেয় কি?

উঃ জ্ঞানের বিষয়কে জ্ঞেয় বলে। সেই জ্ঞেয় বস্তু জীবাত্মা অনাদি এবং ভগবানের আশ্রিত। তাকে বলা হয় ব্রহ্ম এবং তা জড় জগতের কার্য কারণের অতীত। জীবাত্মা হচ্ছে 'বিজ্ঞান-ব্রহ্ম', শর বিপরীত হল 'আনন্দ-ব্রহ্ম'। 'আনন্দব্রহ্ম' হচ্ছেন পরম ব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান।

১১৩। পুরুষ কে?

উঃ শরীরের মধ্যে অবস্থিত দেহের কর্মফলের ভোক্তা জীবাত্মা হচ্ছে পুরুষ। দেহে অবস্থিত জীবাত্মা হচ্ছে ক্ষেত্রজ্ঞ এবং আরেকজন ক্ষেত্রজ্ঞ হচ্ছেন পরমাত্মা। পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়েই পরম পুরুষ ভগবানের ভিন্ন প্রকাশ। জীব হচ্ছে তার শক্তিতত্ত্ব এবং পরমাত্মা তাঁর স্বয়ং প্রকাশ। জড়া প্রকৃতি ও জীব উভয়েই নিত্য। জড় জগতের সৃষ্টির পূর্বে তাদের অস্তিত্ব ছিল। পরমেশ্বর ভগবান থেকে জড়া প্রকৃতি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু জীব হচ্ছে ভগবানের উৎকৃষ্ট শক্তি সম্ভূত। প্রকৃতি সমস্ত কার্য ও কারণের হেতু, পুরুষ অর্থাৎ জীব সমস্ত জড় জগতের সুখ দুঃখ উপলব্ধির কারণ।

১১৪। এই জীবাত্মারূপ পুরুষ কিরূপে ভোগ করে?

উঃ প্রকৃতির গুণের সঙ্গবশত' পুরুষ বা জীবাত্মা সৎ অসৎ যোনিসমূহ ভ্রমণ করে। এইভাবে জড়া প্রকৃতিতে অবস্থিত পুরুষ বা জীব প্রকৃতির গুণসমূহ ভোগ করে।

১১৫। পরমাত্মা কাকে বলা হয়?

উঃ শরীরের মধ্যে জীবাত্মা ছাড়া আর এক পরম ভোক্তা আছেন যিনি পরম ঈশ্বর, পরম প্রভু। তিনি সকলের সমস্ত কর্মের সাক্ষী এবং অনুমোদন কর্তা। তাঁকেই বলা হয় পরমাত্মা। (পরমাত্মা সর্বব্যাপ্ত, তাঁর হস্ত ও পদ, চক্ষু, কর্ণ, মস্তক, মুখ সর্বত্র ব্যাপ্ত। পরমাত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক, তথাপি তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়-বর্জিত। যদিও তিনি সকলের পালক, তথাপি তিনি সম্পূর্ণ অনাসক্ত। তিনি জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত, তথাপি তিনি সমস্ত গুণের ঈশ্বর। তাঁর থেকে উদ্ভুত হয়েছে সমস্ত চরাচর। তিনি জড় ইন্দ্রিয়ের অগোচর এবং অভিজ্ঞ। তিনি বহুদূরে অবস্থিত হয়েও সকলের অত্যন্ত নিকট। পরমাত্মাকে যদিও সর্বভূতে বিভক্তরূপে বোধহয়, কিন্তু তিনি অবিভক্ত। তিনি সর্বভূতের পালক, সংহারকর্তা, সৃষ্টিকর্তা। তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থান করেন।)

১১৬। যারা আত্মাকে জানতে পারেনা, তারা কিভাবে মৃত্যুময়সংসার অতিক্রম করতে পারবেন?

উঃ সদ্‌গুরু ও আচার্যদের উপদেশ নিষ্ঠাসহকারে সাধন করার মাধ্যমে মৃত্যুময় সংসারকে অতিক্রম করা যায়।

১১৭। সমস্ত ভূতের সৃষ্টি হয় কি করে?

উঃ জীব হচ্ছে জড়া প্রকৃতি ও পরাপ্রকৃতির সমন্বয়। এই সমন্বয় ভগবানের ইচ্ছার মাধ্যমে সাধিত হয়। পরমেশ্বর ভগবান মহত্তত্ত্বে বীজ প্রদান করেন এবং তার ফলে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ হয়। এই মহতত্ত্বকেও ব্রহ্ম বলা হয়। সেই মহত্ত্বরূপ ব্রহ্মের গর্ভে পরমপুরুষ ভগবান জীবাত্মা-সমূহকে সঞ্চারিত করেন। মহত্তত্ত্বের ২৪টি উপাদানের সবকটি হচ্ছে মহৎ-ব্রহ্ম নামক জড়া প্রকৃতি বা জড়াশক্তি, যা ভগবানের নিকৃষ্ট শক্তি। জড়া প্রকৃতির শক্তি। পরমপুরুষ ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে জড়া প্রকৃতি সেই পরাপ্রকৃতিতে মিশ্রিত হয় এবং জড়া প্রকৃতিতে সমস্ত জীবের জন্ম হয়। এইভাবে প্রকৃতিসঙ্গক ব্রহ্ম এই জড় জগতের উৎপত্তির কারণ। সেই ব্রহ্মে পরমপুরুষ ভগবান গর্ভাধান করার ফলে সমস্ত ভূতের বা জীবের সৃষ্টি হয়।

১১৮। জীব কখন ত্রিগুণের দ্বারা আবদ্ধ হয়?

উঃ জীব যখন জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসে তখন সে এই ত্রিগুণের দ্বারা আবদ্ধ হয়, যেহেতু জড়া প্রকৃতি থেকে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ – এই তিনটি গুণ প্রকাশিত হয়।

১১৯। জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণগুলি কিরূপ?

উঃ সত্ত্বগুণ অপেক্ষাকৃত নির্মল, প্রকাশক এবং পাপশূন্য। রজোগুণ থেকে অন্তহীন, কামনা বাসনা উৎপন্ন হয়। তমোগুণ থেকে অজ্ঞানতা ও ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়।

১২০। কোন গুণ কিভাবে জীবকে আবদ্ধ করে?

উঃ সত্ত্বগুণ জীবকে 'আমি সুখী', এই প্রকার সুখাসক্তির দ্বারাও 'আমি জ্ঞানী' এই প্রকার জ্ঞানাসক্তির দ্বারা আবদ্ধ করে। রজোগুণ জীবকে সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ করে। তমোগুণ জীবকে প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা আবদ্ধ করে।

১২১। সত্ত্বগুণী, তমোগুণী ও রজোগুণী কাদের বলা হয়?

উঃ প্রকৃতির তিনটি গুণের মধ্যে সর্বদা জীবের উপর আধিপত্য বিস্তার করার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা হয়। জীবের উপর যে গুণের আধিপত্য প্রবল হয় সেই জীবকে সেই গুণসম্পন্ন বলা হয়। এইভাবে জীবের মধ্যে রজ ও তমো গুণকে পরাজিত করে সত্ত্বগুণ যখন প্রবল হয় তখন তাকে সত্ত্বগুণী বলা হয়। জীবের মধ্যে সত্ত্বগুণ ও তমোগুণকে পরাজিত করে রজোগুণ প্রবল হয় তখন তাকে রজোগুণী বলা হয়।
জীবের মধ্যে সত্ত্বগুণ ও রজোগুণকে পরাজিত করে তমোগুণ যখন প্রবল হয় তখন তাকে তমোগুণী বলা হয়।

১২২। বিভিন্ন গুণের প্রকাশ কিভাবে অনুভূত হয়?

উঃ দেহের নটি দ্বার রয়েছে– দুটি চক্ষু, দুটি কর্ণ, দুটি নাসারন্ধ্র, মুখ, উপস্থ এবং পায়ু। প্রতিটি দ্বারে যখন সত্ত্ব গুণের বিকাশ হয় তখন সে যথাযথ ভাবে দর্শন করতে পারে, যথাযথভাবে শ্রবণ করতে পারে, যথাযথ ভাবে স্বাদ গ্রহণ করতে পারে এবং তখন সে অন্তরে ও বাইরে নির্মল হয়। প্রতিটি দ্বারে তখন সুখের লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং সেটাই হচ্ছে সাত্ত্বিক অবস্থা। রজোগুণের প্রভাব বর্ধিত হলে লোভ, কর্মে প্রবৃত্তি উদ্যম ও বিষয় ভোগের স্পৃহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তমোগুণের প্রভাব বর্ধিত হলে অজ্ঞানতার অন্ধকার, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয়।

১২৩। বিভিন্ন গুণে প্রভাবিত ব্যক্তি মৃত্যুর পর কি শরীর প্রাপ্ত হবেন?

উঃ সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার নির্মল উচ্চতর লোক প্রাপ্তি হয়। রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তির মৃত্যুর পর কর্মাসক্ত মনুষ্যকুলে জন্ম হয়। তমোগুণসম্পন্ন ব্যক্তি মৃত্যুর পর পশুযোনিতে জন্ম লাভ করে।

১২৪। বিভিন্ন গুণের কর্মের দ্বারা জীব কি ফল লাভ করে?

উঃ সাত্ত্বিক গুণের কর্ম জীবকে পবিত্র করে, রাজসিক কর্ম জীবকে দুঃখ ভোগ করায়, তামসিক কর্ম জীবকে অজ্ঞান অচেতনত্ব প্রাপ্ত করায়।

১২৫। বিভিন্ন গুণ থেকে জীবের মধ্যে কি উৎপন্ন হয়?

উঃ সত্ত্ব গুণ থেকে জীবের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। রজোগুণ থেকে জীবের মধ্যে লোভ উৎপন্ন হয়। তমোগুণ থেকে জীবের মধ্যে অজ্ঞানতা, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয়।

১২৬। প্রকৃতির তিনটি গুণে অনুষ্ঠিত কর্মের ফলে জীব কি কি গতি লাভ করেন?

উঃ সত্ত্বগুণস্থ ব্যক্তি উর্ধ্বগতি লাভ করে উচ্চতর লোকে গমন করেন। রাজসিক ব্যক্তি নরলোকে অবস্থান করেন, তামসিক ব্যক্তি অধঃপতিত হয়ে নরকে গমন করেন।

১২৭। যিনি প্রকৃতির ত্রিগুণের অতীত তার লক্ষণ গুলি কি কি?

উঃ যিনি গুণাতীত তিনি কারোর প্রতি দ্বেষযুক্ত নন, এবং তিনি কোনকিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি গুণের প্রভাবের প্রতি উদাসীন থাকেন।

১২৮। যিনি প্রকৃতির ত্রিগুণের অতীত তাঁর আচরণ কিরূপ? অর্থাৎ তিনি কিভাবে জীবন যাপন করেন এবং তাঁর কাজ-কর্ম কি রকম?

উঃ তিনি দেহসম্বন্ধীয় তথাকথিত সম্মান এবং অসম্মান দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে কর্তব্য করেন। শত্রু ও মিত্রের প্রতি তিনি পক্ষপাতশূন্য। কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনে যারা তাঁকে সাহায্য করে তাদের সকলকেই প্রিয়বন্ধু বলে মনে করেন, এবং তাঁর তথাকথিত শত্রুকেও তিনি ঘৃণা করেন না। তিনি নিজে ফলভোগের জন্য কর্ম না করে কেবলমাত্র ভগবানের প্রীতিবিধানের জন্য কর্ম করেন।

১২৯। কিভাবে প্রকৃতির সমস্তগুণ থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মভূত স্তরে উন্নীত হওয়া যায়?

উঃ ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করলে প্রকৃতির সমস্ত গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত স্তরে উন্নীত হওয়া যায়।

১৩০। নির্বিশেষ ব্রহ্মের আশ্রয় কে?

উঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণই নির্বিশেষ ব্রহ্মের আশ্রয়।

১৩১। উর্ধ্বমূল, এবং অধোশাখাবিশিষ্ট অশ্বত্থ বৃক্ষের সাথে কার তুলনা করা হয়েছে?

উঃ জড় জগতের বন্ধনের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

১৩২। জড় জগৎ এর বন্ধনস্বরূপ উর্ধ্বমূল ও অধোশাখা বিশিষ্ট অশ্বত্থ বৃক্ষের বর্ণনা কর।

উঃ (i) এই বৃক্ষিটি অন্তঃহীন, (ii) সকল কর্মরত জীব এই বৃক্ষে অবস্থান করে, (iii) এই বৃক্ষে জীব এক ডাল থেকে আরেক ডালে, সেখান থেকে অন্য একডালে, এইভাবে সংসারচক্রে ঘুরে বেড়ায়। (iv) যে এই বৃক্ষের প্রতি আসক্ত তার কোনদিন মুক্তিলাভ হয় না। (v) মানুষকে উর্ধ্বমুখী করার জন্য যে বৈদিক ছন্দ সেগুলিকে এই বৃক্ষের পাতার সাঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। (vi) এই বৃক্ষের মূল উর্ধ্বমুখী কারণ তার শুরু হয়েছে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক অর্থাৎ ব্রহ্মার অবস্থান ব্রহ্মলোক থেকে। (vii) মোহমুক্ত হয়ে বৃক্ষটি সম্বন্ধে অবগত হলে বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। (viii) জলাশয়ের ধারে এইরূপ বৃক্ষের প্রতিবিম্ব দেখা যায় যার শাখাপ্রশাখা নিম্নমুখী ও মূল উর্ধ্বমুখী। এই হচ্ছে আসল বৃক্ষের ছায়া। ঠিক সেইরূপে এই জড় জগতের বৃক্ষটি হচ্ছে চিৎ জগতের বাস্তব বৃক্ষটির প্রতিবিম্ব। (ix) জলে যেমন বৃক্ষের ছায়া পড়ে, চিন্ময় জগতের ছায়া সেইরূপ জীবের কামনা-বাসনার উপর পড়ে।

১৩৩। কিভাবে জড় জাগতিক বন্ধনরূপ অশ্বত্থবৃক্ষকে ছেদন করা যাবে?

উঃ বৈরাগ্য রূপ অস্ত্রের দ্বারা এই বৃক্ষকে ছেদন করা কর্তব্য।

১৩৪। কোন জগতে আলোকের জন্য সূর্য, চন্দ্র বা বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় না? সে জগৎটি কিরূপে আলোকিত হয়?

উঃ ভগবানের পরম চিন্ময় ধামে আলোকের জন্য সূর্য, চন্দ্র বা বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় না, সে জগৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তির (ব্রহ্মজ্যোতি) দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত।

১৩৫। কোন ধাম লাভ করলে জীবকে পুনরায় এই মর্ত্যলোকে আসতে হয় না?

উঃ ভগবানের চিন্ময় বৈকুণ্ঠধাম বা গোলক বৃন্দাবন লাভ করলে জীবকে পুনরায় এই মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয় না।

১৩৬। জীব কি? এই জড় জগতে তার স্থিতি কিরূপ?

উঃ জীব ভগবানের সনাতন বিভিন্ন অংশ। চিন্ময় ও পরা প্রকৃতিজাত জীব অপরা প্রকৃতি বা জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে, তার মনসহ ছয়টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রে কঠোর সংগ্রাম করছে।

১৩৭। জীব কিভাবে একটি স্থূল শরীর থেকে অন্য একটি স্থূল শরীরে প্রবেশ করে?

উঃ বায়ু যেভাবে ফুলের গন্ধ নিয়ে অন্যত্র গমন করে, তেমনই জীবাত্মা একটি স্থূল শরীর ত্যাগ করে অন্য স্থূল শরীরে তার জীবনের বিভিন্ন ধারণাগুলি নিয়ে যায়।

১৩৮। জীব কোন্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোন্ বিষয়কে উপভোগ করে?

উঃ জীব চক্ষু দ্বারা রূপকে, কর্ণ দ্বারা শব্দ, নাসিকা দ্বারা গন্ধ, জিহ্বা দ্বারা স্বাদ ও ত্বক দ্বারা স্পর্শ উপভোগ করে থাকে।

১৩৯। সমস্ত বেদের জ্ঞাতব্য বিষয় কি?

উঃ সমস্ত বেদের জ্ঞাতব্য বিষয় হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই সমস্ত বেদের জ্ঞাতব্য বিষয়, বেদান্তকর্তা ও বেদবেত্তা।

১৪০। জীবের স্মৃতি জ্ঞান এবং বিস্মরণের কারণ কি?

উঃ ভগবান পরমাত্মারূপে সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থান করছেন, তাঁর থেকে জীবের স্মৃতি জ্ঞান উৎপন্ন ও বিলোপ হয়ে থাকে।

১৪১। জীব কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ জীব দুই প্রকার– একটি হচ্ছে ক্ষর, (জড়জগতের প্রতিটি জীব হচ্ছে ক্ষর, এদের নিত্যবদ্ধ জীব বলা হয় এবং অন্যটি হচ্ছে অক্ষর (চিৎজগতের প্রতিটি জীব অক্ষর, এদের নিত্যমুক্ত জীব বলা হয়)।

১৪২। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 'পুরুষোত্তম' বলা হয় কেন?

উঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুই প্রকারের জীব– ক্ষর এর অক্ষর – এই দুই পুরুষের থেকে ভিন্ন। তিনি ক্ষরে অতীত এবং অক্ষরের থেকেও উত্তম তাই তাকে বেদে "পুরুষোত্তম" নামে আখ্যাত করা হয়েছে। তিনি পরমাত্মারূপে সমস্ত বিশ্বকে প্রকাশ করেন ও সমস্ত জীবদের পালন করেন।

১৪৩। দিব্য ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে কি কি গুণ প্রকাশিত হয়?

উঃ দিব্য ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে নিম্নলিখিত গুণগুলি প্রকাশিত হয়– ভয়শূন্যতা, সত্তার পবিত্রতা, পারমার্থিক জ্ঞানের অনুশীলন, দান, আত্মসংযম, যজ্ঞানুষ্ঠান, বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন, তপশ্চর্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্যবাদিতা, ক্রোধ শূন্যতা, শান্তি, অন্যের দোষদর্শন না করা, দয়া, লোভহীনতা, এবং মৃদুতা, অসৎচিন্তা ও অসৎ কর্মে লজ্জা, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, মাৎসর্যশূন্যতা ও অনভিমান।

১৪৪। আসুরিক ভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদের গুণাবলী, চিন্তাধারা ও কার্যকলাপগুলি বর্ণনা কর।

উঃ আসুরীক ভাবসম্পন্ন লোকেদের মধ্যে দম্ভ, দর্প, অহঙ্কার, ক্রোধ, বাক্য এবং ব্যবহারে কর্কশ ভাব ও অবিবেক,– এই সমস্ত অসৎভাব প্রকাশিত হয়। অসুর– স্বভাব ব্যক্তিরা ধর্মবিষয়ে প্রবৃত্ত হতে অনিচ্ছুক এবং অধর্ম বিষয় থেকে নিবৃত্ত হতে জানে না। তাদের শৌচ নেই, সদাচার নেই এবং সত্যও নেই। অসুর স্বভাব ব্যক্তিরা বলে, 'এ জগৎ মিথ্যা, অবলম্বনহীন ঈশ্বর বলে কেউ নেই। কামবশত নারীপুরুষের সংযোগেই এজগৎ সৃষ্টি হয়েছে এবং কাম ছাড়া অন্য কোন কারণ নেই। এ সমস্ত সিদ্ধান্ত অবলম্বন করে আত্মতত্ত্বহীন অল্পবুদ্ধি উগ্রকর্মা অসুর-স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিরা জগৎ ধ্বংসকারী কার্যে নিযুক্ত হয়। মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইন্দ্রিয় সুখভোগকে তাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে মনে করে। অপরিমেয় দুঃশ্চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করে তারা অসংখ্য আশাপাশে আবদ্ধ হয়। কামক্রোধের অধীন হয়ে তারা বিষয় ভোগের জন্য নানারকম অসৎ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করবার জন্য চেষ্টা করে। এই অসুর স্বভাবের ব্যক্তিরা মনে করে, "আজ আমার অত লাভ হল, ভবিষ্যতে, আমার পরিকল্পনা অনুসারে আরও লাভ হবে। এখন আমার এত ধন আছে, ভবিষ্যতে আরও ধন লাভ হবে। সে আমার শত্রু তাকে আমি নাশ করেছি এবং আমার অন্যান্য শত্রুদের নাশ করব। আমিই ঈশ্বর আমি ভোক্তা। আমি সিদ্ধ, বলবান, এবং সুখী। আমি সব চেয়ে ধনবান এবং অভিজাত আত্মীয়-স্বজন পরিবৃত। আমার মত বলবান আর সুখী কেউ নেই। "এইভাবে অসুর স্বভাবের ব্যক্তিরা অজ্ঞানের দ্বারা বিমোহিত হয়ে নানা রকমের দুঃশ্চিন্তায় বিভ্রান্ত হয়, মোহজালে বিজড়িত এবং কামভাবে আসক্ত হয়ে অশুচি নরকে পতিত হয়। এই সমস্ত অসুর স্বভাবসম্পন্ন মানুষেরা আত্মাভিমানী, অনম্র, ধন, মান ও মদান্বিত হয়ে অবিধিপূর্বক দম্ভ সহকারে নামমাত্র যজ্ঞানুষ্ঠান করে। অসুর স্বভাব ব্যক্তিরা অহঙ্কার, দর্প, কাম ও ক্রোধের দ্বারা বিমোহিত হয়ে স্বীয়দেহে এবং পরদেহে অবস্থিত পরমেশ্বর স্বরূপ ভগবানকে দ্বেষ করে এবং প্রকৃত ধর্মের নিন্দা করে।

১৪৫। এই জগতের দুটি স্বভাবের জীবকে কি বলা হয়?

উঃ দেবস্বভাব ও অসুরস্বভাব।

১৪৬। দৈবী গুণাবলী (দেবগুণ সম্পন্ন) এবং আসুরিক গুণাবলীর প্রভাব কি?

উঃ দৈবী গুণাবলী জীবের মুক্তির অনুকূল এবং আসুরিক গুণাবলী সংসার বন্ধনের কারণ।

১৪৭। নরকের তিনটি দ্বার কি কি?

উঃ কাম, ক্রোধ ও লোভ।

১৪৮। আমাদের কোনটি কর্তব্য ও কোনটি অকর্তব্য তা আমরা কিভাবে স্থির করব?

উঃ শাস্ত্রের প্রামাণ্য নির্দেশ অনুসারে আমাদের কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ধারণ করা উচিত।

১৪৯। দেহধারী জীবের শ্রদ্ধা কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ দেহধারী জীবের স্বভাবজনিত শ্রদ্ধা তিন প্রকার– সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। প্রত্যেক জীব প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের মাত্রানুযায়ী বিশেষ রকমের শ্রদ্ধাযুক্ত হয়। যে যেরকম গুণের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত সে সেইরকম শ্রদ্ধাবান।

১৫০। প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত মানুষ কাদের পূজা করে?

উঃ সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা দেবতাদের পূজা করে, রাজসিক ব্যক্তিরা যক্ষ ও রাক্ষসদের পূজা করে এবং তামসিক ব্যক্তিরা ভূত-প্রেতাদির পূজা করে।

১৫১। প্রকৃতির তিনটি গুণ অনুসারে তিন প্রকারের আহার, যজ্ঞ তপস্যা এবং দান সম্পর্কে বর্ণনা কর।

উঃ আহার– যে সমস্ত আহার, আয়ু, উদ্যম, বল, আরোগ্য সুখ ও প্রীতি বিধান করে এবং সরল, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর ও মনোরম, সেগুলি সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের প্রিয় হয়। যে সমস্ত আহার দুঃখ, সুখ ও রোগ সৃষ্টি করে এবং অতি তিক্ত, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত ও অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি শুষ্ক, অতি প্রদাহকর সেগুলি রাজসিক গুণসম্পন্ন মানুষের প্রিয় খাদ্য। তামসিক লোকদের প্রিয় খাদ্য হচ্ছে এক প্রহরের অধিক পূর্বে রান্না হওয়ার ফলে যে সমস্ত খাদ্য বাসী হয়ে গেছে, যা নীরস, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, পূর্বদিনে রান্না হয়ে পর্যুষিত, এবং অপরের উচ্ছিষ্ট দ্রব্য এবং অমেধ্য দ্রব্য।

যজ্ঞ– কোন রকম ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে, শাস্ত্রবিধি অনুসারে কর্তব্যবোধে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তাকে সাত্ত্বিক যজ্ঞ বলা হয়। জড় জাগতিক লাভের আশায় ফল কামনা করে দম্ভ প্রকাশের জন্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তাকে রাজসিক যজ্ঞ বলা হয়।

শাস্ত্রবিধি– বর্জিত, প্রসাদ অন্ন বিতরণহীন, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাবিহীন, শ্রদ্ধারহিত যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাকে তামসিক যজ্ঞ বলা হয়।

তপস্যা– তপস্যা তিন প্রকার যথা ঃ– কায়িক, মানসিক, বাচিক। পরমেশ্বর, ব্রাহ্মণ, গুরুজন ও প্রাজ্ঞগণের পূজা ও শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা – এগুলি হচ্ছে কায়িক তপস্যা।

অনুদ্বেগকর, সত্য প্রিয় অথচ হিতকর বাক্য এবং বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করাকে বলা হয় বাচিক তপস্যা। চিত্তের প্রসন্নতা, সরলতা, মৌন, আত্মনিগ্রহ, ব্যবহারে ছলনারাহিত্য ইত্যাদি কে বলা হয় মানসিক তপস্যা। গুণ অনুসারেও তপস্যা তিন প্রকারের আছে; যেমন– নিষ্কাম ব্যক্তির পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতি সাধনের উদ্দেশ্যে যখন ত্রিবিধ তপস্যা (যেমন– কায়িক, মানসিক, বাচিক) অনুষ্ঠিত হয় তখন তাকে সাত্ত্বিক তপস্যা বলা হয়। প্রশংসা, পূজা ও সম্মান পাওয়ার আশায় দম্ভসহকারে যে তপস্যা করা হয় তা অনিত্য ও অনিশ্চিত রাজসিক তপস্যা। মূঢ়তাবশতঃ নিজেকে কষ্ট দিয়ে বা অপরের বিনাশের জন্য যে তপস্যা করা হয় তাকে তামসিক তপস্যা বলে।

দান– দান করা কর্তব্য বলে মনে করে কোনও প্রত্যুপকারের আশা না করে, উপযুক্ত স্থানে, উপযুক্ত সময়ে ও উপযুক্ত পাত্রে যে দান করা হয় তাকে সাত্ত্বিক দান বলা হয়।

যে দান প্রত্যুপকারের আশা করে বা স্বর্গাদি লাভের আশা করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও করা হয় তাকে বলে রাজসিক দান।

অশুচিস্থানে, অশুভ সময়ে ও অযোগ্যপাত্রে অবজ্ঞাভরে এবং অনাদরে যে দান করা হয় তাকে তামসিক দান বলা হয়।

১৫২। সমস্ত যজ্ঞ, তপস্যা ও দানের যথার্থ ফল কিভাবে লাভ করা যায়?

উঃ 'ওঁ', 'তৎ', 'সৎ' বলে সমস্ত যজ্ঞ, তপস্যা, দানাদি ভগবানের প্রীতি সম্পাদনের জন্য অনুষ্ঠিত করলেই যথার্থ ফল লাভ হয়।

১৫৩। কোন প্রকারের যজ্ঞ, তপস্যা ও দানকে অসৎ বলা হয়?

উঃ পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা পরায়ণ না হয়ে যে যজ্ঞ, যে দান বা তপস্যা অনুষ্ঠিত হয় তা অসৎ। সেই সমস্ত ক্রিয়া ইহকাল বা পরকাল কোন কালেই উপকার করে না।

১৫৪। ত্যাগ কাকে বলে?

উঃ সমস্ত কর্মের ফলত্যাগকে বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ ত্যাগ বলেন।

১৫৫। সন্ন্যাস কাকে বলে?

উঃ কাম্য কর্মের পরিত্যাগকে সন্ন্যাস বলা হয়।

১৫৬। গুণ অনুসারে তিন প্রকারের ত্যাগ কি কি?

উঃ নিত্যকর্ম অবশ্য কর্তব্য, কখনই তা ত্যাগ করা উচিৎ নয়। কিন্তু মোহবশতঃ কেউ যদি নিত্য কর্ম ত্যাগ করে তাকে তামসিক ত্যাগ বলে। যিনি নিত্য কর্মকে কষ্টকর মনে করে ভয়বশতঃ তা ত্যাগ করেন, সেই ত্যাগ 'রাজস' ত্যাগ।

যিনি কর্তব্যবোধে নিত্যকর্ম অনুষ্ঠান করেন এবং সেই কর্মের আসক্তি ও ফল ত্যাগ করেন সেই ত্যাগকে 'সাত্ত্বিক' ত্যাগ বলে।

১৫৭। যারা কর্মফল ত্যাগ করে না তাদের কি গতি হয়?

উঃ যারা কর্মফল ত্যাগ করেনা তাদের অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্র এই তিন প্রকারের কর্মফল ভোগ করতে হয়।

১৫৮। বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে কর্মসমূহের সিদ্ধির উদ্দেশ্যে পাঁচটি নির্দিষ্ট কারণ কি কি?

উঃ অধিষ্ঠান অর্থাৎ শরীর, কর্তা অর্থাৎ আত্মা, ইন্দ্রিয় সমূহ, প্রচেষ্টা এবং চরমে পরমাত্মা – এই পাঁচটি হচ্ছে কর্মের হেতু বা কারণ।

১৫৯। কর্মের প্রেরণা কি?

উঃ জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা এই তিনটি কর্মের প্রেরণা।

১৬০। কর্মের আশ্রয় কি?

উঃ কারণ, কর্ম ও কর্তা এই তিনটি হচ্ছে কর্মের আশ্রয়।

১৬১। প্রকৃতির গুণ অনুসারে তিন প্রকারের জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা কি বর্ণনা কর।

উঃ জ্ঞান– যে জ্ঞানের দ্বারা সকল প্রাণীতে এক অবিভক্ত ও চিন্ময় ভাব দর্শন হয়, অনেক জীব পরস্পর ভিন্ন হলেও চিন্ময় সত্তায় তারা এক-এই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলা হয়। যে জ্ঞানের দ্বারা বিভিন্ন ধরণের প্রাণীতে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের আত্মা অবস্থিত বলে দর্শন হয়, সেই জ্ঞানকে রাজসিক জ্ঞান বলা হয়। যে জ্ঞানের দ্বারা প্রকৃত তথ্য অবগত না হয়ে, কোন একটি বিশেষ কার্যে তীব্র আসক্তির উদয় হয়, সেই তুচ্ছ জ্ঞানকে তামসিক জ্ঞান বলা হয়।

কর্ম– ফলের আশা না করে রাগ বা দ্বেষ বর্জন– পূর্বক আসক্তিশূন্য হয়ে যে নিত্যকর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাকে সাত্ত্বিক কর্ম বলা হয়। ফলের আকাঙ্ক্ষাযুক্ত এবং অহঙ্কারযুক্ত হয়ে বহু কষ্টসাধ্য করে যে কর্মের অনুষ্ঠান করা হয় তাকে রাজসিক কর্ম বলা হয়।

ভাবী ক্লেশ, ধর্ম জ্ঞানাদির অপচয়, হিংসা এই সমস্ত পরিণতির কথা বিবেচনা না করে মোহবশতঃ যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাকে তামসিক কর্ম বলা হয়।

কর্তা– মুক্তসঙ্গ, অহঙ্কারশূন্য, ধৃতি ও উৎসাহ সমন্বিত এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার এইরূপ কর্তাকে 'সাত্ত্বিক' কর্তা বলা হয়। অত্যন্ত বিষয়াসক্ত, কর্মফল-লুব্ধ, হিংসাপ্রিয়, অশুচি,

হর্ষ– শোকাদির বশীভূত যে কর্তা তাকে রাজস কর্তা বলা হয়। অনুচিত কার্যপ্রিয়, জড়চেষ্টাযুক্ত, অনম্র, শঠ, পরের অপমান কার্যে রত, অলস, বিষাদযুক্ত, দীর্ঘসূত্রী – এই প্রকারের কর্তাকে তামস কর্তা বলে।

১৬২। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ – তিন গুণের প্রভাবান্বিত যে ত্রিবিধ বুদ্ধি ও ধৃতি আছে তা বর্ণনা কর।

উঃ বুদ্ধি – যে বুদ্ধির দ্বারা প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, কার্য ও অকার্য, ভয় ও অভয়, বন্ধন ও মুক্তি, এই সকলের পার্থক্য নিশ্চিত হয়, তাকে 'সাত্ত্বিকী' বুদ্ধি বলা হয়। যে বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম ও অধর্ম, কার্য ও অকার্য প্রভৃতির পার্থক্য অসম্যকরূপে স্থিরীকৃত হয় সেই বুদ্ধিকে রাজসিক বুদ্ধি বলা হয়।

যে বুদ্ধি অজ্ঞান ও মোহাচ্ছন্ন হয়ে অধর্মকে ধর্ম বলে মনে করে এবং সবকিছু বিপরীত ভাবে বোঝে সেই প্রকার বুদ্ধিকে তামসিক বুদ্ধি বলে।

ধৃতি– যে ধৃতি অব্যভিচারী যোগ দ্বারা মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়া সকলকে ধারণ করে তাকে সাত্ত্বিক ধৃতি বলে। যে ধৃতি ফল আকাঙ্ক্ষার সহিত ধর্ম, অর্থ ও কামকে ধারণ তাকে রাজসিক ধৃতি বলে।

যে ধৃতি স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ, মদ ইত্যাদিকে ত্যাগ করে না সেই বুদ্ধিহীনা ধৃতিকে তামসিক ধৃতি বলা হয়।

১৬৩। **প্রকৃতির তিনটি গুণ অনুসারে সুখ কি?**

উঃ যে সুখ প্রথমে বিষ পরিণামে অমৃত তুল্য, আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধির নির্মলতা থেকে উৎপন্ন, সেই প্রকার সুখকে সাত্ত্বিক সুখ বলা হয়।
বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলে যে সুখ প্রথমে অমৃতের মতো পরিণামে বিষের মত অনুভূত হয়, তাকে রাজসিক সুখ বলা হয়।
যে সুখ প্রথমে ও পরিণামে আত্মজ্ঞানরহিত, যা নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ থেকে উৎপন্ন হয়, তা তামসিক সুখ বলে কথিত হয়।

১৬৪। **প্রকৃতির স্বভাব জাত গুণানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের কর্মসমূহের বর্ণনা কর।**

উঃ ব্রাহ্মণ – সম, দম, তপঃ শৌচ, ক্ষান্তি, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এই সমস্ত ব্রাহ্মণদের স্বভাবজাত কর্ম।
ক্ষত্রিয়– শৌর্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপরান্মুখতা, দানশীলতা ও শাসনক্ষমতা এইগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম।
বৈশ্য– কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য– এসব বৈশ্যের স্বভাবজাত কর্ম।
শূদ্র – উচ্চবর্ণের সমস্ত জীবের পরিচর্যা করা শূদ্রের স্বভাবজাত কর্ম।

১৬৫। **নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি কে লাভ করতে পারেন?**

উঃ জড় বিষয়ে অনাসক্ত; সংযতচিত্ত এবং ভোগস্পৃহাশূন্য আত্মজ্ঞ ব্যক্তি স্বরূপতঃ কর্ম ত্যাগ পূর্বক নৈষ্কর্ম্য-রূপ পরম সিদ্ধি লাভ করেন।

১৬৬। **চিন্ময় স্তরে উন্নীত হয়ে যিনি সম্পূর্ণ প্রসন্ন হয়েছেন তার লক্ষণগুলি কি?**

উঃ যিনি চিন্ময় স্তরে উন্নীত হয়ে প্রসন্নতা লাভ করেছেন তিনি কখন কোনকিছুর জন্য শোক করেন না বা কোন জড় বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন।

১৬৭। **ভগবানকে কিভাবে জানা যায় এবং কিভাবে তাঁর ধামে প্রবেশ করা যায়?**

উঃ কেবল অনন্য ভক্তির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়। এই প্রকারের ভক্তির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে যথাযথভাবে জানার ফলে ভগবদ্‌ধামে প্রবেশ করা যায়।

১৬৮। **কিভাবে জড় জীবনের প্রতিবন্ধকতা থেকে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে?**

উঃ ভগবৎ চেতনা লাভ করলে ভগবানের কৃপায় জড় জীবনের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা থেকে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে।

১৬৯। **কিভাবে ভগবৎ-চেতনা লাভ করা যায়?**

উঃ সমস্ত কর্মে ভগবানের উপর নির্ভর করার মাধ্যমে এবং সব সময় তার আশ্রয় লাভ করার মাধ্যমে ভক্তিযোগের দ্বারা ভগবৎ চেতনা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

১৭০। **ভগবদ্‌গীতার শেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে সর্বগুহ্যতম শিক্ষা অর্জুনকে বলেছেন, সেই শিক্ষাটি কি?**

উঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, 'তুমি আমাতে চিত্ত স্থির কর এবং আমার ভক্ত হও। আমার পূজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। এজন্য আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করছি যে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হবে। সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সে বিষয়ে তুমি কোন চিন্তা করো না।

১৭১। **ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্‌গীতার গোপনীয় জ্ঞান কাকে প্রদান করা অনুচিত বলেছেন?**

উঃ যারা সংযমহীন, ভক্তিহীন, ভগবানের সেবায় অনিচ্ছুক, ভগবানের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ, তাদের কাছে এই দিব্য অনুপম জ্ঞান প্রদান করা অনুচিত।

১৭২। **ভগবানের নিকট সব থেকে প্রিয় কে?**

উঃ যিনি শ্রদ্ধাবান ভক্তদের কাছে ভগবদ্‌গীতার জ্ঞান আলোচনা করেন, তিনি পরাভক্তি লাভ করে ভগবানের কাছে ফিরে যান। পৃথিবীতে সমস্ত মানুষদের মধ্যে সেই প্রচারকই সব থেকে ভগবানের প্রিয়।

১৭৩। **ভগবদ্‌গীতার জ্ঞান লাভ করার পর অর্জুনের অভিলাষ কি ছিল?**

উঃ অর্জুন বলেছিলেন, 'হে কৃষ্ণ! তোমার কৃপায় আমার মোহ দূর হয়েছে। স্মৃতি ফিরে এসেছে এবং সমস্ত সন্দেহ দূর হয়েছে। আমি এখন তোমার নির্দেশমত আচরণ করব।'

১৭৪। **শ্রীকৃষ্ণ– অর্জুন সংবাদ আলোচনার পর সঞ্জয়–এর অভিমত কি ছিল?**

উঃ সঞ্জয় বলেছিলেন– যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং যেখানে ধনুর্ধর অর্জুন বিরাজমান, সেখানেই শ্রী, বিজয়, ভূতি ও ন্যায় বর্তমান।

পরিশিষ্ট

ভগবদ্‌গীতায় বিধৃত

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম

ভগবদ্‌গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বহুবিধ নাম ব্যবহৃত হয়েছে। এত নামের ব্যবহার কি কেবল বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য নাকি এর কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আছে? মহান আচার্যগণ বলেন, শ্রীকৃষ্ণের এইসব নামের প্রতিটিরই বিশেষ অর্থ ও তাৎপর্য আছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর ভক্তদের নিকট প্রকটিত হন, তখন তিনি তাঁর নানা রূপ, গুণ, দিব্য কার্যাবলী (লীলাবিলাস) প্রকাশ করেন। তাঁর এইসব রূপ, গুণ, লীলাবিলাস অনুসারে তিনি নানা নামে অভিহিত হন। যেমন মুরলীধর, শ্যামসুন্দর প্রভৃতি নাম তাঁর রূপ বর্ণনা করে; দ্বীনবন্ধু, ভক্তবৎসল নাম তাঁর গুণ বর্ণনা করে, গোবিন্দ, মধুসূদন, গিরিধারী– এসব নাম তাঁর কার্যাবলী বা লীলাবিলাস বর্ণনা করে। ভগবানের এইসব বিভিন্ন নামের প্রতিটিই পরম, অপ্রাকৃত, ভগবানেরই মত শক্তিসম্পন্ন; স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে ভগবানের দিব্য নামের কোন পার্থক্য নেই।

ভগবদ্‌গীতায় কেবল দর্শনতত্ত্বই নয়, ভগবান ও ভক্তের (কৃষ্ণ ও অর্জুনের) রূপ-গুণ বৈশিষ্ট্যাদিও অতিসুন্দরভাবে পরিস্ফূটিত হয়েছে– বিশেষতঃ তাঁদের নামের মাধ্যমে। এখানে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হল।

অচ্যুত– যিনি কখনো তাঁর স্থিতি হতে চ্যুত হন না; যিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি হতে চ্যুত হন না। যেমন শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবৎসল, তাই অর্জুনের রথের সারথি-মাত্র হয়ে, তার আদেশ পালন করে, তাঁর বিজয় সুনিশ্চিত

করে তিনি অর্জুনের প্রতি বাৎসল্য প্রকাশ করেছেন। ভঃগীঃ– ১/২১, ১১/৪২, ১৮/৭৩।

অনন্ত– যিনি অসীম, অবিনশ্বর, অপরিমেয়, শাশ্বত; ভঃগীঃ– ১০/২৯, ১১/১১, ৩৭, ৪৭।

অনন্তরূপ– অনন্তরূপ-বিশিষ্ট; যদিও তাঁর আদি স্বয়ং রূপে ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, তবু বিভিন্ন স্বাংশ প্রকাশ, অংশ-অবতার কলারূপে তাঁর অসংখ্য রূপ রয়েছে।

ভঃগীঃ – ১১/৩৮।

অনন্তবীর্য– যাঁর শক্তি বা শৌর্য অসীম, অপরিমেয়; শ্রীকৃষ্ণ ষড়ৈশ্বর্যের একটি ঐশ্বর্য – 'সমগ্র বীর্য'-র অধিকারী, তাই তিনি 'অনন্তবীর্য'।

ভঃগীঃ – ১১/১৯, ১১/৪০।

অপ্রতিমপ্রভাব– যাঁর প্রভাব বা শক্তি তুলনারহিত, অপরিমেয়। ভঃগীঃ – ১১/৪৩।

অমিতবিক্রম– যার বিক্রম বা পরাক্রম অপরিমেয়, তুলনাহীন। ভঃগীঃ – ১১/৪০।

অরিসূদন– যিনি তাঁর শত্রুদের বিনাশ করেন (অরি = শত্রু; সূদন = হন্তা); শ্রীকৃষ্ণ কংসসহ লক্ষ লক্ষ দানব, অসুর, দূরাচারীকে বধ করেছেন। এজন্য তাঁর আরও নানা নাম রয়েছে, যেমন কেশব, মধুসূদন ইত্যাদি। ভঃগীঃ – ২/৪।

আদিদেব – দেবতাদেরও আদি; শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত দেব-দেবীর আদি উৎস, তিনি স্বয়ং তা বলেছেন– অহং আদির্হি দেবানাং (১০/২)। ভঃগীঃ – ১১/৩৮, ১০/১২।

ঈশ্বর– যিনি সকলকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। ভঃগীঃ ৪/৬, ১৫/১৭, ১৮/৬১।

কেশব– (১) কেশী নামক দৈত্য নিধনকারী, (২) যাঁর কেশ অত্যন্ত সুন্দর, (৩) যিনি ব্রহ্মা ও মহাদেবকে নিয়ন্ত্রণ করেন (বিশ্বনাথ চক্রবর্তী-কৃত টীকা)। ভঃগীঃ – ১/৩০, ২/৫৪, ৩/১, ১০, ১৪, ১১/৩৫, ১৩/১, ১৮/৭৬।

কেশিনিসূদন– যিনি কেশী দানবকে নিধন করেছিলেন। ভঃগীঃ – ১৮/১।

কৃষ্ণ– (১) যিনি সকলের হৃদয়কে আকর্ষণ করেন, সর্বাকর্ষক, পরমানন্দময়, (২) যাঁর গায়ের রঙ তমাল বৃক্ষের মত, এবং যিনি মা যশোদার দ্বারা পালিত হন।

ভঃগীঃ – ১/২৮, ৩১, ৪০, ৫/১, ৬/৩৪, ৩৭, ৩৯, ১১/৪১, ১৭/১, ১৮/৭৮।

কমলপত্রাক্ষ– যাঁর চোখদুটি পদ্মফুলের পাপড়ির মত বিশাল, প্রান্তের দিকে রক্তাভ এবং দেখতে অত্যন্ত সুন্দর, মনোরম।

ভঃগীঃ – ১১/২।

গোবিন্দ– (১) যিনি 'গো' অর্থাৎ গরু বা গাভীদের রক্ষাকর্তা; বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন ধারণ করে গাভীগণকে রক্ষা করেছিলেন; (২) যিনি সকলের 'গো', অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সমূহ আকর্ষণকারী, সকলের আনন্দদাতা। ভঃগীঃ – ১/৩২, ২/৯।

জগতপতি– যিনি জগতের সকলের নিয়ন্তা, পালক, পোষক। ভঃগীঃ – ১০/১৫।

জগন্নিবাস– যিনি সমগ্র জগতের আশ্রয়স্বরূপ।

ভঃগীঃ – ১১/২৫, ৩৭, ৪৫।

জনার্দন– (১) সমস্ত জীবের পালনকর্তা; (২) যিনি সমাজের অকল্যাণকারীদের ধ্বংস করেন; (৩) ভক্তিপথের বাধাবিঘ্ন যিনি ধ্বংস করেন (শ্রী বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য)। ভঃগীঃ – ১/৩৫, ৩৮, ৪৩, ৩/১, ১০/১৮।

দেববর– দেবশ্রেষ্ঠ; সমস্ত দেবতাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ।

ভঃগীঃ – ১১/৩১।

দেবেশ– দেবতাদেরও ঈশ্বর, নিয়ন্তা বা প্রভু।

ভঃগীঃ – ১১/২৫, ৩৭, ৪৫।

দেবদেব– যিনি ব্রহ্মা, শিবাদি দেবতাদেরও প্রভু।

ভঃগীঃ – ১০/১৫।

পুরাণপুরুষ– যিনি আদি পুরুষ (Oldest Personality— শ্রীল প্রভুপাদ) ভঃগীঃ – ১১/৩৮।

প্রভু– (১) অধীশ্বর, (২) যিনি সমস্ত কার্য অত্যন্ত চমৎকারভাবে সুসম্পন্ন করতে সক্ষম।

ভঃগীঃ – ৫/১৪, ৯/১৮, ২৪, ১১/৪, ১৪/২১।

পরমেশ্বর– পরম, অর্থাৎ সর্বোচ্চ নিয়ন্তা;

ভঃগীঃ – ১১/৩, ১৩/২৮।

পরমব্রহ্ম– নির্বিশেষ ব্রহ্মেরও যিনি উর্ধ্বে; যিনি ব্রহ্ম তত্ত্বেরও আশ্রয়-স্বরূপ। ভঃগীঃ – ১০/১২।

পুরুষোত্তম– (১) যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ; (২) যিনি সমস্ত মুক্ত ও বদ্ধ চিৎ-সত্তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

ভঃগীঃ – ৮/১, ১০/১৫, ১১/৩, ১৫/১৮, ১৯।

প্রপিতামহ– যিনি পিতামহ ব্রহ্মারও পিতা (ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ প্রকাশ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি– পদ্ম-জাত)। ভঃগীঃ – ১১/৩৯।

বাসুদেব– (১) বসুদেবের পুত্র বাসুদেব নামে অভিহিত (২) যিনি সর্বব্যাপী এবং যাঁর থেকে সবকিছু উদ্ভূত হয়, তিনিই বাসুদেব। ভঃগীঃ – ৪/১৯, ১০/৩৪, ১১/৫০, ১৮/৭৪।

বার্ষ্ণেয়– যিনি বৃষ্ণি বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, বৃষ্ণিবংশপ্রদীপ; ভঃগীঃ – ১/৪০, ৩/৩৬।

বিষ্ণু– (১) নারায়ণ ঃ স্বাংশ প্রকাশ চতুর্ভূজ পুরুষাবতারগণ; পরমাত্মা; (বিশ্বরূপ প্রদর্শনের পর শ্রীকৃষ্ণ প্রথম অর্জুনকে তাঁর চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ প্রদর্শন করেছিলেন)। (২) যিনি জগতে সর্বব্যাপ্ত, সর্বভূতে বিরাজমান তিনি ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থান করছেন, আবার পরমাণুর মধ্যেও অবস্থান করছেন।ভঃগীঃ – ১০/২০, ১১/২৪, ৩০।

বিশ্বমূর্তি– যেহেতু তিনি সর্বব্যাপী, তাই তাঁর রূপ সর্বত্র ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী বিস্তৃত, তাই তাঁর নাম বিশ্বমূর্তি (বিষ্ণু সহস্র নাম স্তোত্র - ৯০); ভঃগীঃ – ১১/৪৬।

বিশ্বরূপ– যাঁর রূপ হল এই জগত; কিন্তু এই বিশ্বরূপ চরম সত্য নয় তা অস্থায়ী, কেননা জড় জগৎ অস্থায়ী, অনিত্য। তাই জাগতিক বিশ্বরূপের আদি উৎস হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি আদি পুরুষ; জড় জগতের সৃষ্টি - প্রলয়ে তাঁর নিত্য সনাতন স্বরূপের কোন পরিবর্তন হয় না। ভঃগীঃ – ১১/১৬।

বিশ্বেশ্বর– বিশ্বের ঈশ্বর, নিয়ন্তা। ভঃগীঃ ১১/১৬।

ভগবান– 'ভগ' পদটির অর্থ হল ছটি ঐশ্বর্য (সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশ, সমগ্র শ্রী (সৌন্দর্য), সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র বৈরাগ্য) এবং 'বান'– এর অর্থ 'সমন্বিত' বা আছে এমন; অতএব ভগবান শব্দের অর্থ হল যিনি পুর্ণরূপে যড়ৈশ্বর্যের অধিকারী।
ভঃগীঃ – ১০/১৪, ১৭।

ভুতেশ– সমস্ত জীব সত্তার ঈশ্বর। ভঃগীঃ – ১০/১৫।

মহাত্মা– সাধারণ থেকে পৃথক অত্যন্ত উন্নত- হৃদয় মহান স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তি; ভঃগীঃ – ১১/১২, ২০, ৩৭, ৫০, ১৮/৭৪।

মহাযোগেশ্বর হরি– সমস্ত যৌগিক ক্ষমতার পরম অধিকর্তা, নিয়ন্তা– শ্রীকৃষ্ণ। ভঃগীঃ – ১১/১৯।

মধুসূদন– (১) যিনি মধু নামক দানবকে হত্যা করেছিলেন, (২) যিনি ভক্তের সমস্ত বিপদ দূরীভূত করেন, (৩) যিনি ভক্তের পূর্ণ ও পাপ কর্মের ফল ধ্বংস করেন (শব্দকল্পদ্রুম) ভঃগীঃ – ১/৩, ২/১, ২/৪, ৬/৩৩, ৮/২।

মহাবাহ– যাঁর বাহুদটি অমিত শক্তিশালী; ভঃগীঃ – ১/৩, ২/১, ৪, ৬/৩৩, ৮/২।

মাধব– (১) যিনি সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী লক্ষ্মীদেবীর পতি, অথবা যিনি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী দেবীর পতি, তিনিই মাধব (শব্দকল্পদ্রুম) (২) যিনি যদুর পুত্র মধুর বংশে অবতীর্ণ হয়েছেন। ভঃগীঃ – ১/১৪, ১/৩৬।

যোগেশ্বর– সকল যোগিক শক্তির অধীশ্বর; সমস্ত যোগের প্রভু ভঃগীঃ – ১১/৪, ১৮/৭৫।

যোগীন– যিনি যোগমায়া শক্তির অধিকারী। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, নাহং প্রকাশ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ (৭/২৫) ভঃগীঃ – ১০/১৭।

যোগেশ্বর কৃষ্ণ– সমস্ত যোগ- বিভূতির প্রভু, অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। ভঃগীঃ – ১৮/৭৮।

যাদব– যিনি যদুরাজার বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। ভঃগীঃ – ১১/৪১।

শাশ্বত পুরুষ– যে পুরুষ অনাদিকাল ধরে বর্তমান; যার কোন জন্ম-মৃত্যু অবস্থান্তর নেই–শ্রীকৃষ্ণ। ভঃগীঃ – ১০/১২।

হরি– (১) যিনি ভক্তের সমস্ত দুঃখ কষ্ট হরণ করেন, (২) যিনি সমস্ত অনর্থ দূর করেন এবং প্রেমের দ্বারা ভক্তের হৃদয় চুরি করেন। ভঃগীঃ – ১১/৯, ১৮/৭৭।

হৃষীকেশ– যিনি ইন্দ্রিয়সমূহের প্রভু বা ঈশ্বর; যাঁর অধীনে ইন্দ্রিয়সমূহ কর্মরত থাকে। ভঃগীঃ – ১/১৫, ২০, ২৪, ২/৯, ১১/৩৬, ১৮/১।

অর্জুনের নাম

(অধিকাংশ নাম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জুনকে সম্বোধনে ব্যবহার করেছেন।)

অনঘ– যিনি সম্পূর্ণ পাপমুক্ত; ভঃগীঃ – ৩/৩, ১৪/৬, ৮, ১৫/২০।

অর্জুন– কুন্তীদেবীর পুত্র; ভগবদ্গীতায় বহুস্থানে উল্লিখিত।

ভারত– রাজা ভারতের বংশধর; ভঃগীঃ – ২/১৪, ১৮, ২০, ৩০, ৩/২৫, ৪/৭, ৪২, ৭/২৭, ১১/৬, ১৩/৩, ৩৪, ১৪/৩, ৮, ৯, ১০, ১৫ ....প্রভৃতি।

ভরতর্ষভ– ভারত বংশধরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভঃগীঃ – ৩/৪১, ৭/১১, ৮/২৩, ১৩/২৭, ১৪/১২, ১৮/৩৬।

ভারতশ্রেষ্ঠ– ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; ভঃগীঃ – ১৭/১২।

দেহভৃতাম বর ঃ জড় দেহধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; ভঃগীঃ – ৮/৪,

ধনঞ্জয়– যিনি শত্রুদের পরাভূত করে ধনসম্পদ জয় করেছেন; ভঃগীঃ – ১/১৫, ২/৪৮, ৪৯, ৪/৪১, ৭/৭, ৯/৯, ১০/৩৭, ১১/১৪, ১২/৯, ১৮/৭২।

গুড়াকেশ– যিনি নিদ্রা, আলস্য এবং ইন্দ্রিয় সমূহ জয় করেছেন; ভঃগীঃ – ১/২৪, ২/৯, ১০/২০, ১১/৭।

কপিধ্বজ– যাঁর রথ-শীর্ষের পতাকা 'কপি' অর্থাৎ হনুমান চিহ্নিত (ধ্বজ-পতাকা); ভঃগীঃ – ১/২০।

কৌন্তেয়– কুন্তী দেবীর পুত্র; ভঃগীঃ – ২/১৪, ৩৭, ৬০, ৩/৯, ৫/২২, ৬/৩৫, ৭/৮, ৮/৬, ১৬, ৯/৭........ প্রভৃতি।

কিরীটী– যিনি মুকুট পরিধান করেন; ভঃগীঃ – ১১/৩৫।

কুরুনন্দন– কুরুবংশীয় সন্তান; ভঃগীঃ – ২/৪১, ৬/৪৩, ১৪/১৩।

কুরুপ্রবীর– কুরুবংশীয় যোদ্ধাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; ভঃগীঃ – ১১/৪৮।

কুরসত্তম– কুরু বংশের শ্রেষ্ঠ; ভঃগীঃ – ৪/৩১।

কুরুশ্রেষ্ঠ– কুরুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ– ভঃগীঃ – ১০/১৯।

মহাবাহু– যার বাহুদ্বয় অত্যন্ত শক্তিশালী; ভঃগীঃ – ২/২৬, ৬৮, ৩/২৮, ৪৩, ৫/৩৬, ৬/৩৫, ৭/৫, ১০/১, ১৪/৫, ১৮/৫।

পাণ্ডব– পাণ্ডু রাজার পুত্র; ভঃগীঃ – ১/১৪, ২০, ৪/৩৫, ৬/২ প্রভৃতি।

পরন্তপ– শত্রুদমনকারী; ভঃগীঃ – ২/৩, ৯, ৪/২, ৫, ৩৩, ৭/২৭, ৯/৩, ১০/৪০, ১৮/৪।

পার্থ– পৃথা অর্থাৎ কুন্তী দেবীর পুত্র; অসংখ্যস্থানে উল্লিখিত।

পুরুষর্ষভ– পুরুষশ্রেষ্ঠ; ভঃগীঃ – ২/১৫।

পুরুষব্যাঘ্র– পুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বিখ্যাত, ব্যাঘ্রের মত তেজস্বী; ভঃগীঃ – ১১/৩।

সব্যসাচী– যিনি তাঁর ডান ও বাম হাতে অস্ত্র চালনায় সমান দক্ষ; ভঃগীঃ – ১১/৩৩।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

"Bhagabad-Gita is the finest, may, perhaps the only true philosophical poem produced by any literature known to us...........

...........I have offered thanks to God that I have been allowed to live long enough to read the Bhagabad-Gita."

– Wilhelm Von Humbolt
(well-known thinker)

আপনি কি নিজ অঞ্চলে (বা স্কুলে) আপনার বন্ধুদের সাথে ইস্‌কন জাগ্রত ছাত্র সমাজের শাখা খুলতে (বা ব্যক্তিগত সদস্যপদ গ্রহণে ইচ্ছুক?)

তবে বিস্তারিত জানতে যোগযোগ করুন
বিদ্যালয় প্রচার বিভাগ
শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ জিউ মন্দির
৫, চন্দ্রমোহন বসাক স্ট্রীট
ওয়ারী (বনগ্রাম) ঢাকা-১২০৩

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে জীবন সার্থক করুন।
পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র
(জয়) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ।।
হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

'আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ' — এর সাতটি উদ্দেশ্য ঃ

(ক) সুসংবদ্ধভাবে মানবসমাজে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করা এবং সমস্ত মানুষকে পারমার্থিক জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত হতে শিক্ষা দেওয়া, যার ফলে জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভ্রান্তি প্রতিহত হবে এবং জগতে যথার্থ সাম্য এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

(খ) ভগবদ্‌গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণে কৃষ্ণ-ভাবনার অমৃত প্রচার করা।

(গ) এই সংস্থার সমস্ত সদস্যদের পরস্পরের কাছে টেনে আনা এবং শ্রীকৃষ্ণের কাছে টেনে আনা এবং এইভাবে প্রতিটি সদস্য-চিত্তে এমন কি প্রতিটি মানুষের চিত্তে সেই ভাবনার উদয় করানো, যাতে সে উপলব্ধি করতে পারে যে, প্রতিটি জীবই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ।

(ঘ) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত সমবেতভাবে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার যে সংকীর্তন আন্দোলন, সে সম্বন্ধে সকলকে শিক্ষা দেওয়া এবং অনুপ্রাণিত করা।

(ঙ) সংস্থার সদস্যদের জন্য এবং সমস্ত সমাজের জন্য একটি পবিত্র স্থান নির্মাণ করা যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিত্যলীলা-বিলাস করবেন এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে তা নিবেদিত হবে।

(চ) একটি সরল এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক জীবনধারা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সদস্যদের পরস্পরের কাছে টেনে আনা।

(ছ) পূর্বোল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলি সাধন করবার জন্য সাময়িক পত্রিকা, গ্রন্থ এবং অন্যান্য লেখা প্রকাশ এবং বিতরণ করা।